

প্রকাশিত বই সমূহ :

- ইসলামী পরিভাষা (মৌলিক জ্ঞান সিরিজ-১)
- ইয়েন (মৌলিক জ্ঞান সিরিজ-২)
- সফলতা (মৌলিক জ্ঞান সিরিজ-৩)
- উত্তম চরিত্র গঠন (মৌলিক জ্ঞান সিরিজ-৪)
- সফল প্রবাস জীবন
- যাকাত ব্যবস্থা : উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও আদায়
- ক্রমধারাঃ বিধাস ও কর্ম
- আড্ডা

বিষয় : সম্পদ বৃক্ষিক সহজ উপায় (১ম, ২য় ও ৩য় কিণ্টি)

- ABC of English Grammar
- English We Speak In Everyday Life

মৌলিক জ্ঞান সিরিজ-৫

সক্ষোভ ও সমাধান

মৌলিক জ্ঞান সিরিজ-৫

সক্ষোভ ও সমাধান

মৌলিক জ্ঞান সিরিজ-৫

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কবিতা শামীম
Md Sarwar Kabir Shameem

মৌলিক জ্ঞান সিরিজ



সংক্ষিপ্ত ও সমাধান

মো: সারওয়ার কবির শামীম
Md Sarwar Kabir Shameem

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৫ সিঙ্গাপুর [১০০]
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০০৬ ঢাকা [২,০০০]
তৃতীয় প্রকাশ : মে ২০১৯ সিঙ্গাপুর [৪,৫০০]

বিনিময় : দুই ডলার পঞ্চাশ সেন্ট

প্রকাশক : লেখক
প্রচ্ছন্দ : জাহিদ আবেদীন

মৌলিক জ্ঞান সিরিজ

- ১য় : ইসলামী পরিভাষা
- ২য় : ঈগান
- ৩য় : সফলতা
- ৪র্থ : উত্তম চরিত্র গঠন
- ৫ম : সংক্ষিপ্ত ও সমাধান
- ৬ষ্ঠ : শিক্ষা ও সম্পদ

মৌলিক জ্ঞান সিরিজ - ৫

সংক্ষিপ্ত ও সমাধান

মো: সারওয়ার কবির শামীম
বই পেতে যোগাযোগ করুন:
Phone : +65-93867588
E-Mail : sarwarkabir@hotmail.com

[দয়া করে সিরিজের সব বই সংগ্রহ করুন]

সূচী সূচী সূচী সূচী সূচী সূচী সূচী সূচী

ভূমিকা - ৫

মৌলিক জ্ঞান - ৭

প্রশ্ন - ১১

১ম অধ্যায় : মানবজীবন ১২

- স্রষ্টার পরিকল্পনা ১৩
- সকল মানুষ সম্মানিত ১৪
- দৃশ্যমান বিচিত্রতা | দৃষ্টি বিভাট ১৬
- সহনশীলতা সহজাত ১৯
- প্রশ্ন ২১

২য় অধ্যায় : বিশ্ব-ব্যবস্থা ও সঙ্কট ২২

- সঙ্কটের শুরু ২২
- চরম সঙ্কট ২৪
- সামান্য খতিয়ান ২৫
- অঙ্গুদ সৃষ্টি সমূহ ২৮
- প্রশ্ন ২৯

৩য় অধ্যায় : সঙ্কটের কৃত্রিম সমাধান ৩০

- কৃত্রিমতার দর্শন ৩১
- কৃত্রিমতা দর্শন আত্মাভাবী ৩২
- অগ্রগতির ছানীয় সাইড-ইফেক্ট ৩৩
- নিম্ন জন্মাহার ও নির্মম রসিকতা ৩৫
- অগ্রগতির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ ৩৭
 - ✓ গণ আত্মহত্যা ৩৭
 - ✓ বুদ্ধির ঢেকিদের গ্লোবাল অর্জন ৩৮
- প্রশ্ন ৪১

৪র্থ অধ্যায় : সঙ্কটের একমাত্র সমাধান ৪২

- মানবজাতির প্রাথমিক পরিচয় ৪৩
- সেকেণ্ডারী পরিচয় ৪৪
- সেকেণ্ডারী পরিচয়ের উদ্দেশ্য ৪৪
 - ✓ কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচিতি ৪৫
 - ✓ সভ্যতার চাকা চলমান রাখার জন্য পরিচিতি ৪৫
- সেকেণ্ডারী পরিচয়ের অসৎ ব্যবহার ৪৬
- প্রশ্ন ৪৯

৫ম অধ্যায় : সেকেণ্টারী পরিচয়ের সঠিক ব্যবহার ৫০

- মুসলিম পরিচয় ৫০
- জ্ঞান - অপরিহার্য ৫১
- অপরিহার্য জ্ঞান ৫২
- মুসলিম জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৫৩
- জৈবিক উপাদান ৫৪
- নেতৃত্বিক উপাদান ৫৫
 - ✓ নীতিমালা-১, নীতিমালা-২ ৫৬
 - ✓ নীতিমালা-৩, নীতিমালা-৪ ৫৭
- প্রশ্ন ৫৮

৬ষ্ঠ অধ্যায় : সংঘবন্ধ জীবনযাপন ৫৯

- ঈমানদারদের সম্মিলিত দায়িত্ব ৬১
- সংঘবন্ধ জীবনের তিনটি উপকারিতা ৬৩
 - ✓ আত্মগুরু ৬৩ ✓ সুশৃঙ্খল জীবন ৬৫
 - ✓ বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য ৬৭
- বিভক্তির কারণ সম্বূহ ও এর পর্যালোচনা ৬৮
 - ✓ দ্বীনের অগভীর জ্ঞান ৬৮
 - ✓ একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ✓ দূর অতীতের আরেকটি ঘটনা ৭১
 - ✓ জ্ঞানের গভীরতা মাপার সহজ ফর্মুলা ৭৪
 - ✓ অসহিষ্ণুতা ৭৫
 - ✓ ছোটখাটি বিষয় নিয়ে বাড়াবড়ি ৭৬
 - ✓ ঈমানদারদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ৭৮
 - ✓ মূল উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট ধারণা ৭৯
 - ✓ পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ ৮০ ✓ গঠনমূলক সমালোচনা ৮১
 - ✓ বিচিত্রতার স্বীকৃতি (Pluralism) ৮২
 - ✓ অক্ষ আনুগত্য পরিহার ✓ প্রাথীহীন নির্বাচন পদ্ধতি ৮৩
 - ✓ সার্বিক ভাস্তৃত অপরিহার্য ৮৪
 - ✓ Pre-emptive Strike ৮৫
 - ইয়াং ৮৬
 - নায়াংয়া ৮৮
 - হৰ্বান জাম্বা ৯০
 - ✓ ছুকুম আহকাম বনাম আমি ৯২
- প্রশ্ন ৯৩

শেষ কথা ৯৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। প্রশংসা কেবল সেই রহমানের যার দয়ায় আমরা তারই সীমাহীন ও অগনিত করুণার ছিটেফেঁটা জানতে পারছি। দয়াময়ের অসংখ্য কৃপা তার সৃষ্টির প্রতিটি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য উপাদানে বিবাজমান। যুগের প্রতিটি বাঁকে আমাদের রব তার অসীম প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। সকল কৃতজ্ঞতা কেবল আমাদের স্বষ্টা - আল্লাহর জন্য। তিনি আকল সম্পন্ন লোকদের জন্য প্রতিনিয়ত তার মহিমা উন্মোচন করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার মধ্যে ইখলাসের মণিমুক্তা ঢুকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন আর বিশ্বাসের মধ্যে ইষ্টিকামাত বা দৃঢ়তার।

মানবতার উদারতম ও শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আবুল কাসিম - মোহাম্মদ স. এর উপর শান্তি বর্ষিত হটক। রাহমাতুল্লিল আলামিন, উজ্জ্বল প্রদীপ - নাবীকে - পাঠ্নোর মাধ্যমে যে মহান স্বষ্টা আন্তর্জাতিকীকরণ সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে পরিচিত করালেন - সে স্বষ্টার জন্য আবারো কৃতজ্ঞতা। হে প্রভু! সমান, করুণা, মর্যাদা ও পুরস্কারের সর্বোৎকৃষ্টটি আপনি মানবতার এ বন্ধুর জন্য নির্ধারিত করে দিন। আমিন।

আমাদের রবের কৃপায় মৌলিক জ্ঞান সিরিজের ১ম চারটি খণ্ড ইতোমধ্যে জ্ঞানান্বেষ্য পাঠকের হাতে পৌছেছে। আল্লাহ যেন আমাদের জ্ঞানকে অহির নূর দিয়ে আলোকিত করে আমাদের জীবন হতে সকল অঙ্গকার দূর করে দেন। আমিন।

এটি সিরিজের ৫ম খণ্ড। মৌলিক জ্ঞান সিরিজের এ খণ্ডে আমরা আমাদের এমন এক সমস্যার কথা আলোচনা করব যা আজ বিশ্বাসীদের চরম সংকটে নিষ্কেপ করেছে। বলাবাহ্ন্য - বিশ্বাসীদের সংকট সারা বিশ্বের সংকটের সাথে আচ্ছেপৃষ্ঠে বাঁধা। বিশ্ব সংকটের নিক্ষেপ রূপ আজ পৃথিবীর প্রতিটি দেশের আনাচে কানাচে বিদ্যমান। আমাদের রব তার বাণীতে সমোধন করেছেন সকল মানুষকে - কিন্তু দায়িত্বের সবচাইতে বড় বোঝাটি তুলে দিয়েছেন উম্মাতান অসাতর^১ কাঁধে। বিশ্বাসীদের ওপর অর্পিত এ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মধ্যে বিশ্ব সংকট উত্তরণ নিহিত আছে। হে আল্লাহ আপনি আমাদের তৌফিক দিন। আমিন।

মানবজাতির অস্তিত্ব সংকট প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে আছে উগ্র জাতীয়তাবাদের মধ্যে। দুনিয়ার অসহায় মানুষগুলো এ দৈত্যের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছে দুই-দুইবার - ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে। দশ বছর সময় চলাকালীন দু'টি যুদ্ধে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত ছোবলে প্রাণ দিতে হয়েছে মোট দশ কোটির বেশ মানুষকে। চিরতরে আহত ও পঙ্কতু বরণ করেছিল অগণিত মানুষ।

^১ দলীল ও মাগধুবদের বৈশিষ্ট্যমুক্ত মধ্যমপন্থী জাতি। সূরা ২ অল-বাকারা ১৪৩।

দুই বিশ্ব ধর্মসংজ্ঞত শেষে দুনিয়ার মানুষ শান্তির যে কৃতিম ছিটেফেঁটা লাভ করেছিল তা আজ মৃতপ্রাপ্ত হতে চলেছে মানুষের সীমাহীন লোভ আর সে লোভাতুর মানুষের সবচাইতে বড় মারণাগ্র - ধর্মীয় চরমপক্ষা, ঘৃণ্য বর্ণবাদ আর উহু জাতীয়তাবাদ নামক মানবতা বিরোধী চিঞ্চা-চেতনা লালনপালনের মাধ্যমে। এ মানবতা বিধ্বংসী মতবাদ কখনো ধর্মের নামে, কখনো ভাষা আর ভৌগলিক পরিচিতির নামে, কখনো বর্ণবাদের নামে আবার কখনো জাতির নামে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আর দুনিয়াকে জাহাজামের আবাদ আবাদনে কাজ করে।

মানুষকে নিয়ে আমাদের প্রভুর পরিকল্পনা প্রজ্ঞাপূর্ণ। সে পরিকল্পনা মোতাবেক আমাদের স্রষ্টা আমাদের শান্তি-সুখ অর্জনের কায়দা লিপিবদ্ধ করেছেন আল-কোরআনে। আল-কোরআন মানুষের জন্য স্রষ্টার অপার করণা, জীবন পরিচালনার চূড়ান্ত ও বিশুদ্ধ গাইডবুক।

বিশ্বমানবতার সুখ-সমৃদ্ধির জন্য বিশ্বভাত্তত্বকে স্মেখনে মৌলিক উপাদান ঘোষণা করা হয়েছে। সকল মানুষ এক পরিবার। সে পরিবার কিভাবে সুখ দুঃখ ভাগ করে ঐক্তানের সুরে (in harmony) শান্তিময় জীবনযাপন করবে তার বিশ্বারিত ছক আঁকা রয়েছে এ আসমানী কিতাবে। এ কিতাবের সর্বত্র মানব-সার্ভাইভেলের জন্য অপরিহার্য, নির্ভুল ও সুস্পষ্ট টিপস ও অতি সহজ করণীয় সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

আশা করি পাঠক সে ঐক্তানের মূলমন্ত্র, টিপস সমূহ সিরিজের এই খণ্ডে পেয়ে যাবেন। আল্লাহ যেন আমাদের প্রচেষ্টাকে ঝুঁটিমুঝ করে গ্রহণ করে নেন। আমিন।

হে আল্লাহ! আপনার এ সুন্দর সৃষ্টি দুনিয়াকে অসৎ, লোভী ও অনৈতিক নেতৃত্বের দখলমুক্ত করে সৎ ও শান্তিকামী মানুষদের হাতে এর দেখভাল করার দায়িত্ব নিতে সাহায্য করুন। ধর্মীয় উহতা, চরম জাতীয়তাবাদের নিকৃষ্ট আক্রমন, বর্ণবাদের ঘৃণ্য নিষ্ঠুরতা হতে নিরীহ মানবতাকে রক্ষা করুন। সকল মানুষকে তাদের মুখ্য পরিচয় ফিরিয়ে দিন। আমিন।

পাঠকের পরামর্শ ও সংশোধনী কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করার আশ্বাস রইল।

যো: সারওয়ার কবির শামীম

Phone: +65-93867588

E-Mail: sarwarkabir@hotmail.com

ମୌଲିକ ଜ୍ଞାନ

ଜୀବନେର ଅତି ଜରୁରି ଦିକଗୁଲୋ ମୌଲିକ ଜ୍ଞାନ ସିରିଜେର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ । ଜୀବନ ନଦୀତେ ହର ହାମେଶା ଖରପ୍ରୋତା ଢେଉ ଥାକେ । ସେ ସଂଘାବିକ୍ଷୁଳ ନଦୀ ସଫଳତାର ସାଥେ ପାଡ଼ି ଦେଯାର ଜନ୍ୟ ସଦି ଯଥାର୍ଥ ସରଜାମ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଥାକେ ତାହଲେ ମାବପଥେ ଜୀବନତରୀ ଡୁବେ ଯାଓୟାର ସଂଭାବନା ଶତଭାଗ ।

ମାନବଜୀବନେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅବଶ୍ୟକାବୀ, କାମ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବେର ଅପରିହାର୍ୟ ଉପାଦାନ । ତା ଆମାଦେର ମହାନ ବିଜ୍ଞ ସ୍ତରର ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ ମହାପରିକଲ୍ପନାର ଅଂଶ । ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବତ୍ର ଏର ପ୍ରମାଣ ସୁପ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଜେ ବୋଧଗମ୍ୟ ।

ଜୀବନେ ସୁଖୀ ହୋଇବାର ଜନ୍ୟ ବିଚିତ୍ରତାର ଧାରଣା, ବୁଝା ଓ ତା ମେନେ ନେଯାର ମଧ୍ୟେ କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ ରହେଛେ । ଏ ମୌଲିକ ବିଷୟଟି - ସଜ୍ଞାନେ ବା ନା ଜେନେ - ଅବଜ୍ଞା କରଲେ ଏକଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନେର ପ୍ରତିଟି ଧାପେ ଭୋଗାନ୍ତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହବେ । ବରଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକେ ଜୀବନେର ସକଳ ବିଭାଗେର ସାଥେ ଖାପ ଖାଇଯେ ନେଯାର ଉପାୟ ଖୁଜେ ନିଜ ଆୟୁଷକାଳକେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବାନିଯେ ନେଯାଇ ବୁଦ୍ଧିମାନେର କାଜ । ବିପରୀତଟି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତା, ଅଶାଙ୍କିର ଶକ୍ତିଶାଲୀ ପ୍ରଭାବକ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ମାନସିକ ଅସୁଖେର କେନ୍ଦ୍ରିୟଳ ।

ଜୀବନେର ଶୁରୁ ବିଚିତ୍ରତା ଦିଯେ । ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେଇ କାନ୍ଦା ଦିଯେ ଜୀବନ ଶୁରୁ କରେ ଅର୍ଥଚ ତାର ଆଶପାଶେ ସକଳେର ମୁଖେ ହାସି । ଆବାର ଯେ ମା ତାକେ ଜନ୍ୟ ଦିତେ ଗିଯେ ଥାଏ ନିଜେର ଥାଣ ହାରାତେ ବସେଛିଲେ ସେ ମାରେର ବିଷୟଟି ଆରୋ ବିଚିତ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ - କାରଣ ତାର ଚେହାରାଯ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହାସି, କିନ୍ତୁ ଚୋଥେ ଅନ୍ଧ - ନିଶ୍ଚୟ ତା ଆନନ୍ଦେର ।

ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ମିଳେର ଚାଇତେ ଅମିଲ ବେଶି । ଚେହାରା, ସ୍ଵଭାବ, ପହଞ୍ଚ-ଅପହଞ୍ଚ ସବକିଛୁତେଇ ମିଳେର ଚାଇତେ ଅମିଲ ବହୁଣ ବେଶି - ଅର୍ଥାଂ ବିଚିତ୍ରତା ।

ଆମାଦେର ଏକଟି ମାତ୍ର ବାସଥାନ - ଛୋଟ ପୃଥିବୀ । ଆମାଦେର ସୌରଜଗତେର (Solar System) ୯୯.୮୦% ଜାଗା ଦଖଲ କରେ ଆହେ ସୂର୍ୟ । ଅବଶିଷ୍ଟ ମାତ୍ର ୦.୨୦% ଜାଗାଗାୟ ଆହେ, ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ, ୮ଟି ଗ୍ରହ (Planets), ଦେଡ଼ ଶତାଧିକ ଚାଁଦ (Moons), ବିଲିଯନ-ବିଲିଯନ ଗ୍ରହାଣ୍^୨ (Asteroids) ଇତ୍ୟାଦି ।

ସୌରଜଗତେର ବିଶାଲତାର ତୁଳନାୟ ପୃଥିବୀ^୩ ଅତି କୁନ୍ଦ୍ର । ଅର୍ଥଚ ଏହି ଅତିମାତ୍ରାଯ କୁନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, ନାନା ରକମେର ଜଳବାୟୁ, ବିଚିତ୍ରମୟ ଖୁତୁ ଓ

^୨ ମହିଳ ଓ ବୃହିପ୍ରତି ଗ୍ରହର ମାଝେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ୪୦ କୋଟି ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ Asteroid Belt-ଏ ପ୍ରାଣୁସମ୍ବୂହ ଭାସହେ ଓ ସୂର୍ୟକେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ (Orbit) କରରେ । ଏକେକଟି Asteroid ଦୈର୍ଘ୍ୟେ ଏକ ହାଜାର କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ ।

^୩ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ୟର ଚାଇତେ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରେଟ ଓ ବୃହିପ୍ରତି ଗ୍ରହର ୧,୩୦୦ ଗ୍ରେଟ ହୋଟ ।

আবহাওয়া, নানা ধরনের ফল-মূল ও এর স্বাদ-বিচ্ছিন্নতা^৪, বিভিন্ন জাতের গাছ-গাছালি, বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখী - অর্থাৎ সর্বত্র বিচ্ছিন্নতার আধিক্য।

নিঃসন্দেহে বিচ্ছিন্নতাসমূহ আমাদের রবের পরিকল্পনা ও রহমতের অংশ। জীবনকে উপভোগ্য করার লক্ষ্যেই মূলত এতসব আয়োজন - কেবল আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি মানুষের সাথে মানুষকে সর্বক্ষণ লেনদেন করতে হয়। নিজ পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুমহল, সহকর্মী, ব্যবসায়িক পার্টনার, সমাজে বসবাসকারী নিকট বা দূরের মানুষের ইত্যাদি হলো পরিচিতজন বা নিকটজন কিংবা নিকটজনদের পরিচিতজন। এ সমস্ত মানুষ পরস্পরের সাথে একধরনের বোঝাপড়ার আঠেপঠে বাঁধা। অপরদিকে রয়েছে মানুষের বৃহত্তম অংশটি। যাদের সাথে সরাসরি কোনো লেনদেন হয়ত নেই। তারা কোনো আত্মায়ও নন। নিজ সমাজের বাইরের এমনকি নিজ ভৌগলিক সীমানারও বাইরের লোক তারা।

নিকট কিংবা দূরের, আত্মায় বা অন্যাত্মায়, পরিচিত অথবা অপরিচিত, ভৌগলিক সীমার ভেতরে বা বাইরের - মানুষের প্রতি মানুষের একটি সুস্থ, শুন্দি ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অতীব প্রয়োজন। পারস্পরিক আচার-আচরণের গ্রহণযোগ্য এটিকেট জরুরি। আশা-প্রত্যাশার সীমা-পরিসীমা থাকাটা আবশ্যিক। মতভেদ বা মতান্তরে করণীয় ও সর্বজনবিদিত-নীতি সুল্পষ্ট থাকা উচিত। সঙ্কটকালীন করণীয় সমূহের তালিকা সহজলভ্য ও সহজে পালনীয় হওয়ার উপযোগী হওয়া উচিত। একটি শক্তিশালী উচ্চমানের সর্বজনস্থায় রেফারেন্স পয়েন্ট থাকা অত্যাবশ্যিক।

তাহলেই আশা করা যায় যে আমরা সকলে মিলে দুনিয়াকে একটি আবাসযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে আমাদের স্তুষ্টার প্রিয়ভাজন হতে পারবো। বিষয়টিকে উপেক্ষা করলে তার পরিণতি কি হবে তার জন্য আমাদের দূর ভবিষ্যত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। আমরা প্রতিনিয়ত তা টের পাচ্ছি। আজ সারা দুনিয়ার প্রতিটি শহর, গ্রাম, পাড়া, দেশ সর্বত্র আজ অশান্তির আগনে জুলছে।

দ্বন্দ্ব আজ কেবল নিকটজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। একান্ত শ্রিয়জনদের মধ্যে যা হচ্ছে তা ভদ্রতার সকল সীমা ছাড়িয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে গেছে। পরিবারের নিকটজন হতে শুরু করে, প্রতিবেশী, ব্যবসায়িক পার্টনার, ত্রেতা-বিত্রেতাসহ প্রায় সকলের মধ্যে পারস্পরিক আনন্দময় বুঝাপড়া দুর্লভ প্রমাণিত হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব সংঘাত ছড়িয়ে পরেছে দেশ হতে দেশান্তরে। স্নায়ুবন্দ, জিহ্বার তীক্ষ্ণ লড়াই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হৃষ্মকি, ব্ল্যাকমেইলিং, সিক্রেট কিলিং মিশন, হাইজ্যাক, গুম ইত্যাদি এখন বেশ সহনীয় হয়ে উঠেছে।

^৪ সূরা ১৩ রায় ৮।

সকল মানুষ একই জাতিসভার অন্তর্ভুক্ত ছিল^৫। অথচ আজ দেশে দেশে চরম জাতীয়তাবাদ (Ultra Nationalism) জেগে উঠছে। দয়ার স্থান দখল করেছে হিংসা, বিদ্রোহ ও ঘৃণা। নতুন কায়দায় দেশ দখল, ক্ষমতা দখল, জমি গ্রাস আর শিশু-নারী হত্যার মত জঘন্য কাজগুলো অবাধে শুরু হয়েছে। প্রিন্ট মিডিয়া, কেইবল মিডিয়া, বেতার ইত্যাদি সবাই আজ দখল শব্দটিকে সহমৌর করে তুলতে কৌশলে খুব আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করছে। ফলে দখল শব্দটি শুনতে শুনতে দুনিয়ার মানুষ দখল-বাঙ্ক হয়ে গেছে। যার যত বড় বিদ্যা তার দখল ক্ষমতা তত দক্ষতাপূর্ণ ও কৌশলী। চমৎকার ভাষাবিদ্যা ব্যবহার করে শব্দের মার পঁঢ়চ দিয়ে, অস্ত্রবিদ্যায় চরম পারদর্শীতা অর্জন করে, জ্ঞানবিজ্ঞানে চরম উন্নত ব্যক্তি বা জাতি দখল বিদ্যায় অন্যদের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে আছে।

আজ জুলুম, সন্ত্রাস, চাপিয়ে দেয়া দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে ভুগছে মানুষের বৃহৎ অংশ। সারা দুনিয়া হতে অক্ত্রিম সহনশীলতা বিদ্যায় নিয়েছে। জুলুম হতে কোনো জাতি, দেশ, ভাষাভাষী মানুষ মুক্ত নেই। যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তারা হবে জালিম, যাদের হাতে ক্ষমতা নেই তারা হবে জুলুমের শিকার। আবার যে জালিম ক্ষমতা হারাবে সে শীঘ্রই স্বাদ নেবে সে জিনিষের যা ক্ষমতাসীন থাকাকালীন নিয়মিত করে সে আনন্দ পেত। আগে যারা অসহায় হয়ে জুলুমের শিকার হয়ে আসছিল, পট পরিবর্তনের পর তারা ক্ষমতা হাতে পেয়ে বহুগুণ উৎসাহ উদ্বৃপ্তি সহ জুলুম শুরু করে দেয়। দুনিয়ার মানুষ ডেবে আসছে এই হলো জীবন-সাইকেল। এ হলো ভাগ্যের লিখন। অরণ্যাতীত কাল হতে এ জঘন্য সাইকেল বা চক্রের নিকট মানুষ অসহায় আত্মসমর্পণ করে আসছে।

এমতাবস্থায় বিশ্বব্যাপী পুরো মানবজাতি আজ এক গভীর সঙ্কটে পতিত হয়েছে। পৃথিবীর কোনো জনপদ এ জঘন্য সাইকেল হতে মুক্ত নয়। এ ভয়াবহ সঙ্কটের কেবল ধরন বা রূপে (Form) এবং মাত্রায় (Degree) বিভিন্নতা আছে কিন্তু মূল উপাদানে (Substance) কোনো ভিন্নতা নেই।

এ মৌলিক বিষয়ে যদি মানুষ গভীর চিন্তা (Contemplate) করে সতর্ক না হয় তাহলে মানুষের জীবনে সীমাহীন সামষ্টিক ভোগান্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না। ক্রমান্বয়ে ছোট হতে মাঝারি দুর্যোগ, তারপর মানব সভ্যতা ধর্মসের চূড়ান্ত পর্ব - সেটাই বাকি আছে।

মৌলিক জ্ঞান সিরিজের বর্তমান খণ্ড এ জটিল কিন্তু মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করে এর একটি সমাধান প্রস্তাব করার সৎ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা যাত্র। আমাদের মহাবিজ্ঞ রব এবং সকল জ্ঞানের উৎস আল্লাহর ওপরই সকল ভরসা। তিনি যেন আমাদের

^৫ সূরা ২ আল-বাকারা ২১৩।

এ প্রচেষ্টাকে সহজ করে এর সফলতার ভাব নিয়ে আমাদের ওপর তার করণ চেলে দেন। আমিন।

বলাবাহ্ল্য, দুনিয়াকে শান্তির আবাসভূমি বানানোর দায়িত্ব প্রত্যেকটি আদম সন্তানের। তবে বিশ্বসীদের ওপর সে দায়িত্বটি সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ। মানবজীবনকে স্বার্থক, সুন্দর ও গতিশীল করার জন্য আমরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ওপর জ্ঞানার্জনকে প্রাধান্য দিয়েছি।

ইমানদারদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন জরুরি:

১. ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা
২. জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্বোত্তম মডেল মোহাম্মদ সা.
৩. সকল সুকৃতি আল্লাহর জন্য
৪. মর্যাদা ও সফলতার মানদণ্ড
৫. পরকাল-চিন্তা ও জবাবদিহিতা
৬. মাতা-পিতার বিশেষ অধিকার
৭. সামাজিক সম্পর্কতা
৮. সংঘবন্ধ জীবনযাপনের বাধ্যবাধকতা
৯. শিক্ষা, আত্মগঠন ও প্রশিক্ষণ
১০. সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা

উপরোক্ত বিষয়গুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের - আমাদের ভাষায় - সুখ-দুঃখ, হাসি-কানা, জয়-পরাজয়, উন্নতি-অধোগতি, সম্মান-অপমান, বৃদ্ধি-সঙ্কোচন ইত্যাদির সাথে বহুলাংশে জড়িত।

অতএব ঈমানদারদের অগাধিকার ভিত্তিতে এসবের উপর জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের শুদ্ধতম উৎস আল-কোরআনের নিয়মিত, অনুসন্ধিস্থু মনযোগ দিয়ে অধ্যয়ন সবচাইতে জরুরি। আসমানী জ্ঞানের সহজ-সরল ও বাস্তব সম্বত প্রয়োগের জ্ঞান উদাহরণ প্রিয় নারীর স. পূর্ণ জীবনচরিত - অর্থাৎ সুন্নাহ প্রাতিহিক ডোজের অভ্যাসে পরিণত করা অতীব প্রয়োজন।

এ দুয়োর পাশাপাশি সতর্ক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অন্যান্য সকল মাধ্যম হতে জ্ঞানার্জন করে যেতে হবে। তবেই জীবন নদীতে সংগঠিত যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনার রহস্য বুঝে সে অনুযায়ী তরী চালানো সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন
ভূমিকা ও মৌলিক জ্ঞান

১. কৃতজ্ঞতার মধ্যে ইখলাসের মণিমুক্তা বিষয়টি কি?
২. মানুষের উদারতম ও শ্রেষ্ঠতম বক্তু মানুষটি কে?
৩. বিশ্ব-পরিচালনায় দায়িত্বের সবচাইতে বড় বোঝাটি কার ওপর?
৪. কোন দর্শনের মধ্যে মানবজাতির অস্তিত্ব সঙ্কট লুকিয়ে আছে?
৫. এর বিষাক্ত ছোবলে কত কোটি মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে?
৬. ধ্বংসযজ্ঞশেষে মানুষ কোন রোগের প্রভাবে আবারো উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারাস্ত হচ্ছে?
৭. জীবন পরিচালনার চূড়ান্ত বিশুদ্ধ গাইডবুক কি?
৮. বিশ্বমানবতার সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কোন উপাদানকে মৌলিক ঘোষণা করা হয়েছে?
৯. জীবন নদীতে সর্বদা কি থাকে?
১০. সৃষ্টির সর্বত্র কোন উপাদান অপরিহার্যভাবে লক্ষণীয়?
১১. বিচিত্রতা সম্পর্কিত ধারণা ও জ্ঞান না থাকলে মানুষ কিসের সম্মুখীন হবে?
১২. মানুষের মধ্যে মিল-অমিল বিষয়ে বুরা ও ব্যথ্যা গুরুত্বপূর্ণ?
১৩. পৃথিবী নামক এহে অতি সহজে দর্শনীয় বিচিত্রতা কি?
১৪. বিচিত্রতার মূল কারণ কি?
১৫. মানবজীবনকে সফল করার জন্য কি কি বিষয়ে নীতিমালা প্রয়োজন?
১৬. সবচাইতে বেশি দ্বন্দ্ব কোন পর্যায়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে?
১৭. কোন কোন উপাদান দয়ার স্থান দখল করে আছে?
১৮. কোন শব্দটি আজ বেশ সহনীয় হয়ে গেছে?
১৯. দুনিয়ার মানুষ কোন সাইকেলের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে?
২০. মৌলিক জ্ঞান বইয়ের এ সিরিজের প্রতিপাদ্য বিষয় কি?
২১. “সকল মানুষ একই জাতি সত্ত্বার অঙ্গভূক্ত ছিল” – কথাটি কে বলেছেন?

১ম অধ্যায়

মানবজীবন

মানুষের বসবাস দুনিয়ার যে থাণ্ডেই হোক না কেন সকলের মাত্র একটি সার্বজনীন ও আসল পরিচয় - তা হলো মানুষ। ভৌগলিক অবস্থান কিংবা খৃতু বৈচিত্র্য মানুষকে তার মূল বড় পরিচয় হতে প্রথক করে দেয় না। অতএব বৃহত্তর মানব গোষ্ঠি একটি মাত্র সুতায় গাঁথা, কারণ তারা সকলে এক পিতা ও এক মায়ের সন্তান। আসমানী কিতাবসমূহ মানুষকে প্রথম হতেই এ শিক্ষা দিয়ে আসছে। এ সম্পর্কে আল-কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعْبًا وَقَبَائِيلَ

হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি।
সূরা ৪৯ হজরাত ১৩।

সীমিত জ্ঞান ও সামর্থের অধিকারী হিসাবে আমরা আমাদের স্তুতির হিকমাহ বা প্রজ্ঞার পুরোটাই বুঝা জরুরি নয়, তা সম্ভবও নয়। তবে আমাদের জীবনসংশ্লিষ্ট বিষয়াদী, আমাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কিত প্রসঙ্গসমূহ, আমাদের উন্নতি, অগ্রগতি, লাভ, ক্ষতি, আমাদের পারস্পরিক ঘোষামেলাহর ভাল ও খারাপ দিক আমাদের স্তুতি সহজ সরল ভাবে তার পাঠানো কিতাবসমূহে (কোরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলে। সূরা ৩:৩) উল্লেখ করেছেন। সে সব বুঝা খুবই সহজ^৬ এবং আমাদেরকে তা বুঝতেই হবে। তা উপেক্ষা হবে আত্মাধাতী কাজ। সুখের বিষয় যে, ঐ সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদের কোনো বিশেষ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ শর্ত নয়। অতি অল্প চেষ্টায়^৭ তা আয়ত্তে আনা সম্ভব। আমাদের স্তুতি বলেন:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمُؤْلِلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَخْسَنَ تَقْسِيمٍ

তারা আপনার নিকট এমন কোনো সমস্যা নিয়ে আসেনি যার সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি দান করিনি। সূরা ২৫ আল-ফুরকান ৩৩।

^৬ যেমন সূরা ৪ আন-নিসা ২৮-৩২ [জীবনবোৰা হালকা করার জন্য ১ম করণীয়: একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়োনা। ২য়: লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে]।

সূরা ৮৩ আল-মুতাফিফিন ১-৩ [ধৰ্ষণ তাদের জন্য যারা ওজনে কম দেয়]।

সূরা ৫৩ আন-নাজর ৩২ [যারা কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে, ছোটখাটি অপরাধ করলেও শিষ্য আল্লাহর ক্ষমা বিন্দৃত]।

^৭ দীরের অপরিহার্য অংশ বুঝার জন্য সামান্য প্রচেষ্টাই যথেষ্ট। আমাদের গ্রন্থের এটিও একটি করণ্যা যে: তিনি তার বাণীকে সহজ সরল ভাষায় পাঠিয়েছেন [সূরা ৫৪ আল-কামার ১৭, সূরা ১৯ মারিয়াম ৯৭, সূরা ৫৭ হাদীদ ১৭]।

সুতরাং মানুষ জীবনের সকল মৌলিক সমস্যা সমাধানের জন্য তার রবের পাঠানো কিতাবের^৮ দ্বারস্থ হওয়া জরুরি। কারণ আমাদের রবের দেয়া সমাধান সত্য, সহজ ও উত্তম। তা মানবরোগের সুচিকিৎসা এবং মুগ্ধনের জন্য রহমত^৯। এতে প্রিমিয়াম অত্যন্ত কিন্তু অত্যধিক লাভ ও বরকত।

একজন সতর্ক ব্যবসায়ী সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ সম্ভাব্য সকল উৎস হতে জেনে নেয়ার জন্য উদয়ীব থাকেন। তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন মুনাফা-বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য। এ জন্য তিনি নিউজপেপার, ইন্টারনেট, বিজনেস জার্ণাল ইত্যাদি হতে সর্বদা টিপস (ইঙ্গিতপূর্ণ অতি প্রয়োজনীয় তথ্য) সংগ্রহ করেন। তা ব্যবহার করে তিনি বার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা সাজিয়ে নেন।

আমাদের স্বষ্টার পরিকল্পনা ও পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি জেনে নেয়া আমাদের জন্য আরো জরুরি। কারণ আমরা সেখানে সফলতার জন্য অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ টিপস পেয়ে যাবো। কর্মজীবনে আমরা ঠিক সে কাজটিই করি। আমাদের সুপারভাইজর কিংবা বসের চিন্তা, পছন্দ অপছন্দ, পরিকল্পনা আমাদের কাজের ধরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের গতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। সফলতা ব্যর্থতায় তা ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

স্বষ্টার পরিকল্পনা

আমাদের স্বষ্টা আমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। এ ছাড়াও রয়েছে বর্ণ ভিত্তিক বিভিন্নতা, ভাষার বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন:

وَمِنْ أَيْنَهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاحْيَ الْمَوْتَىٰ كُمْ وَالْوَائِكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِلْعَلِمِينَ

এবং তাঁর আরেক নিদর্শন হচ্ছে নভোমঙ্গল ও ভূমঙ্গলের সূজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। নিচয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। সূরা ৩০ আর-রুম ২২।

মানুষের মধ্যে জাতি, গোত্র, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদির বিভিন্নতা আমাদের স্বষ্টার মহান ও বিজ্ঞ পরিকল্পনার অংশ। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হেতু মানুষ তার রবের পরিকল্পনা বুঝে তা মেনে নিলে তার সফলতার দ্বার খুলে যাবে। জীবন বোঝা

^৮ যারা আল্লাহর কিতাব হতে মানুষকে অযৌক্তিক কারণে দূরে রাখে, সহজ সরল কিন্তু জরুরি হৃকুম-আহকাম ঢেকে রাখে তাদের চাইতে বড় জলিম আর কে আছে? (২:১৪০)। প্রতিদিন দিবসে অবশ্যই এ বৃহৎ জুলুম এবং ঢেকে রাখার জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

^৯ সূরা ১৭ বানী ইসরাইল ৮২।

হালকা হবে। ভিন্ন চিন্তা কেবল ভোগান্তি বৃদ্ধি করবে। আমাদের স্রষ্টা আমাদের মধ্যকার বিভিন্নতার মূল কারণটি আল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন:

لِعَنْ رُفْوٍ

যেন তোমরা একে অপরকে জানতে পার। সূরা ৪৯ হজরাত ১৩।

এটি মানবজাতির অন্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। জীবনের সকল অভাব, দুর্যোগ, বিপদ, জটিলতা, কাঠিন্য, নিঃস্বতা ইত্যাদির সহজ, সরল সমাধান। তা আমাদের মহান রবের পক্ষ হতে তার সম্মানিত সৃষ্টি মানুষের জন্য অনন্য করণা ও সুন্দর দান।

এ পারস্পরিক পরিচিতি (তাঁয়ারাফু ৪৯:১৩) শব্দটির মধ্যে আমাদের সর্বজ্ঞ রব মানবজাতির সর্বোচ্চ সমস্যার সবচাইতে সহজসাধ্য সমাধান দিয়েছেন^{১০}।

অর্থাৎ মানবজীবনে রঙ-বেরঙের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, নানা ধরনের সাধ্য-চেষ্টা, উচ্চারণের বুদ্ধি-বৃত্তি, চরম অসহায়ত, ছুঁড়াত লক্ষ্যে পৌছাবার সামর্থ্য, আকাশচুম্বী সফলতা, কিংকর্তব্যবিমুক্তি, হতবুদ্ধি অবস্থা, আয়োদ-আনন্দ, বেদনাদায়ক পরাজয়, জাঁকজমকপূর্ণ বিজয় ইত্যাদি পরস্পর বিপরীত দোষ-গুণ সবই ব্যাপক অর্থবহুল ও সদা শিক্ষণীয়। আর সকল কিছুর ওপর এসব আমাদের প্রভুর প্রজ্ঞাপূর্ণ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

সকল মানুষ সম্মানিত

সৃষ্টিজগতে বহু আশ্চর্যজনক প্রাণী, বিষয় ও ঘটনা আছে যা মানুষের তুলনায় অনেক বেশি বিস্ময়কর। পুরো প্রাণীজগতে যে বিস্ময়কর^{১১} ঘটনা ঘটছে তা জেনে মানুষ কেবল আশ্চর্যাপ্তিতই হচ্ছে না বরং জ্ঞান-গবেষণায় বছরের পর বছর কাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্রষ্টা সম্মানিত করেছেন কেবল মানুষকে। আর আমাদের স্রষ্টা তা নিশ্চয়তা সহকারে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন:

وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَنِي آدَمَ

নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।

সূরা ১৭ বানী ইসরাইল ৭০।

^{১০} ভাবে ও ভাবে (Show off) বুঝিমান কিন্তু কর্মে জালিয়াতি হলো মানুষের ঘভাবসূলত নীতি। জালিয়াতি করার নিমিত্তে মানুষ সর্বদা তার প্রত্তর সহজ-সরল পথ এড়িয়ে চলেছে। বাকা পথে হাটেছে। আমাদের প্রভুর সমাধান সর্বদা সহজ-সরল (হীন-আল-কুয়িয়ামা - আল-কোরআন ১২:৪০, ৩০:৩০, ১৮:৫)। এর জন্য খুব অল্প মূল্য পরিশোধ করতে হয়। তা কাঠিন্যতামুক্ত, বক্রতামুক্ত।

^{১১} লং-ফিশ (Lungfish এক প্রকার মাছ) কোনো খাদ্য-পানি ব্যতীত ৪/৫ বছর শুকনা মাটির ভেতর বেঁচে থাকতে পারে। দেখুন: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lungfish>

অন্য বহু সৃষ্টির তুলনায় মানুষ এক অনন্য উচ্চতায় অবস্থান করছে। মানুষ যে স্রষ্টার
বিশেষ মর্যাদাবান সৃষ্টি তা তিনি আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

وَقَسَّلَنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيَّاً

এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি।
সূরা ১৭ বানী ইসরাইল ৭০।

আমাদের স্রষ্টা মানুষের মর্যাদা এত বেশি দিয়েছেন যে মানুষের প্রাণকে পবিত্র
ঘোষণা করেছেন। এ সম্মানিত প্রাণ যেন কোনো অঙ্গ-হতভাগা সংহার না করে সে
ব্যাপারে সাবধান করেছেন।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَانَمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا

যে কেউ - প্রাণের বিনিয়মে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার
অপরাধ ব্যতীত - কোনো মানুষ হত্যা করল, সে যেন পুরো মানবজাতিকে
হত্যা করল। যে কেউ কোনো মানুষের জীবন রক্ষা করল, সে যেন সকল
মানুষের জীবন রক্ষা করল। সূরা ৫ আল-মায়দা ৩২।

সম্মানিত সৃষ্টি মানুষের অর্মর্যাদা ও অসম্মান কোন পথে আসবে তার ইঙ্গিত
আমাদের স্রষ্টা এ আয়াতে (৫:৩২) দিয়ে দিয়েছেন। ফাসাদ ফিল আরদ -
পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি হত্যার চাইতে মারাত্মক অপরাধ। কারণ ফাসাদ মানব
হত্যার মূল কারণ। তা আড়ালে থেকে হত্যার মত জরুর্য কর্মের ক্ষেত্র তৈরি করে।
ফলে মানুষের জন্য হত্যা সহজ হয়।

وَلَا تَقْتُلُوا أَذْلَالَ كُمْ خَشِبَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِنَّمَا كُمْ لَئِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ حَطَّاً كَيْبِرًا

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সত্তানদের হত্যা করো না। তাদেরকে এবং
তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে
হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। সূরা ১৭ বানী-ইসরাইল ৩১।

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

তোমরা একে অপরকে (অথবা নিজেদেরকে) হত্যা করো না।
সূরা ৪ আন-নিসা ২৯।

সুষ্ঠা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার সকল পথ প্রকাশ করে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। প্রাণ রক্ষা, প্রাণের বৈষয়িক এবং আত্মিক উন্নতির জন্য সকল উপায় ও পদ্ধা বলে দেয়ার জন্য যুগে যুগে বিশেষ নির্দেশনা পাঠিয়েছেন, সাথে সর্বোচ্চ মানের ও সর্বোত্তম নৈতিকতাসম্পন্ন বিশেষ মানুষও (নাবী/রাসূল) পাঠিয়েছেন।

দৃষ্ট্যান্ত বিচিত্রতা

জাতিসমূহের (সমষ্টিগত - মেক্সিকো লেভেল) জৌলুস, সামর্থ্য, ক্ষমতা-দক্ষতার অসদৃশ্য যেমন চিন্তার খোরাক যোগায়, ঠিক তেমনি ব্যক্তির (ব্যষ্টি - মাইক্রো লেভেল) সামাজিক মর্যাদা, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার বৈসাদৃশ্য সমতাবে গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তনীয়।

একটি পাড়ায় কয়েকটি পরিবার প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী। একই পাড়ায় অপর কয়েকটি পরিবার জীবন সংগ্রামে প্রচেষ্টারত এবং প্রায় পরাজিত। সমাজের কিছু মানুষ ক্ষমতার অধিকারী। তাদের প্রতিপত্তিতে অপর কারো আরাম হারাম হয়ে গেছে। কেউ কেউ সন্তানের জন্মাদিবস পালনে দেদার অর্থ ও খাদ্য অপচয় করে আবার কয়েক শ' মিটার দূরে আদম সন্তান জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে হিমসিম খায়। কেউ কেউ প্রতিযোগিতার হারে আদরের দুলালের আকৃতিকা উৎসব পালন করেন নামী-দামী ঝুঁক কিংবা তারকা খচিত হোটেলে। অথচ তারই নিকটে বহু পরিবার মেয়ে সন্তানদের পাত্রস্থ করার বোৰা বহন করতে গলদর্ঘম হয়।

জীবন যুক্তে বিচিত্রতা অবশ্যভাবী। এ বিচিত্রতা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনে যারা নায়ক-নায়িকা তারা নিজেরাই আবার যুগের চাকার পরিবর্তনে নিজেরা চমক সৃষ্টি করেন। বাতাসের দিক পরিবর্তনে বহুজনের কপালেরও পরিবর্তন ঘটে। কারো কপাল সঙ্কুচিত হয়, কারো প্রসারিত। কেউ নিজেই চমকে উঠেন - বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকেন। আর অন্যরা দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পুলকিত হন।

দৃষ্টি বিভাট

একজন কৃষক নিজ ইচ্ছায় কৃষক হবেন, একজন প্রতিভাধর ছাত্র তার পরিশ্রমের ফল হিসাবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মেরিনার বা বিজ্ঞানী কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানী (Astronomer) হবেন, আরেকজন ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করে এম-এন-সির সি-ই-ও বা চেয়ারম্যান হবেন, আবার অন্যরা অপেক্ষাকৃত কম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ধাপ অতিক্রম করার কারণে কলন্ত্রাকশন ওয়ার্কার হবেন বা ওয়েব্ডার হবেন - এ হলো আমাদের সন্ধীর্ণ চিন্তা, দুর্বল বুদ্ধিগত আর উর্বর মন্তিকের অনুভূতি ও সিদ্ধান্ত (Deduction) - দৃষ্টি বিভাটও বটে। এ দৃষ্টিভঙ্গির মূলে রয়েছে আমাদের

অতিযুক্ত শিক্ষা, এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃষ্টি ভুল জীবন-দর্শন এবং চরম দুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থায় প্রসবিত জগন্য প্রোডাকশন - সীমাহিন লোভ। আমাদের প্রতু বলেন:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغِيبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ يَأْتِي أَرْضٍ
لَّمْ يُوتَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

নিচয়ই আল্লাহর কাছেই বিশেষ সময়ের (কিয়ামাহ) জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানেন আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। সূরা ৩১ লোকমান ৩৪।

একজন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখতেন তিনি রাত্রিপ্রধান হবেন, আরেকজন বড় রাজনীতিবিদ হওয়াকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে লালন করেছেন। আবার কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিভাবে বিরাট সম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়, কিভাবে পার্টি প্রধান হওয়া যায় কিংবা কোনো দৌড়ে প্রথম হবেন ইত্যাদি। অতঃপর একদিন তারা তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হতে দেখতেন। আর তারা আজাজীবনিতে লিখা শুরু করলেন যে তারা বড় স্বপ্ন দেখতেন বলেই তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। জনসমূহে মঞ্চ মাতালেন এই বলে যে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে তারা আজ সফলতার চূড়ায় পৌছেছেন। এসবও মানুষের অতি সীমাবদ্ধ কল্পনাশক্তির বন্য দৌড়-ঝাপ আর আগোছালো ও দুর্বল চিন্তা জগতের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। আর গুণের দিক থেকে নৈরাজ্যকর কিন্তু বাহ্যিক রূপে চোখ ধাঁধানো জ্ঞানজগতের প্রকৃত অসহায়ত্ব।

প্রকৃতপক্ষে কে কি হবেন বা কে কোন পদ আরোহণ করবেন কিংবা কে রাজ্য পাবেন আর কে রাজ্য হারাবেন এর সবই এক মহা ক্ষমতাধর ও মহাজ্ঞানী মালিক নিয়ন্ত্রণ করেন। কে ইজ্জত আর জনপ্রিয়তার চূড়ায় আরোহণ করবেন আর কে চূড়া হতে কখন খারা অবতরণ করবেন সে মহান শক্তি তার পরিকল্পনা মোতাবেক সবকিছু সাজান। এতে থাকে তাঁর সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞা, সিদ্ধান্ত ও নিয়ন্ত্রণ^{১২}। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ مَلِكُ الْمَلَائِكَةِ لُقْيَ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مِنْ تَشَاءُ
بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

^{১২} সূরা: ৩৫ ফাতির ১, ৩১ লোকমান ২৭, ২৯ আনকাবুত ৩০, ৬ আনয়াম ১১১, ১২৫।

বলো, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমান কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। সূরা ৩
আলে-ইমরান ২৬।

এতে আরো প্রমাণিত হয় যে স্রষ্টা এমন এক শক্তি যিনি প্রতিটি সেকেও আমাদের তৎপরতার সাথে সংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা স্রষ্টার দৃষ্টিসীমার বাইরে নই^{১৩}। তার জানের বাইরে গাছের একটি পাতাও নড়ে না^{১৪}। তার অনুমতি ব্যতীত কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে না।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَذَلَّلُ الْأَمْرُ بِنَفْهُنَّ
لَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ فَلَدُّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

আল্লাহ সঞ্চাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও। এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবর্তীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরণীভূত। সূরা ৬৫ আত-তালাক ১২।

আমাদের দৃষ্টি বিভাটের সবচাইতে বড়টি আমাদের প্রভু সুরাহা করে দিলেন:

وَتَزَرْقُ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিয়িক দান কর। সূরা ৩ আলে-ইমরান ২৭।

অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা, বাসনা, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিষয়াদী পরিচালিত হয় না, কোনো কিছুর ফায়সালাও হয় না। আমাদের রবের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি আমাদের এফেয়ার্সের সাথে সর্বদা সংশ্লিষ্ট। আমাদের অপ্রকাশিত কথা কেবল নয় বরং আমাদের মনে যে সব চিন্তা উকিখুঁকি মারে, অতরে যে ফিসফিসানির উদ্দেক হয় তা আমাদের প্রভু জেনে যান। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ তিনি কেবল জানেনই না বরং সব উচ্চারিত শব্দ তিনি রেকর্ডভূক্ত করার ব্যবস্থাও করেছেন। তিনি আমাদের ঘাড়ের রংগেরও নিকটে^{১৫}।

^{১৩} আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অসংখ্য উপাদান তিনি কায়েম রেখেছেন। সে সবের ১টিও আপসযোগ্য নয়। সর্বমহলে একেবারে পরিচিত বিষয়ের কথাই ধরা যাক। আমরা যে নিঃশ্বাস নেই তা যে তিনটি - নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড - উপাদানের সুব্যবস্থার ফল, তাতে যদি সামান্যতম ভারসাম্য নষ্ট হতো তাহলে জীবন অসম্ভব হতো। এ ব্যাপারে যার সদেহ আছে সে অসুস্থ চিন্তার অধিকারী।

^{১৪} সূরা ৬ আল-আনয়াম ৫৯।

^{১৫} সূরা ৫০ কৃষ্ণ ১৬।

সহনশীলতা সহজাত

সহনশীলতা আল-কোরআনে উল্লেখিত কোনো শব্দ নয়। কারণ তা ইসলামে সহজাত (Inherent)। ইসলাম নিজেই এর ব্যাখ্যা। অপরাপর ধর্মগুলো কোনো না কোনো জাতি-গোষ্ঠির নামের ওপর রচিত, যেমন: ইয়াহুদি ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ মতাদর্শ। এগুলি কোনো পূজনীয় মানুষের নামের সাথে, কোনো এলাকা বা বিশেষ জায়গার সাথে কিংবা কোনো বিশেষ চিহ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলাম শুধু ব্যতিক্রম। আরব-অনারব, সাদা-কালো, পূর্ব-পশ্চিম, উন্নত-উন্নয়নশীল, কোনো পৰিত্র ছান কিংবা প্রাকৃতিক বস্তু, কোনো মহৎ ব্যক্তি বা শৈর্য-বীর্য সম্পন্ন জাতি-এর কিছুই ইসলামের সাথে যুক্ত হয়নি। সৎকর্মই ইসলামের চিহ্ন, সৎকর্মই পুরুষারের শর্ত, সকল জাগতিক উপাদান দেয়া হয়েছে সৎকর্মের জন্য। ইসলাম প্রণেতা স্বয়ং জগতসমূহের প্রভু - মহান আল্লাহ, রাকুল আলামিন^{১৬}। তিনি নিজেকে কোনো বিশেষ শ্রেণি-গোষ্ঠীর স্তরে বলে পরিচিত হননি।

ইসলাম কোনো অভিনব ধৈন বা ধর্ম নয়। কোনো চমক সৃষ্টির জন্য ইসলামের হঠাতে আগমন হয়নি। এর প্রমাণ নাবী-রাসূলগণ। তাঁরা যুগের বিভিন্ন বাঁকে দুনিয়ায় আগমন করেছেন। পরস্পরের আগমনে ব্যবধান কয়েকশ হতে হাজার বছরের। কিন্তু তাদের মূল আবেদন, আহ্বান, শিক্ষা, উপদেশ ইত্যাদি এক সূত্রে গাঁথা। তাঁদের মূল কথা খুবই সংক্ষিপ্ত।

হে মানুষ! আল্লাহর দাসত্ব কর^{১৭}।

নাবী মুহাম্মদ, ছদ্ম, সালেহ, শোয়াইব (তাদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হটেক) সকলেই তাদের জনপদের লোকদের এই একই আহ্বান করেছিলেন। আর সর্বশেষ নাবী মোহাম্মদ স. একই আহ্বান করেছেন পুরো বিশ্ববাসীর প্রতি।

يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দাসত্ব কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হতে পারবে। সূরা ২ আল-বাকারা ২১।

এ এককেন্দ্রিক আহ্বানে কোনো বিচ্ছিন্নতা বা বৈপরীত্য নেই। যুগ, কাল, সম্রাজ্য, শাসক, খাদ্যাভ্যাস, আবহাওয়া, রূচি, কর্মপদ্ধতি, কর্ম ঘন্টা সবকিছুতে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু মানুষের জন্য মৌলিক কল্যাণ ইস্যুতে একটি মাত্র অপরিবর্তনীয় দফা - আল্লাহর দাসত্ব।

^{১৬} একবচনে আলম - জগৎ। বহুবচনে আলামিন - সব জগৎ।

^{১৭} সূরা ৭ আরাফ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫। সূরা ২ বাকারা ২১।

সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে আমাদের প্রত্তু মানুষকে মর্যাদার আসনে সমাচীন করেছেন। তিনি মানুষের জন্য যুগের প্রতিটি বাঁকে গাইডেল পাঠিয়েছেন। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য তুলে ধরেছেন। সোজা-সরল পথ - সীরাতাল মুস্তাফীম - পাঠিয়েছেন^{১৮}।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَهُنَّا رَسُولٌ هُنْ تُضَيِّنُونَ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন রাসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল এসে যায় তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণে জুলুম করা হয় না। সূরা ১০ ইউনুস ৪৭।

মানবতার বক্তু শেষ নাবী মোহাম্মদ স. পুরো বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহর দৃত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ মানুষের সামনে তার উন্মুক্ত বিদ্যায় ভাষণে ইসলামের সহজাত সহনশীলতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন:

কোনো আরবের^{১৯} শ্রেষ্ঠত্য নেই কোনো অনারবের ওপর।
কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্য নেই কোনো আরবের ওপর।
কোনো সাদার^{২০} শ্রেষ্ঠত্য নেই কোনো কালোর ওপর।
কোনো কালোর শ্রেষ্ঠত্য নেই কোনো সাদার ওপর।

তারপর তিনি তার সে ভাষণে উপস্থিত জনতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আমার এই বাণী এখানে অনুপস্থিত সকল মানুষের নিকট পৌছে দাও।

সারা বিশ্বে দুনিয়া ধরংসের আগ পর্যন্ত এই দর্শন হলো মানুষের রক্ষাকবচ। আল্লাহ তার রাসূলের মাধ্যমে যে গাইডেস দুনিয়ার মানুষের জন্য পাঠালেন তাতে কোনো যুগে কোনো অসঙ্গতি ছিল না, আজও নেই। ঘৃণা, বিদ্রোহ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মত মানব বিধৰণী চিঞ্চার বিপরীতে নাবী মোহাম্মদ স. সে ভাষণে মানুষের মুক্তির উপায় বলে গেলেন। আল্লাহর পাঠানো হিদায়েত বা গাইডেস সর্বযুগে সহনশীল, কারণ তিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও রব। সকল মানুষ তারই সম্মানিত সৃষ্টি।

আজকের মানবিক বিপর্যয়ের পেছনে যে মূল রোগ তাকে মানুষ যে নামেই ডাকুক - বর্ণবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় চরমপঞ্চা - এর ঔষধ আল্লাহর পাঠানো হিদায়েত ও তারই পাঠানো উসওয়াতুন হাসানার জীবনীতে নিহিত আছে।

^{১৮} সূরা ১০ ইউনুস ৪৭। সূরা ১৬ নাহল ৩৬। সূরা ৪০ গাফির ৭৮।

^{১৯} প্রকৃতপক্ষে কালোর পরিবর্তনে জাতিসমূহের ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়ে যায়।

^{২০} কারো ঘচ্ছলতা ছায়ী নয়, আজকের চাকরের পূর্বপুরুষ জমিদার ছিল। কারো অঞ্চলতাও ছায়ী নয়, আজকের জমিদারের পূর্বপুরুষ চাকর ছিল।

প্রশ্ন
১ম অধ্যায়
মানবজীবন

১. আমাদের সকলের একটি মাত্র সার্বজনীন পরিচয় কি?
২. বৃহত্তর মানবগোষ্ঠি একটি মাত্র সুতায় গাঁথা - তা কি?
৩. স্রষ্টার পাঠানো আমাদের মোয়ামেলার ভাল ও খারাপ দিকগুলো না বুঝালে তা কিসের সামিল?
৪. আমাদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আল্লাহ ২৫:৩৩ আয়াতে কি ঘোষণা দিয়েছেন?
৫. জীবন-বোৰা হালকা করার জন্য ৪:২৯ আয়াতে কি করণীয় ঘোষিত হয়েছে?
৬. দ্বিনের অপরিহার্য অংশ বোৰা খুব কঠিন। সত্য / মিথ্যা?
৭. একজন সতর্ক ব্যবসায়ীর প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন কি?
৮. মুসলিম হিসাবে আমাদের জন্য কি জরুরি?
৯. আমাদের স্রষ্টার বিজ্ঞ পরিকল্পনা কি?
১০. মানবজাতির মধ্যকার বিভিন্নতার মূল কারণ কি?
১১. কোন শব্দটির মধ্যে মানবজাতির অস্তিত্বের রক্ষাকৰ্ত্ত রয়েছে?
১২. স্রষ্টা কোন সৃষ্টিকে সম্মানিত করেছেন?
১৩. মানুষের স্বত্বাবসূলভ নীতি কি?
১৪. এ নীতির অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষ কি এড়িয়ে চলে?
১৫. আমাদের প্রভুর সহজ-সরল সমাধানের দুটি বৈশিষ্ট্য কি কি?
১৬. স্রষ্টা কোন ঘোষণার মাধ্যমে মানুষের জীবন ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছেন?
১৭. ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে দৃশ্যমান বিচিত্রতা কিসের খোরাক জোগায়?
১৮. কিভাবে দৃষ্টি বিভাট ঘটে?
১৯. প্রকৃতপক্ষে সবকিছু কে পরিকল্পনা করেন?
২০. দৃষ্টি বিভাটের সবচাইতে বড়টি সম্পর্কে আমাদের প্রভু কি সুরাহা দিলেন?
২১. ইসলামের সহজাত বৈশিষ্ট্য কোথায় অন্তর্নিহিত?
২২. ইসলামের চিহ্ন কিসে?
২৩. ইসলামে পুরুষারের শর্ত কি?
২৪. সকল জাগতিক উপাদানের উদ্দেশ্য কি?
২৫. মানবতার বন্ধুর শ্রেষ্ঠ ঘোষণাটি কি?
২৬. কোন দর্শনটি মানুষের রক্ষাকৰ্ত্ত?
২৭. আজকের চাকরের পূর্বপুরুষ কি ছিল?
২৮. আজকের জমিদারের পূর্বপুরুষ কি ছিল?

২য় অধ্যায়

বিশ্ব-ব্যবস্থা ও সঙ্কট

সব মানুষের পিতা আদম আ. নিজে শুরু করেছিলেন সত্য ও সুন্দরের অনুসরণ এবং প্রচার। আর তিনি তা পেয়েছিলেন তাঁর স্তুতির কাছ থেকে। মানুষ শুরু হতেই সোজা সরল পথ পেয়ে আসছিল। কিন্তু আদম সত্তানেরা তাদের স্তুতির দেয়া বড় নিয়ামত স্বাধীনতার অসম্মান করে ক্ষতিকর নীতি অনুসরণ শুরু করল। ধীরে ধীরে স্বাধীনতার নিয়ামতের অপব্যবহার করে মানুষের সবচাইতে স্পষ্ট শক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আরম্ভ করল।

সুনীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমাদের স্তুতি বিশ্ব-উপযোগী জীবন সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান পাঠালেন। সাথে পাঠালেন বিশ্বের সেরা ও উভয় চরিত্রে^{২১} অধিকারী মানুষ মোহাম্মদ স.-কে। মোহাম্মদ স. আবার মানুষের সামনে তাদের স্তুতির পরিচয় তুলে ধরলেন। দীর্ঘ বিরতির পর মানুষ আবার তার প্রকৃত প্রভুর সন্ধান পেল। তিনি মানুষকে আবার সত্ত্বের দিকে আহ্বান করলেন। জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের সাগর পেরিয়ে সফলতা আসল। বিশ্ব-মানবতা পুনরায় তার মূল পরিচয় জানা শুরু করল। মানুষ আবার মানুষ হতে লাগল। শান্তি সমৃদ্ধি আর ঐকতানের সুরে বিশ্ব-ভাতৃ আবার এক দেহে ঝঁপ পেতে শুরু করল।

সঙ্কটের শুরু

কিন্তু অল্পদিনের মাথায় মানুষ আবার তার চির শক্তি - আদুয়ুন মুবিন - শয়তানের চক্রান্তে তার আসল পরিচয় ভুলে যেতে লাগল। দিন দিন মানুষ নিজেকে হীনতা, নীচতা আর নিষ্ঠুরতার প্রাথমিক স্তর হতে শুরু করে প্রতিযোগিতায় নেমেছে কে কত হীনতর স্তরে পৌছাতে পারে, কে কত নির্মম হতে পারে, কে কত নোংরা কৃটনেতিক খেলা খেলতে পারে। ব্যক্তি, সমষ্টি, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্রসমূহ এ নিকৃষ্ট খেলায় মেতে উঠেছে। সমাজের কোনো শ্রেণি এ হোলি খেলা হতে মুক্ত থাকতে পারছে না। সকলে একটি এক-কেন্দ্রিক দর্শন মেনে এ খেলা খেলতে শুরু করেছে।

মানুষ তার আসল ও সুস্পষ্ট শক্তিকে ভুলে গিয়ে তার সমগ্রোত্তীয় ভাইকে শক্তি ভাবা শুরু করেছে। তার সমগ্রোত্তীয় ভাইকে অধিকার বাস্তিত করা, তার সম্পদ কেড়ে নেয়া, তাকে দুনিয়া হতে সরিয়ে দেয়া, তার নিকটাত্তীয়ের ক্ষতি করা, তার সহোদর ভাইকে কষ্ট দেয়া, গায়ে পড়ে ঝগড়া করা, অনর্থক তর্ক করে সম্পর্ক নষ্ট করে শয়তানের আদর্শ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি হয়ে গেছে মানুষের মূল কর্মসূচি।

^{২১} সূরা ৬৮ আল-কালাম ৪।

মানুষের প্রভু তাকে যে সব বিষয়ে সতর্ক করেছে মানুষ ঠিক সে বিষয়গুলোতে মারাত্মক অসতর্ক থাকছে। যে দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে মানুষের প্রভু মানুষকে হঁশিয়ার করেছে মানুষ সে দুর্বলতা সম্পর্কে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং সেগুলোকে লালন-পালন করার প্রতিযোগিতায় সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে।

মানুষের প্রভু মানুষকে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, উচ্চমানের কাজের ফর্দ দিয়েছেন, নোংরামী-ফাসাদ-নিলজ্জতার ছিদ্রপথ প্রকাশ করে দিয়েছেন। এসবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মানুষ আজ তার প্রভুর নিকট পাল্টা চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করছে - অবাধ্যতা-ওন্দত্যের চ্যালেঞ্জ, বাগাড়ম্বরতার চ্যালেঞ্জ, অনিষ্টতা-দুর্ধর্ষতার চ্যালেঞ্জ, নির্মমতা-নিষ্টুরতার চ্যালেঞ্জ, হিংসা-ঘৃণার চ্যালেঞ্জ।

সম্পদ ও ক্ষমতার বাগাড়ম্বরতার বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয়ার জন্য মানুষের স্বষ্টা মানুষের প্রতি নাবী পাঠিয়েছেন। নাবীরা মানুষকে সতর্ক করেছেন, এ পথে তাঁরা - আলাইহিস সালাম - সীমাহীন নির্যাতন সয়েছেন। মানুষকে তার কর্মনীতি সংশোধনের জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। পরিশেষে সে সীমালঙ্ঘনকারী জাতিকে প্রলয়করী শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আল্লাহর কিতাবে সেসব ঘটনা-দুর্ঘটনা উল্লেখ করে সেসবকে দুনিয়ার মানুষের জন্য শিক্ষণীয় করে দিয়েছেন।

বিজনেস করাপশান কোনো নতুন জিনিস নয়। অরণ্যাতীত কাল হতে মানুষ লেনদেনে তার ভাইকে ঠকিয়ে আসছিল। ওজনে কম না দিলে মানুষের আত্মা শান্ত হয় না। পাওনাদারকে মিথ্যা বলে ঘুরানো মানুষের দর্শনে পরিগত হয়েছে। অপরের অধিকার আটকে রাখার মধ্যে মানুষ আনন্দ খোঁজে - অবশ্যই তা বিকৃত আনন্দ। এ রোগ ঠিক করার জন্য আল্লাহ একজন নাবী পাঠিয়েছেন। নাবী শুঁখাইব আ. এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করেছেন, নির্যাতন সয়েছেন।

সমকামীতা একটি পুরাতন রোগ। জাতি সমূহের এ রোগ হঠাতে জেগে উঠা বা আকস্মিক আবিস্তৃত কোনো দুর্কর্ম নয়। এটি আগেও ছিল এখনও আছে। মানুষের প্রভু মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ সর্বদা সে পবিত্র ও সম্মানজনক স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে নিজেকে নিকৃষ্ট পর্যায়ে নামিয়ে আনার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে স্বাধীনতাকে অপকর্মে ব্যবহার করে নিজেকে অপমানিত করেছে। কঠিন শাস্তির উপযোগী বানিয়েছে। এ অপকর্মে নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টিকারী জাতির প্রতি স্বষ্টা করণ করে লুত নাবীকে পাঠালেন তাদের সংশোধনের জন্য। কিন্তু এ জাতি সমকামীতার দুর্কর্মে এমনই আত্মিকাসী ছিল যে তারা নাবী লুত আলাইহিসসালামের সকল চেষ্টা, প্রচেষ্টা, সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে এ দুর্কর্ম উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে চালিয়ে যেতে লাগল। পরিশেষে মানুষের পরম কল্যাণকামী প্রভু মানব সভ্যতার বৃহৎ কল্যাণে সে দুর্কর্ম পরায়ণ জাতিকে এক

দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করলেন। ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য তা শিক্ষার বিষয় বানিয়ে তা কিতাবে উল্লেখ করে দিলেন।

এভাবে প্রতিটি জাতির জন্য স্বীকৃত নাবী পাঠিয়েছিলেন। এর অংশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য নাবীরা হলেন: নুহ আ., ঈসা আ., মূসা আ. সহ অগণিত নাবী।

চরম সঙ্কট

অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় সারা বিশ্বের মানুষ আজ তীব্র সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দিনান্তিপাত করছে। মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করে আছে। এ দ্বন্দ্ব হতে আজ দুনিয়ার কোনো জনপদ মুক্ত নেই। Dominance^{২২} আর ত্রাস সৃষ্টি করাই যখন শক্তির মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তখন সকল বুদ্ধি, মেধা, সৃজনশীলতা ব্যয় হয় শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভীতি সৃষ্টির জন্য, অন্যদের দমিয়ে রাখার জন্য, বশ্যতা স্বীকারের জন্যে।

বিষয়ের তীব্রতা এতই তিক্ত যে এ দ্বন্দ্ব হতে দুনিয়ার কোনো জনগোষ্ঠী মুক্ত নয়। ব্যক্তিগত, পেশাগত, জাতিগত, ধর্মীয় সব জগতে আজ সংঘাত। লিঙ্গগত সংঘাত, দেহের চামড়ার রং নিয়ে সংঘাত, ভাষাগত দ্বন্দ্ব, ভৌগলিক সংঘাত আজ ব্যাপক মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র, ক্ষেত্রে, প্রফেসর, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ কেউই সংঘাত, অনেক্য আর হানাহানি হতে মুক্ত থাকতে পারছেন না। রাত শেষে এখন মানুষ নতুন উৎসাহ আর তাজা (Fresh) বুদ্ধিসহ ঘূর্ম হতে জাহাত হয় অপর মানুষের অনিষ্ট করার খায়েশ নিয়ে। যারা তা করে না তারা সমাজ আর রাষ্ট্রের জন্য Irrelevant (অপ্রাসঙ্গিক), মূল্যহীন আর অচল। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, মহল্লা, করপোরেশন কেউই এ আত্মাত্বী দর্শন হতে মুক্ত নয়।

অতি সংক্ষেপে যদি আমরা আজকের ঘটনাবলী কিংবা আরো গভীর বুঝের জন্য যদি গত ১২ মাসের ঘটনাবলীর দিকে তাকাই অথবা বিষয়ের স্বচ্ছ ধারণার জন্য যদি খুব নিকট অতীতের দিনগুলোর দিকে তাকাই তাহলে মানবতার সঙ্কট কত গভীর তা সহজে অনুমেয় হবে। কোনো মানুষই এর ভয়াবহতা হতে মুক্ত থাকতে পারছেন না।

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের জীবন শুরু হয় ২ জন মানব-মানবীর এক ছাদের নীচে বসবাসের মধ্য দিয়ে। সে দুজন মানুষও আজকের দুনিয়ায় শাস্তিতে বসবাস করতে অপারগ। সেখানে দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রাত্যহিক ঘটনা। এ কোনো সাধারণ দ্বন্দ্ব

^{২২}https://www.space.com/president-trump-space-force-directive.html?utm_source=notification

নয়। এর পরিণতি চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, নির্দয়তা দিয়ে এর যবনিকা। যদিও মানুষ ভাষা বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে নিষ্ঠুরতাকে হালকা রসাত্মক জোকসের প্রলেপ দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

সামান্য খতিয়ান

সাম্প্রতিক খবর^{১০}: Amazon অতিষ্ঠাতা বিশ্বের সবচাইতে বড় ধনী ১৩৭ বিলিয়ন ডলারের মালিক Jeff Bezos এবং তার ২৫ বছরের স্ত্রী MacKenzie বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। আর তাদের সুন্দর ও মিষ্টি ভাষায় জিহ্বার কসরত পড়ে নিন: "After a long period of loving exploration and trial separation, we have decided to divorce and continue our shared lives as friends," "We feel incredibly lucky to have found each other and deeply grateful for every one of the years we have been married to each other," "If we had known we would separate after 25 years, we would do it all again". We've had such a great life together as a married couple and we also see wonderful futures ahead, as parents, friends, partners in ventures and projects, and as individuals pursuing ventures and adventures. "Though the labels might be different, we remain a family, and we remain cherished friends."

তবে বেরসিক বিবিসি রিপোর্টার ভেতরের খবরটা না দিলেও পারতেন, তাতে আমরা উপরের ভাষাগত পারঙ্গমতায় বলা কথাগুলো নিয়ে কিছুটা সামনা দিতে ও নিতে পারতাম। হ্যত তাদের প্রতি করুণাও করতে পারতাম।

বেরসিক বিবিসি রিপোর্টার ফাঁস করে দিলেন সেসব নিষ্ঠুর কিন্তু ভদ্র বাক্যগুলোর আড়ালে লুকায়িত নির্লজ্জ, কদাকার সত্যটি:

US media report that Mr Bezos has been romantically involved with a former Fox TV host, Lauren Sánchez. Entertainment news site TMZ, citing sources linked to Ms Sánchez, said the presenter has been "seeing" Mr Bezos as of late last year.

Jeff Bezos was having a relationship with former "So You Think You Can Dance" host **Lauren Sanchez**, and according to the National Enquirer, that's what ended his marriage.

^{১০} ১০ জানুয়ারী ২০১৯ খণ্টাদ। সূত্র: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46814557> এবং <https://www.tmz.com/2019/01/09/jeff-bezos-lauren-sanchez-divorce-cheating-affair/>

সারাবিশ্বের দেশগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা দিন দিন করুণ হতে করুণতর প্রমাণিত হচ্ছে। সবার আগে খাদেমুল হারামাইনের দিকে নজর দেয়া যাক। তিনি এবং তার সঙ্গ-পাঞ্চরা গত ৫ বৎসর যে সব নাটক ঘটিয়েছেন তা হয়ত আগামী প্রজন্ম ভুলে যাবে, কারণ তখন হয়ত এই মহান খাদেমগণ আরো কোনো চমকদার ও কদাকার কিছু ঘটাবেন। তবে আগামী দিনের পাঠকেরা হয়ত রাগ করবেন এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত কেন দেয়া হলো না। পাঠক সার্চ ইঞ্জিনে মাত্র একটি নাম টাইপ করবেন, বাকিটা সার্চ ইঞ্জিন সেরে দেবে। নামটি হলো Jamal Khashoggi. আর সময় থাকলে আরো একটি বিষয় সার্চ করুন: Yemen Famine and Civil War.

রাজনৈতিক ধাপ্তাবাজীতে থায় সকল গুরুত্বপূর্ণ দেশের নেতারা দিন দিন বেশ যোগ্য হয়ে উঠেছেন। চরম বিষাক্ত জাতীয়তাবাদের নতুন করে যে জাগরণ শুরু হয়েছে তার ছোট একটি খতিয়ান দেখা যাক:

সবার ওপরে আছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড (আজব) ট্রাম্প। বর্ণবাদী আমেরিকা দীর্ঘদিন যাবৎ তার কদর্য চরিত্র ঢাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিল। বারাক ওবামাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে সে প্রচেষ্টায় কিছুটা বিশ্বাসও অর্জন করেছিল। কিন্তু প্রকৃত আমেরিকার চরিত্র প্রকাশ হয়ে গেল তাদের জাতীয় চরিত্রের প্রকৃত দর্শন লালনকারী একজন নেতাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার মাধ্যমে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকানরা যে চরম বর্ণবাদী তা সারা দুনিয়া সাক্ষী, আমেরিকার প্রতিদিনকার ঘটনাবলী জ্বলন্ত সাক্ষী। মি. ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণ করেই কয়েকটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় ঢোকা নিষিদ্ধ করলেন। আজ তার স্বনামধন্য পুত্র ইম্হান্টদের পক্ষে সাথে তুলনা করলেন^{১০}। তিনি নিজেও মে ২০১৮ তে ইম্হান্টদের ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন: "You wouldn't believe how bad these people are, these aren't people, these are animals." (AFP).

নিকট অতীতে মিসরের সামরিক জান্তা আন্দুল ফাতাহ সিসি আমেরিকার আশির্বাদ নিয়ে রাজনৈতিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে হাজারো নিরস্ত্র জনতা হত্যা করেছিল^{১১}। মিসরের ২ হাজার বছরের ইতিহাসে ১ম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের মিটিং আলোকিত করেছিল আল-আয়হার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাউন্ড শেখ তাইয়েব এবং মিসরের গ্রাউন্ড মুফতী আলী গমা। উভয়ের আশীর্বাদ নিয়েই সিসি বৈধ সরকার উৎখাত করে সবাইকে জেলে ভরেছিল। আর অনেক আমেরিকার নোংরা সমর্থন নিয়ে হাজারো শিশু-নারী-পুরুষকে প্রকাশ্য হত্যা করেছিল।

^{১০} ১০ জানুয়ারি ২০১৯। সূত্র: AFP, Daily Sabah, USA Today.

<https://www.usatoday.com/story/news/politics/2019/01/09/donald-trump-jr-compares-border-wall-zoo-instagram-post/2523385002/>

^{১১} https://en.wikipedia.org/wiki/August_2013_Rabaa_massacre

ইতিয়াতে গরুর মূল্য এখন মানুষের মূল্যের চাইতে বেশি। সেখানে গত কয়েক বৎসর যাবৎ গরুকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিন হয় মানুষ হত্যা^{২৬}, অথবা নির্যাতন এমনকি গুম দেদারচে চলছে। আর এসব হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে। মানুষ নামের আজব এই স্পিসীস আজ সকল নির্মতাকে মেনে নিচ্ছে কেবল দু'টি ডলার আর বিশটি সেন্ট যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে মহান মিশন রক্ষার নিমিত্তে।

অনেতিকতায় সারা বিশ্ব কতদুর এগিয়েছে তার ধারণা করাই এখন কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সম্প্রতি খবর: জাপান কৃতপক্ষ মেডিক্যাল ট্রাঈডেন্ট এডমিশন টেস্টে পরিকল্পিতভাবে অকৃতকার্য দেখিয়ে মেয়েদেরকে দূরে রেখে আসছিল। মেয়েদেরকে মেডিক্যাল ষাটো হতে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে রাখার এ কাজ চলে আসছিল গত ১০ বছরের বেশি সময় যাবৎ^{২৭}। অর্থাৎ এ যুগেও জাপানের মত দেশে মেয়েরা যেন ডাক্তার না হতে পারে তার ব্যবস্থা করে আসছিল Tokyo Medical University.

আরেকটি বিশ্বাটক চলছে ফিলিস্তিনিদের নিয়ে। নামে দুনিয়ার বৃহৎ শক্তি কিন্তু আসলে নেতৃত্বভাবে দুর্বল জাতিগুলো ফিলিস্তিনিদের নিয়ে যে নাটক করে যাচ্ছে তা বিশ্ব ইতিহাসে তুলনাইন। অন্ত-শক্তিতে বড় সে দেশগুলো যে ইয়াহুদিদের ঘৃণা করে এবং পারলে আজই আরেকটি হত্যায়জ চালাবে তার প্রমাণ সেসব দেশে ইহুদি-বিদ্রোহ^{২৮}। কিন্তু মারাত্মক অনেতিকতার দোষে দুষ্ট আরব দেশগুলো তাদের জাতিগত ও ধর্মীয় ভাই ফিলিস্তিনিদের নিয়ে যে তামাসা করে যাচ্ছে তা-ও আজকের তথাকথিত আধুনিক যুগের ইতরামির জ্বলন্ত প্রমাণ।

সিরিয়ায় যা হচ্ছে তা বিশ্ব সঙ্কটের আরেক নিকৃষ্ট উদাহরণ। মানব সভ্যতা প্রতিযোগিতায় নেমেছে - কে কত ইতর আর নির্দয় তা প্রমাণ করার কাজে।

সারা বিশ্বে নারীদের ওপর যে নির্যাতন চলে আসছে সেখানেও সেই একই বিজ্ঞানি। লোভীদের লোভ আর বিকৃত চিন্তা সবচাইতে বেশি বেইজ্জত করেছে নারীদেরকে। নারীরাও সে লোভী ও বিকৃত মন্ত্রিক পুরুষদের লোভের আগুনে বিজ্ঞানির মধ্যেই নিজেদের সপে দিচ্ছে আটোষি হওয়ার খোয়ার বাস্তবায়ন করার জন্য। আটোষি তারা হচ্ছে, নায়িকা হচ্ছে, ডাইরেক্টর হচ্ছে, ষ্টেজ কাঁপানো গায়িকাও হচ্ছে - সে বিকৃত মন্ত্রিক লোভী পুরুষদের ছলনা আর ঢাতুরের কলাকৌশলের নিকট

^{২৬} <https://www.bbc.com/news/stories-47321871>

^{২৭} সুত্র: <https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/tokyo-medical-school-admits-changing-results-to-exclude-women>

^{২৮} ফ্রান্সে ১৯১৮ সালে ইহুদি বিদ্রোহ বেড়েছে ৭৫%। খবর: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

<https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/19/almost-100-jewish-graves-desecrated-hours-french-march-against/>

আত্মসমর্পনের মাধ্যমে। সমঅধিকার, জেন্ডার ইকুয়িটি, আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি চোখ বলসানো গ্রোগান আর বিভাসির রাণী মিডিয়ার চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি দিয়ে। নারী তাতেই খুশি। অভিনয় জগতে পদার্পণ করে তারা এক ঘোরের জগতে প্রবেশ করে। তান করে সব ঠিকঠাক আছে। সমস্যা হয় - দশ/বিশ বছর পর হঠাত মুখ খুলে। সকল প্রাণি শেষে হিসাব-নিকাশ যখন উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। তারকা-মডেল-নায়িকা-গায়িকা হওয়ার যে নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল তার ঘোর কাটিয়ে উঠেই সে ধীরে ধীর বাস্তব জগতে নেমে আসে। তখন সে ভিন্ন হিসাব করতে থাকে। তার সে ভিন্ন হিসাব আবার সে সব পূর্ণবদের অপছন্দ যারা এই নারীকে জনপ্রিয় মডেল-নায়িকা-গায়িকা হওয়ার খোয়াবে নেশাপ্রস্ত করে রেখে বিভিন্ন ধরনের নোংরা ও অনৈতিক সুযোগ নিয়েছিল।

অঙ্গুদ সৃষ্টি সমূহ

আইসিসি, আল-শাবাব, বোকো হারাম নামক অঙ্গুদ ও আজব সৃষ্টি সারা দুনিয়ার অন্যান্য আজবদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে তোমরা জল্লাদি কাজ কর ভাষার মারপ্যাচ দিয়ে, কেতাদুরস্ত থিস্কট্যাঙ্ক-বুন্দি ব্যবহার করে, রাষ্ট্রশক্তিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি নামক আরো আজব অঙ্গুদ এক দৈত্য শক্তির নামে, বড় বড় নিউক্লিয়ার ক্ষমতার অধিকারী দানবশক্তির দাপটে, বিচারকদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে - আর আমরা নিষ্ঠুরতায় তোমাদের চাইতে কম কি? তোমাদের দানবীয় নিষ্ঠুরতা বৰ্ক না হলে আমাদের মত দানবরা যুগের বাঁকে বার বার আবির্ভূত হবে। তোমাদের আর আমাদের নির্দয়তা প্রায় একই, কিন্তু রূপ ও খোলস ভিন্ন। দেখতে পাচ্ছো না আমরা কিভাবে ধর্ম ব্যবহার করে তোমাদের চাকচিক্যময় ভেজাল সভ্যতা হতে টগবগে যুবক যুবতীদের বের করে অঙ্ককারে নিয়ে আসছি? আমাদের তৈরি অঙ্ককার দুনিয়া তোমাদের তৈরি অঙ্ককারের চাইতে কয়েকগুণ সুপিরিয়র। তোমরা কর গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, রাজতন্ত্র আর হাবিজাবি এটা ওটার নামে। আর আমরা করি ধর্মকে আমাদের মত করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা মিল আছে - বিভাসি ও মিথ্যা। তোমাদের মূল পেশা ও নেশা যেমন মিথ্যা ও বিভাসি, আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষ Hasan ibn al-Sabbah-র ১০৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত Assassins-র মূল পেশা ও নেশা মিথ্যা এবং বিভাসি। তোমরা দুষ্ট জালিয়াত (Think tank) তৈরি কর বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমরা দানব তৈরি করি পাহাড়ে, জঙ্গলে, তোরা-বোরা গুহায়।

আমরা এ ফর্দ আর লম্বা করতে চাই না। কঠিন সঞ্চক্টে পতিত মানবতা আজ তাদের পুরো জীবন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দর্শন, ব্যবসায়িক নীতিমালা, বিচার ব্যবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনসহ জীবনের সকল ঘাটে বিভাসি, গোলযোগ আর অশাস্তির মধ্যে আকস্ত নিমজ্জিত। এবার আমরা বিশ্ব সঞ্চক্টের সমাধানের দিকে পাঠককে নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন
২য় অধ্যায়
বিশ্ব-ব্যবস্থা ও সংক্ষিপ্ত

১. আদম সত্তানকে দেয়া স্ট্রাইর বড় নিয়ামতটি কি?
২. কিসের মাধ্যমে মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ শুরু করল?
৩. মানুষ কোন এক-কেন্দ্রিক দর্শন মেনে নিক্ষেপ খেলায় মেঠেছে?
৪. মানুষ কোন শক্তি দিয়ে সমগ্রোতীয় ভাইকে শক্তি ভাবা শুরু করেছে?
৫. এখন মানুষের মূল কর্মসূচি কি হয়েছে?
৬. মানুষ কোন বিষয়ে অসতর্ক থাকছে?
৭. মানুষ কোন দুর্বলতাগুলো লালনপালনে প্রতিযোগিতায় নেমেছে?
৮. প্রভুর দেয়া চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করে মানুষ কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে?
৯. নারীর শিক্ষা অনুধাবনে প্রাপ্ত সময় কাজে না লাগালে সীমালংঘনকারী জাতিসমূহকে আল্লাহ কিভাবে শাখেতা করেছেন?
১০. বিজনেসের ব্যাপারে মানুষের আদি স্বত্ব কি?
১১. কোনটি বিকৃত আনন্দ?
১২. বিজনেস করাপশন দূর করার জন্য কোন নারী এসেছিলেন?
১৩. মানুষ কিভাবে নিজেকে অপমানিত করেছে?
১৪. লুত জাতির দুর্ঘর্মের বিষয়টি আল্লাহ কিভাবে মোকাবেলা করেছেন?
১৫. বর্তমান চরম বিশ্ব সংক্ষিপ্ত কি?
১৬. এর তীব্রতা কি?
১৭. দুনিয়ার সফল মানুষের কোন রোগটি তার জীবনকে তচ্ছন্দ করে দেয়?
১৮. এর লেটেষ্ট উদাহরণ কে?
১৯. খাদ্যমূল হারামাইনদের বিষয়টি কি? তারা কি চমক দিয়েছেন?
২০. নিকট অতীতের জয়ন্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্মাদনার উদাহরণ কি?
২১. আইসিস নিষ্ঠুরতা দুনিয়ার অন্যান্য নিষ্ঠুরদের কি অরণ করিয়ে দিয়েছে?
২২. অন্যান্য নিষ্ঠুরদের সাথে আইসিস নিষ্ঠুরদের পার্থক্য কি?
২৩. উন্নত ও অতি উন্নত জাপান যেয়েদের সাথে কি আচরণ করেছে?
২৪. ফিলিভিনদের নিয়ে কি বিশ্বনাটক চলে আসছে?
২৫. ইছুদি বিদ্বেষের ঘাঁটি কোথায় অবস্থিত?
২৬. সিরিয়া সংক্ষিপ্ত কিসের প্রমাণ দেয়?
২৭. আইসিসের পূর্বপুরুষ Assassins-র প্রতিষ্ঠাতা কে? কত সালে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৩য় অধ্যায়

সঙ্কটের কৃত্রিম সমাধান

মন্দের-ভাল বুৰা নিয়ে মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন মত ও পথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আসছে। রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, বৈরেতন্ত্র, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, উন্নয়নের পৈরতন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহারে মানুষ বহুদিন পার করেছে। এর মূলে ছিল মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি, গবেষণা, অতীতের তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাচাই পূর্বক ব্যবহার।

কিঞ্চিত সফলতা লাভ করে মানুষ শত বছর যাবৎ সেসব তন্ত্র ব্যবহার করে আসছে। এ সফলতা কেবল কিঞ্চিতই নয় বরং কৃত্রিম। কারণ এ তন্ত্রগুলো সবই মারাত্মক স্ববিরোধীতার দোষে দুষ্ট।

শক্তির দাপটসম্পন্ন দেশগুলো নিজেরা গণতন্ত্র ব্যবহার করে তার সুফল ভোগ করে কিন্তু মারাত্মক স্ববিরোধী হয়ে অপর দেশে যেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করে। এর উদাহরণ দিয়ে এ বই এর পরিধি ব্যাপক করতে চাই না। কেবল গত ৫/১০ বছরের তথ্য উপাত্তের দিকে নজর দিলে তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে। আলজেরিয়া, মিসর, তুর্কি, বাংলাদেশ, লিবিয়া, ইরাক তার জ্বলন্ত চমক। আর এ চমকে নায়কের ভূমিকা পালন করে ভিলেনের বাহবা পাছে দুষ্ট ও দখলদার, ভাড়াখাটা মাস্তান ও মারাত্মক লোভী আমেরিকা, গরু পূজারী ভারত আর ইউরোপের চরম লম্পট দেশগুলো যারা লিবিয়ার মত একটি শাস্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে, মিসরে গণতন্ত্র নামের গোল্লাহুট খেলা খেলে নিষ্ঠুর গনহত্যা চালিয়েছে আর আফগানিস্তানকে জীবন্ত নরকে পরিণত করেছে। ভিলেন আমেরিকা গণতন্ত্র উদ্বাবের নামে এখন নতুন নাটক শুরু করেছে বিশ্বের সবচাইতে বেশী তেল সমৃদ্ধ এবং বাংলাদেশের চাইতে প্রায় সাতগুণ বড় দেশ ভেনিয়ুয়েলাকে নিয়ে।

দ. কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান তাক লাগানো চমক সৃষ্টি করেছে। নাহ! তারা কোনো দেশ দখল বা অন্য দেশের বাড়া ভাতে ছাই ঢালেনি। কিংবা অন্য দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ কোনো নজরদারী-খবরদারীও করছে না। তাদের হিসাব অন্যত্র। যে কারণে তারা আজ সর্বত্র আলোচিত তা হলো - ব্যাপক চোখ ধাঁধানো জাগতিক উন্নতি। তারা আজ অংগতির মাইলস্টোন।

আজকের দুনিয়ায় সিঙ্গাপুর আইন প্রতিষ্ঠার দিক থেকে সকল দেশকে ছাড়িয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে। কোরিয়া জাগতিক উন্নতিতে সিঙ্গাপুরকে বহু আগেই ছাড়িয়ে গেছে। চোখ ধাঁধানো কোরিয়ার এক K-Pop (কোরিয়ান-পপ) সারা দুনিয়াতে যে কাঁপন ধরিয়েছে তা এর পরিসংখ্যানই বলে দেয়: K-Pop

এশিয়া জয় করেছে বহু আগে। বর্তমানে এর জনপ্রিয়তা ও দর্শক সংখ্যা জন্মাছান এশিয়াকে ছাড়িয়ে ভূবনের অন্যান্য প্রান্তেই বেশি। K-Pop এখন ৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ইভাস্ট্রি। কেবল ক্ষুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নয়, K-Pop-এর নিষ্পাপ কিন্তু বিভাগ মুখগুলো মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের গোপন ডাইরীতে জায়গা করে নিয়েছে। অগ্রগতির মাইলফলক দ. কোরিয়ায় প্লাষ্টিক সার্জারীও ৫ বিলিয়ন ডলার ইণ্ডস্ট্রি। প্রতি ৫জনে ১জন সাউথ কোরিয়ান এ অপারেশন করে আকর্ষণীয় ফিগারের জন্য।

দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়নের দৌড়-বাপে সফল দেশগুলোকে অনুসরণ করছে। কিন্তু উপরোক্ত তথাকথিত সফল দেশগুলো যে সামষ্টিকভাবে সুস্পষ্ট কৃত্রিম সফলতার দিকে দৌড়চেছে তা আজ চিনাশীল মানুষ মাত্রই জানে, তারা নিজেরাও ভালভাবে জানে। এর প্রমাণের জন্য কোনো জার্ণাল, গবেষণা-পত্র কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা হতে হবে না।

কৃত্রিমতার দর্শন

উন্নত দেশগুলো সকল কিছুতে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিচেছে। কৃত্রিমতা এক মারাত্মক ও ক্ষতিকর দর্শনের নাম। যার অপর নাম করাপশন, যা ঠগ ও দুষ্ট বুদ্ধিতে ভরপূর, সাময়িক শক্তিধর - কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে দুর্বল প্রমাণিত। এর বাইরের দিকটাই আসল। বাইরের দিক ঠিক রাখার জন্য যা যা করা দরকার তা-ই ক্রমায়ে মূল কর্মসূচির স্থান দখল করে। অর্থাৎ নকল জিনিস আসলের স্থান দখল করে। আসল চলে যায় দৃষ্টির অগোচরে। পরিণামে সমস্যা তার ডালপালা সহ বহুগুণে (Compounded) দ্রুত ফিরে আসে।

কৃত্রিমতা মন্ত্রের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দ্রুত পরিলক্ষিত হয়। ত্বরিত ফল পাওয়ার আশায় যে কৃত্রিম উন্নতির দর্শন অনুসরণ করা হয় তা অল্প সময়ের মধ্যে দানব হিসাবে আবির্ভূত হয়। প্রলয়শক্তির অধিকারী সুপ্ত এ দানব হয় হষ্ট-পুষ্ট, তার পুঁতে-রাখা-মাইনের-শক্তি সম্পন্ন চরিত্র কোনো সমাজ বিজ্ঞানী বা দার্শনিক স্থীকার করতে অপারাগ। এর মূল কারণঃ সে সব গবেষক, দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক নেতারা নিজ হাতে এ দানব তৈরি করেছে, নিজেরা জনতার নিকট পূজনীয় হয়েছে। উন্নতির শর্টকাট পথ প্রয়োটকারী এ পূজনীয়দের বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য বেশি দূর যেতে হবে না। এরা কিছুটা হৃতি ব্যবসায়ী আর বিমানবন্দরে সন্দেহজনক ঘোরাফেরাকারী বেচারা ধরনের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের^{২৯} মত। কারণ বৈশিষ্ট্যে এ উভয় (সমাজ বিজ্ঞানী ও হৃতি/স্বর্ণ ব্যবসায়ী) গ্রন্থের মিল হলো: শর্টকাট উন্নতির সহজ দর্শন - অল্প সময়ে অর্থশালী হওয়া, অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে সফল হওয়া।

^{২৯} প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাদেরকে লাভিত করতে চান, তাদেরকে এ সমস্ত ধর্মসামাজিক পেশায় জড়িত করেন। সকল ঈমানদার ব্যক্তিকে যেন আল্লাহ তার রহমতের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেন। আমিন।

বাহ্যিক শ্লোগান, নীতি, দর্শন, চেষ্টা, প্রচেষ্টা যা-ই হোক না কেন কৃত্রিমতা দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে দুটি:

১. অর্থ-সম্পদ-ক্ষমতা উপার্জন ও কৃত্রিম বাহ্যিক কুড়ানো।
২. পাশবিক কামনা চরিতার্থকরণ - নাফসের দাস হওয়া।

রাজনীতি, নারী অধিকার, দর্শন, শিক্ষা, আবাসন, অর্থনীতি, ব্যবসা, গবেষণা, বিচার-ব্যবস্থা, আইন-প্রণয়ন ইত্যাদি সকল তৎপরতা গড়ে ওঠে মূলত এই দুটি সরল হিসাবকে কেন্দ্র করে।

অন্যদেরকে সফল হতে দেখে ছোটখাটোরাও নির্দিখায় বড়দের অনুসরণ করছে। মূলত এখন সকলের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে গেছে এই দুটি: অর্থ-সম্পদ-ক্ষমতা উপার্জন এবং পাশবিক কামনা চরিতার্থকরণ তথা ইন্দ্রিয় সুখ।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলেও থাকে এই দর্শন। এর আলোকে নাগরিকদের দেখ-ভাল করা, রাষ্ট্রীয় দর্শনের আদলে যোগ্য হিসাবে গড়ে ওঠা পর্যন্তই হয় সকল পিতামাতা, শিক্ষক, বিচারক, রাষ্ট্রপরিচালক, রাজনীতিবিদ ইত্যাদির দৌড়। দৃষ্টি হয়ে যায় মায়োপিক (Myopic), সে দুর্বল দৃষ্টিশক্তি এর বাইরে আর প্রসারিত হতে অক্ষম।

কৃত্রিমতা দর্শন আত্মাভী

এই দর্শনের সবচাইতে বড় দুর্বলতা - মূল বিষয়ের কেন্দ্র হতে বহু দূরে অবস্থান। তড়িঘড়ি করে সমস্যার সমাধান খোঁজার কারণে সমস্যার মূলে কথনোই আনাগোনা থাকে না। স্তুলদৃষ্টি সম্পন্ন, তাড়াহুড়াকারী মুরুরিগণ কিছু একটা পেয়ে লস্পৰাস্প আর হৈ হল্লোড় করে সকলের সামনে আলাদীনের চেরাগ উপস্থাপন করেন। জনতা পুলকিত হয়, বাহ্যিক দেয়, আনন্দ উচ্ছাসে অঙ্গুদ কাজও করে ফেলে।

এই দর্শনের সবচাইতে বড় ক্ষতি, সমস্যার সমাধান (যা হয় সাময়িক) উপভোগ হয় ক্ষণস্থায়ী, কারণ অল্প কিছুদিনের মধ্যে মূল সমস্যার সমাধানকালীন-অনৃশ্য শাখা-প্রশাখাগুলো দৃশ্যমান হতে থাকে আর বল্গণে বড় সমস্যা নিয়ে হাজির হয়। আবার দৌড়াদৌড়ি। আবার সমস্যার অর্ধ অধ্যয়ন, অর্ধ গবেষণা, আংশিক সমাধান কিন্তু Highest Celebration. এভাবে এই অঙ্গুদ সাইকেল চলতে থাকে।

প্রকৃত বিষয় হলো, মুরুরিগণ সমস্যা সমাধানের সময় যে তথ্য উপাত্তগুলো সামনে রেখে সমাধান সাজিয়েছিলেন সেখানে মূল সমস্যার বহু শক্তিশালী ভাল-পালা জানা-অজানা স্বার্থ, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ আর ক্ষীণদৃষ্টির (Myopic view) কারণে আড়াল হয়ে ছিল। ফলে সাময়িক সফলতার আনন্দের ঘোর কাটিয়ে ওঠতে না ওঠতেই ত্রুটিযুক্ত সমাধানের মারাত্মক Side Effect দেখা দেয়।

ডিপ্রেশন, হতাশা, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা, আত্মার খাদ্য, পরিবেশ, কামনা-বাসনার স্বাভাবিক দাবি পূরণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা বনাম সমষ্টির স্বাধীনতার ভারসাম্য, ব্যক্তির ক্ষতি বনাম সমষ্টির ক্ষতি ইত্যাদি বহু বিষয় সমাধান-টেবিলে স্থানই পায়নি।

Myopic দৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক, ধর্মীয় নেতাগণ এভাবে শর্টকাট সমাধান বের করতে গিয়ে পুরো দুনিয়াটাকে একটি সাক্ষাত দোষখ-খানায় পরিণত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ঐসব নকল বড়গণ এক-দুই দশকের মধ্যে নিজেদের বোকাখীর ফল পেতে থাকেন কিন্তু জনতাকে বুঝাতে দেন না যে বর্তমান উত্তুত বড় সমস্যা আসলে তাদের স্থুলবুদ্ধির চরম মূল্য শোধ ব্যতিত আর কিছুই নয়। সামান্য একটু চোখ-কান সজাগ রাখলে অতি অল্পতেই ঐসব বুদ্ধির ঢেকিদের আজব কাজকারবারের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ ধরে ফেলা যায়।

অগ্রগতির স্থানীয় সাইড-ইফেক্ট

মানবজীবনে জৈবিকতা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দু'টির প্রথমটি - কিন্তু একমাত্রটি নয়। সকল প্রাণের জৈবিক চাহিদা আছে। এর মাত্রা কেবল এক বল্লাহীন ঘোড়ার মতই নয় বরং সময়ভেদে তা সীমাহীন এবং নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য।

সামাজিক নেতা, রাজনৈতিক বোন্দা, সমাজ-বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গবেষক, আইন-প্রণেতা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বড়ো সমস্যা সমাধানে সবচাইতে বড় যে ক্ষতি করেছে তা হলো জৈবিকতার প্রতি মূর্ধা আচরণ, এর অগভীর বুঝ, গভীর বুঝের প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকার বা গুরুত্বহীন মনে করা ইত্যাদি।

ফলে পৃথিবীর সমস্ত কৃত্রিম উন্নত-অগ্রগতিসম্পন্ন দেশগুলো - যাদেরকে কেতাদুরস্ত পোশাক পরিহিতগণ সরলমনে উন্নত-দেশ (Developed Country) তক্ষ্য দেন - দু'টি মারাত্মক সাইড-ইফেক্ট কিছুতেই লুকাতে^{৩০} পারেন না।

১) লাগামহীন বিকৃত যৌনতা। ২) মারাত্মক নিম্ন- জন্মহার।

ফলে যে উন্নতি-অগ্রগতির জন্য তারা গর্বিত সে উন্নতি তারা নিজ হাতেই ধ্বংস করে। কারণ এ দুয়োর অপরিহার্য বাই-প্রোডাক্ট সমাজের রক্তে-রক্তে চুকে পড়ে। এ বাই-প্রোডাক্টগুলোর মিলিত গুণ্ঠ ক্ষমতা নিউক্লিয়ার বোমার চাইতে শক্তিশালী।

^{৩০} এসব উন্নত দেশগুলো অন্যসব বদমাইশি চরিত্র ভাষার মারপ্যাচ, শদের বিশেষ চাওর, শক্তির দাপট, চোখ ধাঁধানো বিল-বোর্ড, হাই-রাইজ ডেজলিং স্ট্রাকচার ইত্যাদি দিয়ে সকল অপকর্ম (চুরি, ডাকতি, বাটপারি, দেশ দখল, বৈধ সরকার হঠানো, নিজেদের পছন্দমত চোর-ডাকাতকে ক্ষমতায় বসানো, বাণিজ্য - Market দখল ইত্যাদি) সফলভাবে চেকে রাখতে সমর্থ হয়।

এ-দুই সাইড-ইফেক্টের বাই-প্রডাক্টগুলো একটু দেখে নেয়া যাক:

১. পরিবার-প্রথা ভেঙে যাওয়া।
২. বিকৃত যৌনতা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়া।
৩. যুব সমাজে লাম্পট্য মারাত্মক আকার ধারণ করে।
৪. মানুষ মারাত্মক স্বার্থপূর হয়ে পড়ে।
৫. দয়া-মায়া উঠে যায়।
৬. ভালবাসার ছান দখল করে হলিউড-বলিউড ও তার খাঁটি অনুসারীগণ।
৭. একে অপরের জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগ মারাত্মক অপরিচিত হয়ে যায়।
৮. ড্রাগ-এভিউজ ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক রিক্রিয়েশন হয়ে যায়।
৯. মানুষ ক্রমান্বয়ে বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে যায়।
১০. লোভ হয় মানুষের সবচাইতে বড় সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।
১১. মানুষ কেবল কৃত্রিম অর্জন, লাভ, সুখের পেছনে মেধা-অর্থ ব্যয় করে।
১২. মানবজীবনের মূল্য গরু-কুকুর-বিড়ল-সাপ-বিচুর চাইতে কমে যায়।
১৩. মানুষ মারাত্মক অসৎ হয়ে যায়।
১৪. ঘৃণা ব্যাপক আকার ধারণ করে।
১৫. অগ্রগতির ঠেলায় আত্মহন হয় স্বাভাবিক সংস্কৃতি।
১৬. উগ-জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-আদর্শ হয়ে উঠে।
১৭. বৃন্দ-বৃন্দাদের ট্র্যাশ (Trash) মনে করা হয়।
১৮. জনসংখ্যার সিংহভাগ মানসিক রোগী হয়ে যায়।
১৯. জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য নির্ধারণে মারাত্মক ভুল করা।

যে দক্ষিণ-কোরিয়ার উন্নতি অগ্রগতির সাফাই গাইতে কেতাদুরস্ত পোশাকপরিহিতরা গলদঘর্ষ, আর বিশ্বের সবচাইতে বড় চিপ-মেইকার হওয়ার পৌরব তো আছেই - তাদের অসভ্য অগ্রগতির খতিয়ানটিও একনজর দেখে নেয়া যায় - কেবল তাহলেই উন্নতি-অগ্রগতির তুলনাটি কিছুটা ফেয়ার (ন্যায্য) হবে। পরিস্থিতির প্রকৃত ভয়াবহতা নয়, এ হলো কেবল আংশিক তথ্য-চিত্র:

১. উন্নতি মানেই আত্মহত্যার হার বেড়ে যাওয়া। এ উন্নতরা এখন আত্মহননের দিক থেকে পৃথিবীর টপ টেন।
২. অগ্রতির এ এক অঙ্গ যে এ দেশে আত্মহত্যার হার বৃন্দ-বৃন্দাদের মধ্যে অস্বাভাবিক হারে বেশি।
৩. দেশের অর্ধেক বয়স্ক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে।
৪. বয়স্ক পিতামাতার দেখাশুনা করা একটি পুরাতন ঐতিহ্য - সে ঐতিহ্য এখন কে-পপ জ্বরাক্রান্ত, হিডেন ক্যামেরা খ্যাত আর প্লাষ্টিক সার্জারীর জন্য বিখ্যাত দেশটি ডাস্টবিনে নিষ্কেপ করেছে।
৫. দ. কোরিয়ার নাগরিকগণ বৎসরে প্রায় ১০ হতে ২০ লাখ কুকুর হত্যা করে ভূরিভোজ করে। অবশ্য এ নিষ্কট কাজে তারা একা নয়। সাথে আছে ভিয়েতনাম, চায়না, থাইল্যান্ড, ফিলিপিনস সহ আরো কিছু দেশ।

৬. মাত্র কয়েক দশক আগেও গাছের-সেন্ড-কাণ্ড থেয়ে বেঁচে থাকা এ উন্নতরা আজ কত বড় অসভ্য হয়েছে তা পত্রিকার হেল্পলাইন দেখে আঁচ করা যায়: Spy Camera Epidemic^১. কেবল রিপোর্টে ঘটনার সংখ্যা বৎসরে ৬,০০০। টার্গেট বা শিকার হলো মেয়েরা। সাউথ কোরিয়ার যুবক/পুরুষগণ বিকৃত মানসিকতায় কতটুকু এগিয়েছে তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার আছে কি? সেখানে এখন পাবলিক টয়লেটে হিন্দেন ক্যামেরা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হোটেলের গোপন ক্যামেরা ভীতি তো আছেই।

ভারসাম্যহীন উন্নতি, একপেশে ফোকাস, মানুষের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে মেশিনের মান দেয়া, নৈতিকতাকে ঝোঁটিয়ে বিদায় করা, একাডেমিক সিলেবাস হতে মীতি-সততাকে সম্পূর্ণ ধূয়ে-মুছে ফেলা - ইত্যাদির মারাত্মক ফল ভোগ করছে উন্নত দেশগুলো। ২য় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো: জন্মহার তলানীতে ঠেকে যাওয়া।

সে মিথ্যা বিশেষজ্ঞদের তেলেসমাতিমূলক সমাধান মানুষকে ধৃংসের একেবারে শেষ সীমায় নিয়ে ছাড়ছে। তারা এবং তাদের সরলমনা সাঙ্গ-পাঙ্গরা মানুষকে কেবল ৬ ইঞ্চির প্রাণীর মর্যাদা দিচ্ছে। তাদের মতে মানুষের ৬ ইঞ্চির সমস্যাই বড়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একমাত্র সমস্যা। মানুষের লজজাহ্ল হতে উদরের জায়গাটি মোট ৬ ইঞ্চি। ঐ বিশেষজ্ঞ নামক অসহায়গণ ভাবে, যা তা দিয়ে উদর ভর্তি আর যেন তেন রকম যৌন চাহিদা পূরণ করলেই মানবজাতির কল্যাণসাধন হয়ে গেল। মানুষ এই দুই ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছে, বিচ্ছিন্ন উপভোগ করছে, হৈ-হল্প্লোর করে উল্লাস করছে কিন্তু দিন দিন প্রমাণ দিচ্ছে যে সে নির্মমতা আর স্বার্থপরতায় হিংস্র জানোয়ারদের ছাড়িয়ে গেছে।

নিম্ন জন্মহার ও নির্মম রসিকতা

উন্নত দেশগুলো অবশ্যভাবীভাবে যে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হচ্ছে তা হলো আশঙ্কাজনক নিম্ন জন্মহার।

এ ক্ষতবড় নির্মম রসিকতা। এ নিম্ন জন্মহারের জন্য দোষ দেয়া হচ্ছে গরিবী হালত। তারা এত গরিব যে তাদের সন্তানগণ কি খাবে, কি পরিধান করবে, ক্ষুলে যেতে পারবে কি না? ইত্যাদি চিন্তায় জাপানের বা সিঙ্গাপুরের^২ নাগরিকগন সন্তান নিচ্ছে না। ক্ষতবড় জোচড়িমূলক বাহানা। ক্ষতবড় মিথ্যা। হয় তাদের সরকার মিথ্যা বলছে, না হয় তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির খতিয়ান মিথ্যা অথবা তাদের নাগরিকগণ চরম মিথ্যুক কিংবা তাদের উন্নতি-অগ্রগতি কেবল বাইরের খোলস।

^১ এটি (গোপন ক্যামেরা লাগানো) মহামারীর আকার ধারণ করেছে। দেখুন:

<https://www.bbc.com/news/world-asia-45040968>

^২ জাপান-সিঙ্গাপুর সহ সকল উন্নত বিশ্ব। সমস্যা একটাই - Low birth rate.

UN Website হতে নেয়া এ অবুবাদের অর্থনৈতিক উন্নতির খতিয়ান দেখুন^{৩৩}:

Country or Area	Year	Item	Value
Singapore	2017	Gross Domestic Product (GDP)	56,737
Singapore	2016	Gross Domestic Product (GDP)	55,092
Singapore	2015	Gross Domestic Product (GDP)	54,937

যাদের Per Capita Income USD56,737 তারা সত্তান নিচেনা অর্থের অভাবের আশঙ্কায়। এ কথাটি যে সত্য নয় তারা বুবাবে যতি তাদেরকে দিনরাত ২৪ঘ: চরম অনিচ্ছ্যতায় দিন-গোজারী ফিলিস্তিনের গাজা, ক্ষত-বিক্ষত সিরিয়া কিংবা চরম দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত ইয়েমেনে ৩০ দিনের শিক্ষা সফরে পাঠিয়ে দেয়া যায়।

Country or Area	Year	Item	Value
Japan	2017	Gross Domestic Product (GDP)	38,220
Japan	2016	Gross Domestic Product (GDP)	38,742
Japan	2015	Gross Domestic Product (GDP)	34,342

এবার দেখুন তাদের আশঙ্কাজনক নিম্নমুখী জন্মহার^{৩৪}:

দেশ	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	মিনিমাম প্রয়োজন
সিঙ্গাপুর	১.২৫	১.২৪	১.২০	১.১৬	২.১
জাপান	১.৪২	১.৪৫	১.৪৪	১.৪৩	২.০৮

বিশ্বের ১১তম বড় অর্থনীতি, K-Pop খ্যাত Dazzling South Korea-র বিদ্রোহ এবং হিডেন-ক্যামরা কুখ্যাত মজনুরা সর্বশেষ চমক দেখিয়েছে ভাষায় বর্ণনাতীত নিম্নতম জন্মহারে রেকর্ড সৃষ্টির মাধ্যমে। হ্যাঁ! বিশ্ব রেকর্ড - মাত্র ০.৯৮। আর তাদের Population Stability-র জন্য জন্মহার দরকার কমপক্ষে ২.১। সাবাস South Korea. যারা তোমাদেরকে এখনো পুরোপুরি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়নি তাদের জন্য আফসোস করো না। অন্তিবিলম্বে তারা খুব উৎসাহ উদ্বিগ্নার সাথে তোমাদেরকে কেবল অনুসরণই করবে না বরং তারা বেহায়াপনা, দুর্বৃত্তিপনা, লাম্পট্য, নির্দয়তা ইত্যাদিতে তোমাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে। কারণ এসব সূচক এখন উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এসব ব্যক্তিত উন্নতির কথা কেউ চিন্তা করারও দুঃসাহস দেখাবে না। নির্লজ্জতার অনুপস্থিতিতে অন্যরা আবার লজ্জা দেয় কি না!

^{৩৩} <http://data.un.org/Data.aspx?q=GDP+per+capita&d=SNAAMA&f=grID%3a101%3bcurrID%3aUSD%3bpcFlag%3a1>

^{৩৪} <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-total-fertility-rate-new-low-1-16-10002558>

অঞ্চলিক প্রভাবে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ

উন্নতি মানে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে পরিবার প্রথম নামক প্রাসাদের সকল খুঁটি গোড়া হতে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলা যাতে এ প্রাসাদ আর কোনো রকম মেরামতও করার অবস্থা হারিয়ে ফেলে। উন্নতি মানে মানসিক বিকৃতি ঘটিয়ে অঙ্গুদ ধরনের খায়েশ, স্বাদ, বিলোদন খোঁজা। উন্নতি অর্থ নিজ জীবনসঙ্গীনির সাথে অসহনশীল আচরণ আর দ্রুত দফা-রফা করে ফেলা। উন্নতি মানে নাইট লাইফ থাকতে হবে যার অপরিহার্য উপাদান লাম্পট্য, মাতলামি, ঘন্টায় \$50/\$100 ডলারে যুবতী নারীদের ভাড়া করে তাদের সঙ্গ উপভোগ করা। উন্নতি মানে শখ করে ভ্রাগ অপব্যবহার। দ্রব্যবিশেষ এককূট গিলে গাঢ়ীর ছাইলের পেছনে বসে প্রশংস্ত রাস্তায় এককূট আনন্দ করা আর এক/দু'জন নিরপরাধ মানুষ আহত কিংবা বধ করা। সব পাওয়া আর অভাব-না-থাকার অভিশাপ - সঙ্গে হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষমতা।

গণ আত্মহত্যা

এ ধরনের অঞ্চলিক প্রথম বিশ্বব্যাপী নির্বাদিতামূলক Casualty গণ-আত্মহত্যা। না এ আত্মহত্যা দড়ি বা সিলিং ফ্যানে ঝুলা নয়, কিংবা Skyscraper হতে জাস্প করা নয়, কিংবা টেবলেট সেবন নয়। বিবাহ প্রথাকে পঙ্কু, নির্যাক, সেকেলে, পরিহার্য ঘোষণা করা। বিবাহ করলেও সন্তান জন্মানকে একটি বামেলাপূর্ণ কাজ মনে করা। ফলে দেশে ডলার বৃদ্ধি পায় কিন্তু মানুষ কমতে থাকে ভয়াবহ সংখ্যায়। এটি গণ-আত্মহত্যার সামিল।

উন্নতির এ মডেল কেবল গণ আত্মহননের পথ উন্মুক্ত করে দেয় না। এর অবশ্যঙ্গবী ও অপরিচ্ছেদ্য উপাদান হয়: স্বার্থপরতা, অসহিষ্ঠুতা, মারাত্মক আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রতিহিংসাপ্রায়ণতা, অপরের অধিকার আটকে রাখা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাত্তরতা ইত্যাদি। আর এর সাইড-ইফেক্ট মারাত্মক বন্তবাদী চিন্তাভাবনা। মানুষ নিজেকে এবং অপরকে Financial Asset ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনা। সবচাইতে বড় পরাজয় এখানেই হয়ে গেল। পরাজয়ের আরো কিছু কি আর বাকি থাকে। ওহ! আরেকটি আছে। তা হলো এ মানুষগুলো মানবীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে জানোয়ারের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। ছাগল-ভেড়ার পাল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবহার করা হয়। আর উন্নত বিশ্বের এ উন্নতদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় আইন-পুলিশ-কেইন-জেইল-বড় অক্ষের জরিমানা। উন্নত কোনো মানবীয় বৈশিষ্ট্য তাদের চরিত্রে আর অবশিষ্ট থাকে না। তারা হয়ে যায় বন্ত। ফলে দয়া, ভালবাসা, সাহায্য, সহযোগিতা, উপকার, অন্যের জন্য কষ্ট দ্বাকার, নিজ গুণে সত্য বলা, সততা, পরিত্রাতা, উদারতা, সৌজন্যতা, শুদ্ধা, মায়া, সমবেদনা, কৃপা, করণা ইত্যাদি অচল হয়ে যায়। আর এ বন্ত যে বিশেষ তিটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা হলো: লোভ, লোভ আর লোভ।

বুদ্ধির টেকিদের গ্লোবাল অর্জন

নির্মতা-নিষ্ঠুরতায় সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়া আইসিস তৈরির মূলে ছিল এবং আছেন ঐসব বুদ্ধির টেকিগণ আর তাদের অতি সরল বুদ্ধিতে দীপ্ত-উজ্জীবিত হওয়া লোভী ব্যবসায়ী ও তাদের তাবেদার রাজনৈতিক পল্ট-বল্ট মার্কা নেতারা। রাজনৈতিক নেতাদের আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে ওঠে মারাত্মক লোভী ব্যবসায়ীরা আর রাজনৈতিক নেতারা নিজেরা হয়ে যায় সে গুরুদের মুখ্যলিস দাস^{৩৫}।

এদের ধ্বংসাত্মক বুদ্ধির ঠেলায় আফগানিস্তানে আগুন জ্বলছে আজ ৪ দশক ধরে। এ আগুনে তারা নিজেরা জ্বলেছে এবং নিরপরাধ আফগানদেরও জ্বালিয়েছে^{৩৬}। কি কারণ? ঐ হৃতি আর স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মত লাভের শর্টকাট চিন্তা। যে লাভের ঠেলায় পরে আসল (Principal) সহ বহুগুণ লোকসান গুণতে হয়। নির্লজ্জ জালিম রাশিয়ার প্রায় ১৫ বছরের নির্বুদ্ধিতামূলক অপকর্ম হতে মিথ্যা শক্তির অহঙ্কারী দাবিদার আরেক জালিম আমেরিকা^{৩৭} কিছুই শিখেনি। তারা রাশিয়ার তৈরি করা নির্গম খাদে গত প্রায় বিশ বছর যাবৎ আত্মাত্মী অপারেশন চালিয়ে আসছে। এ দুই নির্বোধ শক্তির আহাম্মকি কাজের নির্গম খেসারত হিসাবে কত ধরনের লসের সম্মুখীন হতে হবে এবং এর Balance Sheet তৈরি করতে হবে কত দশক যাবত তা তাদের আহাম্মক থিক্ট্যাঙ্কগণও জানে না। আফগানদের ক্ষয় ক্ষতির হিসাব না হয় না-ই দিলাম, কারণ তাতে কেউ আগ্রহী হবে বলে মনে হয় না।

মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্টি সকল অশান্তির মূল কারণ সে নির্বোধ বুদ্ধির টেকিদের আজব ইয়ারাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে বালকসুলভ বিদ্যা-বুদ্ধি আর অনর্থক অর্থ ব্যয়। তা কোনো এশিয়ান অসতর্ক থিক্ট্যাঙ্কের নয়। কিংবা কোনো তথাকথিত ওয়েষ্টার্ন এলাই মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়কেরও নয়। মিলিয়ন-মিলিয়ন ইহুদি হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ইউরোপে। ইউরোপিয়ানরা আজো তাদের ইহুদি-ঘৃণা ওপর দিয়ে ফিটফাট কেতাদুরস্ত পোশাক দিয়ে আড়াল করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর তারা তাদের

^{৩৫} ব্যক্তির দেশ আমেরিকাতে Gun Violence বক্ত করার জন্য প্রায় পুরো জাতি একমত। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না এ আধ্যাত্মিক গুরু আর তাদের দাসদের ইখলাসের কারণে। আর মোবাইল বিজয়ী বারাক ওবামার মত দ্বন্দ্ব প্রেসিডেন্ট ফিলিপিনিদের উপর দানব ইয়ারাইলীদের হত্যাক্ষেত্রে তা সহ্য করতে না পেরে বলেছিলেন যে তিনি ক্ষমতা প্রদর্শের ১০০ দিনের মধ্যে এর একটি সুয়াহ করবেন। পেরেছিলেন? সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ একই - গুরু-দাসদের কারণে। আর ২০১৮তে সে একই ইয়ারাইল ৩০টি শিশু হত্যাসহ ১৮৯ নিরব্রন্ত নিরপরাদ মানুষ হত্যা করেছে যাকে UN Report-এ War Crime বলা হয়েছে। সূত্র: The Washington Post, 29 February 2019.

^{৩৬} সেভিয়েত (বর্তমান রাশিয়া) সৈন্য মরেছে ১৫ হাজার। দখল সংস্কৃতির হোতা ও নেতা সেভিয়েত সৈন্যরা আফগান সিভিলিয়ান নাগরিক হত্যা করেছে বিশ লাখ। মানুষ হত্যাই এদের অন্যতম মূল কাজ।

^{৩৭} এ পর্যন্ত আমেরিকান মারা গেছে প্রায় ৫ হাজার আর আফগান প্রায় এক লাখ দশ হাজার। নিষ্ঠুর আমেরিকার যুদ্ধপরাধ বিচারে আগ্রহী সকল Int'l Criminal Court কর্মকর্তার সে দেশে চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে নেতৃত্বে শক্তিতে মারাত্মক দুর্বল আমেরিকা ৫ এপ্রিল ২০১৯ সনে।

উঙ্গট ব্যবসায়িক-স্থার্থ-মিত্র^{৩৮} আমেরিকার বুদ্ধির টেকিদের সহযোগিতায় এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পানি সিঞ্চন আর কৃত্রিম অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে অন্যের জমি দখলের মাধ্যমে। এ এক অস্তুদ কাও। ডেনাল্ড (আজব) ট্রাম্প ২৫ মার্চ ২০১৯ সনে এক অঙ্গুত ঘোষনার মাধ্যমে ইয়েরাইলকে সিরিয়ার ভূখণ্ড গোলান-হাইটস উপহার দিয়েছে। এ অঙ্গুত কর্মের খেসারত দিচ্ছে সারা বিশ্ব। এসব যে কাঙ্গভানহীন (Senseless) কর্ম তার স্থিকতি দেয় মাঝে মাঝে স্বয়ং ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমেটরা, অফ-দা-টেইবল আডভায়^{৩৯} আর যখন বোধসম্পন্ন আমেরিকানরা নিজের অজান্তে সত্য বলে ফেলে।

Helen Thomas ৫৭ বছর যাবৎ White House correspondent ছিলেন এবং মোট ১০ জন আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে কাভার করেছেন। ৮৯ বছর বয়সে এ হোয়াইট আমেরিকান মহিলা কর্মরত অবস্থায় বলেছিলেন, “ইহুদিরা ফিলিস্তিনদের এ জাহানাম হতে মুক্তি দেয়া উচিত। তারা তাদের নিজ দেশে চলে যায় না কেন? জার্মানী কিংবা হাস্পেরিতে?” কেবল এটুকু বলার অপরাধে এ সম্মানিত মহিলা চরম অপমানিত হয়েছিলেন, তাকে তার মূল্যবান চাকরি হারাতে হয়েছিল। প্রভাবশালী ও অর্থশালী আমেরিকান ইহুদিরা এ ভদ্রমহিলাকে চরম হয়রানি করেছিল। তিনি তার ৫৭ বৎসরের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যার বিপজ্জনক ঘাটতির মূলেও বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবিদের নির্বোধ দর্শন আর সরলমনা রাজনৈতিক নেতাদের লম্প-বাম্প সরাসরি দায়ী।

সমকামীতার আত্মাতী জীবনপদ্ধতির সদয় ও উৎসাহী অনুমোদন, মাকেটিং, প্রমোশন, প্রচারণামূলক সেমিনার সিস্পোজিয়াম, যে সব দেশ তা করবে না তাদেরকে অর্থনৈতিক বয়কটের হৃষ্মকী ইত্যাদি সবই সে সব গোলমেলে থিক্স্ট্যাক্সদের বুদ্ধির তেলেসমাতি যা পুরো মানবজাতির অস্তিত্ব সন্তুষ্টকে আরো তীব্র করার সামলি। উন্নত দেশগুলোতে শিশু জন্মহার এমনিতেই প্রায় শূন্যের ঘরে। সমকামীতাকে কেন্দ্র করে এ বুদ্ধির টেকিদের দুর্বত্তপনা ও বাড়াবাড়িমূলক কর্মতৎপরতা শিশু জন্মহারকে আরো তলানিতে ঠেলে দিচ্ছে। সেখানে এখন মানুষের হাহাকার। বোনাস, Paternity Leave, Extended Maternity Leave, Tax Rebate ইত্যাদি নিম্নমানের পাগলামী করেও কোনো ফল হচ্ছে না। এর কারণ মানুষকে মানুষের মর্যাদা না দিয়ে Financial Object বানানো।

^{৩৮} ব্যবসায়ীরা দু-আনা অতিরিক্ত লাভের জন্য জানের দোষকেও ঠকাইতে ঢ্রাটি করে না। তাদের মিত্রতা যে কৃত্রিম তা মাঝে-মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ হয়ে যায়। জানের দেজেরা কেবল খটি ডলার আর বিশটি সেন্ট লাভের জন্য একে অপরের ফোন আঢ়ি পাতার মত নির্বিজ্ঞ কাজ করতে দ্বিধা করেনি।

^{৩৯} The Guardian, 19 Dec 2001. French Ambassador to London Mr Bernard's comment: "That shitty little country Israel" in a dinner party hosted by owner of "Daily Telegraph" Conrad Black.

এলকোহলের (মদ্যপান) ধর্সাত্মক ঘৃতত্ত্ব উপস্থিতি, ব্যবহার, সহজতা এবং পরিবেশন দুনিয়ার মানুষের জন্য এক সাক্ষাত জাহানাম^{৫০}। অথচ সে সব নির্বোধ বুদ্ধির টেকিরা এ দুষ্ট জিনিসকে জেনেবুরো সচল রেখেছে। এর তাওবে শান্তিকামী মানুষ পার্কে, আকাশ-পথে ফ্লাইটে, বিনোদন কেন্দ্রে সবত্র দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। এ আজব জিনিস না হলে ঐসব বুদ্ধির টেকিদের জীবন অচল। অথচ এ আজব জিনিসের কারণে প্রতিবছর উন্নত বিশ্বে অসংখ্য মেয়ে তাদের জন্মদাতা পিতা দ্বারা ধর্ষনের শিকার হচ্ছে, সরলমনা নারীরা ভায়োলেসের শিকার হচ্ছে। রাস্তায়, হাই-ওয়েগুলোতে লাখো দুর্ঘটনায় লক্ষ মানুষ জীবন হারাচ্ছে, বহু মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। তারপরও এ বিষ ও নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জিনিস তাদের চায়-ই।

এভাবে কৃত্রিম ও মিথ্যা উন্নতি অগ্রগতির নামে মানুষ কেবল ধর্সের খাদের নিকটবর্তী হচ্ছে আবার কেউ কেউ সে খাদের গভীরতা পরোখ করার কর্মে নিয়োজিত হয়ে গেছেন, অর্থাৎ এ ভুল খিওরী প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন। আর বিশ্বব্যাপী প্রকৃত সমাধান অধরাই থেকে যাচ্ছে।

ব্যর্থ এ সমাধানকারীরা জীবনের বিভাগগুলোকে খণ্ডিত করে দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। জীবনের এক বিভাগের সাথে অপর বিভাগের কোনো নেতৃত্ব সংযোগ তারা বুঝতে অক্ষম। এ যেন সেই কিডনি বিশেষজ্ঞের মত যিনি তার রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে খেয়াল করেননি যে রোগীর হার্টে সমস্যা আছে, রক্তে সুগার লেভেল খুব বেশি। বিশেষজ্ঞ সাহেব এই ঔষধ সে ঔষধ দিয়ে রোগীর কিডনি ঠিক করে ফেলেছেন কিন্তু রোগী মারা গেছে। কারণ ডাক্তার সাহেব রোগীর অন্যান্য গুরুতর সমস্যাকে আমলেই আনেননি। ফলে এক গোলমেলে ও সমন্বয়হীন চিকিৎসার কারণে রোগীটাই মারা গেল। সমাজের সে সব নেতারা ঠিক তাই করছে। তারা অর্থনীতিকে জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিচ্ছেদ্য অংশ হতে নির্মমভাবে ও নির্বুদ্ধিতামূলকভাবে আলাদা করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তারা জব চেয়েছে হাজার হাজার জব তৈরি হয়েছে। জনগণকে শিক্ষিত বানাতে চেয়েছে জনগণ ১০০% শিক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে বহু কিছু হারিয়েছে। তার একমাত্র কারণ খণ্ডিতকরণ। ফলে কি হয়েছে? কয়েক পাতা পেছনে গিয়ে আবার পড়ুন ২টি অর্জনের বিনিময়ে ১৯টি লোকসান, নিম্নের এই টাইটেলে:

এ-দুই সাইড-ইফেক্টের বাই-প্রডাক্টগুলো একটু দেখে নেয়া যাক। | পঃ৩৪

^{৫০} এর বিকল্পে ইতিহাসে একবার হলো আমেরিকার সিনেটরগণ প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছিলেন। সবিধানে মদকে নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করেছিলেন। মদ তৈরি, আমদানি, রফতানি, মদঘাসালা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে, ১৯১৯ সনে। কিন্তু মাত্র ১৩ বছরের মাথায় আমেরিকান জাতি প্রয়াণ দিয়েছিল যে সৃষ্টি ব্যাভিক জীবন তাদের জন্য নয়। ১৯৩৩ সনে ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে মদকে আবার বৈধ ঘোষণা করা হয়।

প্রশ্ন
ঢয় অধ্যায়
সক্ষটের কৃতিম সমাধান

১. মানুষের তৈরি সমাধানে মৌলিক উপাদানগুলো কি কি?
২. এ সমাধানের সফলতা কেবল কিংবিত নয় বরং ?
৩. বড় ও শক্তির দাপটসম্পন্ন দেশগুলো কি স্ববিরোধীতার দোষে দুষ্ট?
৪. কি কারণে সাউথ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান আলোচিত?
৫. সিঙ্গাপুর কোন দিক থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্র?
৬. কৃতিমতা দর্শনের অপর নাম কি? এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি কি?
৭. উন্নতির শর্করাট পথের নেতারা কার মত? কেন? কিভাবে?
৮. এ দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি কি কি?
৯. মায়োপিক দৃষ্টি কি?
১০. কৃতিমতা দর্শনের বড় দুর্বলতা কি? এর সবচাইতে বড় ক্ষতি কি?
১১. সমস্যা সমাধানকারী সুরক্ষাদের ক্ষীণদৃষ্টির আড়ালে কি থেকে যায়?
১২. ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধিমূলি, দাশনিক ও নেতারা দুনিয়াটাকে কি বানিয়েছেন?
১৩. তারা জনগণ হতে কি আড়াল করে রাখেন?
১৪. সমস্যা সমাধানে বুদ্ধরা কোন বিষয়ে বড় ক্ষতি করেছে?
১৫. এ সমাধানের দুটি সাইড-ইফেক্ট কি কি? এর বাই-প্রোডাক্টগুলো কি?
১৬. অগ্রগতির উজ্জ্বল দৃষ্টিত দ: কোরিয়ার অসভ্য অগ্রগতির বিষয়গুলো কি কি?
১৭. উন্নতির বুদ্ধরা মানুষকে কি বানিয়ে ছেড়েছে?
১৮. নিম্ন জন্মহার ও নির্মম রসিকতা কি?
১৯. হিডেন-ক্যামরা খ্যাত মজনুরা সর্বশেষ কি চমক দেখিয়েছে?
২০. অগ্রগতির বিশ্বব্যাপী নির্মুক্তিমূলক Casualty কি?
২১. উন্নতির এ মডেল কি কি অবশ্যিকী ও অপরিচ্ছেদ্য উপাদান উপহার দেয়?
২২. এ উন্নতি উপভোগকারীগণ নিজেকে এবং অপর মানুষদের কি ভাবে?
২৩. রাজনৈতিক নেতাদের আধ্যাত্মিক গুরু কারা?
২৪. কারা লোভী ব্যবসায়ীদের দাসে পরিণত হয়?
২৫. এ বুদ্ধ আর বুদ্ধির টেক্নিকা কোন দেশটিতে ৪০ বছর যাবৎ আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে? এ আগুনে তাদের লাভ কি হয়েছে?
২৬. সাতান্ন বছর ধরে White House correspondent থাকা পঁচাশি বছর বয়সী Helen Thomas সরল ও অকপট মন্তব্য করে কি বিপদে পরেছিলেন?
২৭. গোলমেলে থিস্কট্যাক্সে বুদ্ধির তেলেসমাতি মানবজাতির কি ক্ষতি করছে?
২৮. কোন বস্তুর ধ্বংসায়জ্ঞ দেখেও বুদ্ধির টেক্নিকা তা সচল রেখেছে?
২৯. খণ্ডিতকরণ কি? কিভাবে রোগী কেন মারা গেল?
৩০. আমাদের নেতারা কি ভুল করছে? কার মত?

৪ৰ্থ অধ্যায়

সঞ্চটের একমাত্র সমাধান

দুনিয়ার মানুষকে আবার প্রকৃত মানুষ হতে হবে। মানুষকে মানুষ হবার তাড়নায় এক্যবন্ধ হতে হবে। মানুষকে তার প্রাইমারি (প্রাথমিক) পরিচয়ে ফিরতে হবে। সকল মানুষ এক জন পিতা (আদম) ও একজন মায়ের (হাওয়া) সন্তান। ফলে সকল মানুষ অপর সকল মানুষের আত্মীয়। কেউ পর নয়। সকল খুনী তার শিকারের আত্মীয় - নিকট অথবা দূরের।

ঘূম ভাঙ্গার পর যে প্রতিবেশীকে মানুষ দেখে সে তার আত্মীয়। বাসে, ট্রেনে, এরোপ্লেনে যে বিচিৰি রং-এর মানুষ তার গা ঘেষে বসে আসলে সে তার রঙের সম্পর্কের কেউ। কারণ তাদের সকলের রঙ লাল। মানুষ যাকে ঘৃণা করে, যার অস্তিত্ব সহ্য করতে চায়না সে আসলে তার মাত্র কয়েক পুরুষ পূর্বের পরমাত্মীয়।

যে খ্রিস্টান বা ইহুদিকে দেখে একজন মুসলিম ভিন্নধর্মী মনে করে প্রকৃতগঙ্কে সে তার কিতাবী ভাই। সেসা আ.-কে বিশ্বাস না করলে একজন মানুষ মুসলিম থাকতে পারে না। মুসা আ. আল-কোরআনে সবচাইতে বেশি (সোয়া শঁয়ের অধিক) আলোচিত আদর্শ অনুকরণীয় মহাপুরুষ।

ইহুদি জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য যারা Anti-semitic Law তৈরি করেছে তারাই তাদেরকে কচুকাটা করেছিল। এ হলো মুরগী রক্ষার জন্য দিনের আলোতে শিয়ালের গলা ফাটানো চিৎকার এবং আইন তৈরি। মধ্যযুগে ইউরোপিয়ানরা যখন তাদেরকে ধর-মার-কাট নীতি অবলম্বন করেছিল তখন তারা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল মুসলিম সম্রাজ্যে। মর্যাদা পেয়েছিল কিতাবী ভাইয়ের। মুসলিম স্বর্গযুগে বহু বিশ্ববরেন্য ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিধি তৈরি হয়েছিল: যেমন আর্বাসী খেলাফতকালীন বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিধি Saadia Ben Yosef Gaon (882-942). অন্যেরা সবসময় তাদেরকে কেবল ঘৃণা করে এসেছে কিন্তু মুসলিম সম্রাজ্য তারা হয়েছিল বিকশিত, ছিল নিরাপদে, এখনো আছে তুলনামূলক শান্তিতে - ইরানে, টার্কিতে, মরক্কোতে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে।

একজন ব্যবসায়ীকে আগে মানুষ হতে হবে তারপর সে হবে ব্যবসায়ী। একজন রাজনৈতিক নেতাকে আগে তার আসল পরিচয়ে ফিরতে হবে - একজন মানুষ হতে হবে। একজন দার্শনিককে সর্বপ্রথম মানুষের কাতারে আসতে হবে। একজন আলিমকে আগে মানুষের গুণাবলী অর্জন করতে হবে। কেউ যদি মানুষ হবার আগে আলিম বা রাবাই কিংবা দার্শনিক বা অন্য কিছু হতে চান তাহলে তাকে আদমের পিতৃত্ব ত্যাগ করে বলতে হবে তার আদি পিতা কে?

প্রাথমিক পরিচয়ে ফিরে আসার পর মানুষকে তার সেকেণ্টারী পরিচয় সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞানার্জন করতে হবে। সে পরিচয়গুলো কি কি হতে পারে, কোন কাজে তা ব্যবহার করতে হবে, এর কোনো সীমা পরিসীমা আছে কি না - এ সম্পর্কে একটি বিহিত তাকে করতেই হবে।

রক্ষণশক্তি মানুষকে তার অঙ্গিত রক্ষার স্বার্থে এ কাজ করতে হবে। মানবিক বিপর্যয় এড়ানোর খাতিরে মানুষকে এ কাজে মেধা ব্যয় করতে হবে। সার্বিক ধর্মসের হাত হতে রক্ষার জন্য মানুষকে তার আসল পরিচয়ে ফিরতে হবে। তাকে তার আত্মীয় চেনার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

কেবল International Space Station-এ সকলে সকলের আত্মীয় আর পৃথিবীতে ফিরে এসে মারামারি, কামড়াকামড়ি - এ জঘন্য হীন ও সংকীর্ণ স্বভাব ত্যাগ করে বাঁচার উপায় খুঁজতে হবে। মানুষ এখন যা করছে তা African Savana-র হিংস্র পঞ্চরাস^৪ দেখেও লজ্জা পায়। মানুষ এখন অপরের ক্ষতি করাকে নিজের সবচাইতে বড় এসাইনমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করেছে। নিজে সরাসরি তা না করলেও যার জন্য সে কাজ করছে তার সে হিঁডেন এজেন্ডা বাস্তবায়নে আন্তরিক চাকরি করে যাচ্ছে, হয়ত সোজা-সরল মনে বা না জেনে।

অতএব, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসগুলোতে আবার দয়া-মায়া সম্বলিত শিক্ষা পরিবেশন শুরু করতে হবে। মানুষকে কিভাবে ভালবাসতে হবে তার উপায় উপকরণ আবারো সিলেবাসে ঢোকাতে হবে। সহনশীলতা হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হবে। স্ট্রীট শার্ট নামক প্রচলন চীট (জালিয়াত) না বানিয়ে কিভাবে নিজের গাটের অর্থ-মেধা ব্যয় করে দুর্বল বা পেছনে থাকা ব্যক্তি বা ব্যবসাকে সামনে এগিয়ে দেয়ার ফিকির করা যায় তা শেখাতে হবে। মানব-কল্যাণকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে হবে - এবং সকল কাজের মূলে থাকতে হবে মানব কল্যাণের কৃত্রিম-হলিউড-সংস্কৃতি-মুক্ত নির্ভেজাল প্রেরণা।

মানবজাতির প্রাথমিক পরিচয়

মানবজাতিকে তার প্রাথমিক পরিচয়কে মূল পরিচয় বানাতে হবে। ঐক্যের মূল-মন্ত্র হতে হবে এ প্রাথমিক পরিচয়। অর্থাৎ আমরা সকলে মানুষ। সবার আগে আমাদেরকে সে পরিচয়ে বড় হতে হবে। মানুষ হওয়ার জন্য যে গুণাবলী আবশ্যিক তা চর্চা করতে হবে।

^৪ হিংস্র পঞ্চরা জীবন রক্ষার জন্য যতটুকু দরকার ঠিত ততটুকু শিকার করে। পেটের ধারণ ক্ষমতাব্যায়ী আহার করে। অপ্রয়োজনে দুর্বল প্রাণী বধ করে না। আর মানুষের দিকে তাকালে আজ মানুষ নিজেই আত্মকে উঠে। দুটি ডলার আর বিশটি সেন্টের জন্য মানুষ আজ যা করছে তা দেখে অন্য সৃষ্টিরা অপমান বোধ করে।

যুগ-যুগান্তরের ভূল শিক্ষা চর্চা, বিষয়ুক্ত দর্শন, জোর-যার-রাজ্য-তার সমাজতত্ত্ব অনুসরণ, নিকৃষ্ট বর্ণবাদী আদর্শ, চরম স্বার্থপরতামূলক মূল্যবোধ গ্রহণ করার কারণে মানুষ এক অপরের রক্ষণাবেক্ষণ হয়েছে। মানুষকে ঘৃণার কৃত্রিম দেয়ালের মাধ্যমে বিভাজিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে মানবজাতি তার পুরো সিস্টেমকে Clean Reboot করতে হবে। সমস্ত পূর্বধারণা রেডে ফেলে প্রাথমিক পরিচয়কে পুঁজি করে সব দর্শন নতুন করে সাজাতে হবে। বৃহৎ বিপর্যয় এড়ানোর জন্য তা করতে হবে। অন্যথায় আমাদের ধ্বংসের জন্য কোনো Asteroid দরকার হবে না। আমরাই যথেষ্ট।

মানুষ একা লাভবান হতে চায়। সফলতার প্রচেষ্টায় সে তার বিলিয়ন বিলিয়ন নিকটাতীয়ের লাভ/ক্ষতির কথা বেমালুম ভুলে যায়। মিলিয়ন ডলার লাভ গোনার জন্য ২০০৮ সালে যে ব্যবসায়ী শিশুখাদ্যে Melamine ভেজাল মিশিয়েছিল তা খেয়ে যারা নির্মতাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল কিংবা যে তিন লাখ শিশু এ নির্মতার শিকার হয়েছিল, যে চুয়ান্ন হাজার শিশু হসপিটালাইজড হয়েছিল, যে শিশুরা কিডনি বিকল হয়ে মারা গিয়েছিল তারা সকলে সে ব্যক্তির নিকটতম আতীয়। সে লোভী নিরন্ধর ব্যবসায়ী এবং তার লোভের নির্মম শিকার ৩০০,০০০ আদম শিশু উভয় ছিল চাইনিজ।

সেকেণ্টারী পরিচয়

“মানুষ” ব্যক্তিত অন্য সকল পরিচয় সেকেণ্টারী। পেশাগত পরিচয় হবে তার সেকেণ্টারী পরিচয়। এভাবে রাজনৈতিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ঝীন-কালার, ভৌগলিক অবস্থান, জাতীয়তা, বংশ, ধর্ম-বিশ্বাস, শখ, বৌঁক, নেশা ইত্যাদি সবই মানুষের সেকেণ্টারী পরিচয়।

প্রাইমারি বা মূল পরিচয় ঠিক রেখে এবং মূল পরিচয় ভিত্তিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (বলাবান্ত্র তা হলো মানব কল্যাণ) আপস না করে মানুষ তার সেকেণ্টারী পরিচয় চর্চা করতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়।

সেকেণ্টারী পরিচয়ের উদ্দেশ্য

প্রাইমারি পরিচয়ের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার বুঝে নিয়ে এবং সে ব্যাপারে আপসহীন থাকার বিষয়ে একমত হয়ে এখন মানুষের সেকেণ্টারী পরিচয়ের মূল উদ্দেশ্য জানা জরুরি। এ জ্ঞানের অভাব অনেকটা পুলিশের হাতে মারণাত্মক দিয়ে এ অঙ্গের উদ্দেশ্য ও তার ব্যবহার বিধি শিক্ষা না দেয়ার মত। ফলে পুলিশ এ মারণাত্মক দিয়ে কি আজব ও অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটাবে তা অকল্পনীয়।

সেকেগুরী পরিচয়ের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে মাত্র একটি: পারস্পরিক পরিচিতি।
কিন্তু এটিকে সম্প্রসারণ করলে দাঁড়ায়

১. কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচিতি।
২. সভ্যতার চাকা চলমান রাখার জন্য পরিচিতি।

১. কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচিতি

আমরা প্রতিনিয়ত এ কাজটি করে থাকি। একজন রোগীর জানা প্রয়োজন এলাকায় কে কে ডাঙ্গারি পেশায় নিয়োজিত আছেন। আকাশপথে যখন কোনো ঘাতীর ইমারজেন্সি পরিস্থিতির উভব ঘটে তখন পাইলট উন্মুক্ত ঘোষণা দেন: সম্মানিত ঘাতীদের মধ্যে কেউ ডাঙ্গার আছেন কি? এখানে ডাঙ্গার হোঁজার মূল উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ, রোগীকে ডাঙ্গারী সেবা দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

মানুষের প্রাইমারি পরিচয়ে উদ্বৃদ্ধ হয়ে এলাকার বাসিন্দাগণ উদ্যোগ নিয়েছেন ফেস্টিভ সিজনে সকল অসচ্ছল মুসলিম পরিবারগুলোকে গুড়ি (উৎসব উদযাপনে প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে) উপহার দেবেন। এখন তাদের জানা দরকার এলাকায় কারা কারা অসচ্ছল মুসলিম।

মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে শহরব্যাপী কবিতার আসর উদযাপন হবে। এখন জানা দরকার শহরে কবির সংখ্যা কত? কত দ্রুত তাদের নিকট দাওয়াত পৌছানো যায়। কিভাবে তাদেরকে দ্রুত একত্রিত করা যায়।

একজন সৎ সরকারি চাকরিজীবী দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তার পক্ষে তা যোগাড় অসম্ভব। সচেতন প্রতিবেশী ও নিকটাত্ত্বারা মাঠে নামলেন অর্থ যোগাড় করবেন। এখন তাদের জানা দরকার এলাকার অর্থশালী কে কে আছেন। তাদের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করবেন। তাদেরকে এ সংকর্মে অনুপ্রাপ্তি করবেন।

২. সভ্যতার চাকা চলমান রাখার জন্য পরিচিতি

দেশের কোনো প্রান্তে ঘর্ষণের খনি আবিস্কৃত হলো। অথবা তেলের খনি। কিংবা প্লাটিনামের মজুদ। এমতাবস্থায় তা উত্তোলনে Expertise প্রয়োজন যা সে দেশের নাই। কিন্তু অপর আরেকটি দেশের এ খনি হতে মিনারেল উত্তোলনের অর্থ ও Expertise উভয়ই আছে। এ অবস্থায় দু'দেশ একে অপরের নিকটে আসতে বাধ্য, সহযোগিতাটি প্রাকৃতিকভাবেই Program করা হয়েছে। ভিন্ন কোন উপায়ই নেই। কারো প্রয়োজন কারো তুলনায় কম কিংবা বেশি নয়।

উন্নত দেশগুলোতে কলকারখানা চলমান রাখার জন্য, মিউনিসিপিলিটির সুবিনিষ্ঠ
কর্ম সম্পাদনের জন্য, কলস্ট্রাকশন ওয়ার্ক চালিয়ে নেয়ার জন্য, হসপিটাল
পরিচালনায়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানবসম্পদ
নেই। মানবসম্পদ ব্যতীত উন্নত দেশের উন্নতির চাকা থেমে যাবে। গরিব
দেশগুলোতে প্রচুর মানবসম্পদ আছে কিন্তু তাদের প্রয়োজন পরিমাণ কর্ম নেই।
এমতাবস্থায় উন্নত দেশগুলো গরিব দেশ হতে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ আমদানী
করে তাদের কলকারখানা সহ অন্যান্য কাজকর্ম চলমান রাখতে পারে।

উভয় ক্ষেত্রে মানবতার প্রাইমারি পরিচয়ের উদ্দেশ্য - মানবকল্যাণ - অর্জিত হলো
সেকেণ্টারী পরিচয় ব্যবহার করে। সকলে উপকৃত হলো। কেউ উপরে থাকলো না
আবার কেউ নীচেও থাকলো না - উপর/নীচের প্রশংস্তিই অবাস্তর।

আগুনে প্রজ্ঞালিত অট্টালিকার উচ্চ-শিক্ষিত-অর্থশালী ব্যক্তিটি কি দমকলকর্মীর
উদ্ধার প্রচেষ্টা এই বলে ফিরিয়ে দেবে যে সে কর্মীর জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণ, বিভ্রান্তি ও
জাতীয়তা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের?

সেকেণ্টারী পরিচয়ের অসৎ ব্যবহার

অরণ্যাতীতকাল হতে মানুষ তার মূল (প্রাইমারি) পরিচয়কে - ভুলপথে - সেকেণ্টারী
বানিয়ে সেকেণ্টারী পরিচয়কে প্রাইমারি বানিয়ে আত্মাতী কাজ করে এসেছে। এর
দৃশ্যমান নির্মম পরিণতি:

১. ব্যাপক ঘৃণার ছড়াছড়ি।
২. লোভ তীব্র আকার ধারণ।
৩. উগ্র জাতীয়তাবাদ ধ্রঢ়ারণ ও ধারণ।
৪. ধর্মীয় উত্থবাদ।
৫. নির্মম বর্ণবাদ।
৬. ব্যাপক মারণাত্মক তৈরি ও বাজারজাতকরণ।
৭. নির্মম শোষণ (দুর্বল ও শ্রমিকদের)।
৮. গণহত্যা (প্রতিদিন চলছে - প্রকাশ্যে ও অগোচরে)।
৯. দেশ দখল।
১০. প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ব্যবসা দখল।

সে দুধে জীবন-নাশক ভেজাল মিশ্রণকারী চাইনিজ ব্যবসায়ীর মত হিটলারের
ধর্মসংজ্ঞ ছিল সম্পূর্ণ লোকসান Affair. কারণ পুরো বিষয়টি ছিল ঘৃণা হতে
উৎসারিত। ১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষে জার্মানীর সাথে যে জুলুম ও চরম অপমানজনক
আচরণ করা হয়েছিল তাতে তারা ক্ষিণ্ঠ হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে এর প্রতিশোধ নেয়ার
বাসনা করে আসছিল ডে-ওয়ান হতে। এ থেকে জন্ম নিয়েছিল তীব্র ঘৃণা। তারপর

হিটলার নিজে সে একই পথে হাঁটা শুরু করল যে পথে তার শক্ররা তাকে ঠেলে দিয়েছিল - অর্থাৎ জুলুম। হিটলারের যুদ্ধ উচ্চাদনা ও ধংসজ্ঞ তাকে ১ সেন্ট লাভও এনে দিতে পারেনি। পুরো Affair-টি ছিল খুব বড় লোকসানের। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত লোকসান যার নিশ্চিত পরিণাম - বিশ্বানবতার সীমাহীন ভোগান্তি।

যে ব্যক্তি সেকেণ্ডারী পরিচয়ে মাতাল হয়ে অন্যায়ভাবে একজন ইহুদি, মুসলিম বা হিন্দু অথবা কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে তার এ মানসিক বিকারকে তার নিকটজনেরা খনিকের হিরোইজম (নায়কসুলভ) ভেবে আনন্দিত হতে পারে। তার জাতি তাকে বাহবা দিতে পারে। কিন্তু সে নিকটজনেরা বিশ্বাস করুক আর না করুক নির্মম সত্যটি হলো, এ মাতাল একদিন তার সে নিকটজনকে হত্যা করতে দিখা করবে না, তার জাতির বারোটা বাজাতেও ২ সেকেণ্ড চিন্তা করবে না। সে তার রাজ্ঞি-সম্পর্কীয় পিতা-মাতা-ভাই-বোনকেও রেহাই দেবে না।

সেকেণ্ডারী পরিচয় মুখ্য হলে মানুষ একটি কাজে বেশি প্রেরণা অনুভব করে - তা হলো জুলুম। এখন তা সরকার করুক আর রাজনৈতিক দল করুক, যিত্র শক্তি করুক আর শক্ত শক্তি করুক তাতে কিছু যায় আসে না। এর খেসারত দিতে হয় মানুষকে। জীন-ভূত-পশু-পাখী কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টি এর দায়ভার গ্রহণ করবে না। জুলুমের পরিণতিষ্ঠরূপ সবাইকে তার কাজের ফল^{৪২} বহন করতে হবে।

অতএব মানুষ যদি যুদ্ধ-বিহুহ এড়িয়ে চলতে চায়, ঘৃণা উৎপাদনের সমন্বয় ফ্যাক্টরি বন্ধ করতে চায়, উগ্র-জাতীয়তাবাদের মারণাত্মক হতে মুক্তি চায়, ব্যবসাক্ষেত্রে মালিকহীন কুকুরের মত হিস্ব আচরণ^{৪৩} হতে বিরত থাকতে চায় তাহলে তাকে তার মুখ্য পরিচয় প্রমোট করতে হবে, গল্ল-সিনেমা-নাটকের স্ক্রিপ্ট হতে বিরক্তিকর, ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় যৌনতা ও ভায়োলেপ্স কেটে সে সব চুকিয়ে দিতে হবে।

মানুষ যদি অপর মানুষের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক ফিরে পেতে চায়, আর কোন Christchurch Shooting (আন-নূর মাসজিদ গনহত্যা ১৫ মার্চ ২০১৯) কিংবা Anders Behring Breivik style (Norway Shooting, 22 July 2011) গনহত্যা না চায়, তাহলে তাকে তার বিলিয়ন বিলিয়ন রাজ্ঞি-সম্পর্কীয় আত্মায়ের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। তাকে তার ব্যবসানীতি, জমিনীতি, পারিবারিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, শিল্পনীতি সবকিছু ঢেলে সাজাতে হবে।

^{৪২} জাপানকে পৃথিবী ধ্রংসের আগ পর্যন্ত একটি দুঃসহ উপাধি বহন করতেই হবে: নিরপরাধ নারীদেরকে যৌনদাসী (Comfort Women) বানানের অপরাধে অপরাধী জাতি। কিংবা Nation of Thinkers পরিচয়ের চাইতে জার্মানীর বহুগণ বড় পরিচয় হিটলারের জাতি হিসাবে। পৃথিবী ধ্রংসের আগ পর্যন্ত এ অস্থিকর বদনামের বোকা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

^{৪৩} এধরনের কুকুরগুলো এলাকার বাইরের কোনো কুকুর দেখলেই তেড়ে গিয়ে এলাকা ছাড়া করে। আরেকটি স্বভাব: তার খাদ্য কারো সাথে ভাগাভাগি ন করা - আর সে খাদ্য যদি ১টন পরিমাণও হয়।

অনাগত দিনে মানুষ যদি আর কোনো এসাসিন, ক্রুসেডার, হিটলার-মুসোলিনি, আলশাবাব-বোকোহারাম-আইসিসের^{৪৪} আবির্ভাব দেখতে না চায় তাহলে তাকে জুলুম ত্যাগ করতেই হবে - আর তা সম্ভব তার মূল পরিচয়টি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে। সব ধরনের জুলুম - বুদ্ধির জুলুম - কৌশলে আকর্ষণীয় প্যাকেজে মোড়িয়ে প্রোডাক্ট পুশ করা, শক্তির জুলুম - দাপট-ভয় দেখিয়ে শ্রমিক শোষণ, বৈধ অধিকার কেড়ে নেয়া, জাতির ওপর অনিবাচিত অসৎ নেতাদের চাপিয়ে দেয়া, ধর্মীয় জুলুম - পরধর্মের অনুসারীদের ধর্মপালনে বাঁধা দেয়া, অন্যের ধর্মাত্ম জ্ঞালিয়ে দেয়ার নাটক করা, নাবী-রাস্লসহ ধর্মীয় নেতা এবং ধর্মাত্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করা ইত্যাদি সবকিছুতে পরিবর্তন আনতে হবে।

আর কোনো হিরোশিমা-নাগাসাকি দেখতে না চাইলে সীমাহীন লোভ ত্যাগ করতেই হবে। শ্রমগাতীত কাল থেকে এ লোভ মানুষকে কেবল যন্ত্রণাই দিয়েছে। প্রত্যেক লোভী - পাড়া, সমাজ, গ্রাম, শহর, দেশ ও পুরো দুনিয়াকে হাটি-হাটি-পা-পা করে সাক্ষাত জাহানামের দিকে নিয়ে যায় - প্রকালের পূর্বে ইহকালেই।

লোভের সাথে দখলের সম্পর্ক, দখলের সাথে জুলুমের সম্পর্ক, জুলুমের সাথে প্রতারণার সম্পর্ক, প্রতারণার সাথে নিকটজনের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের সম্পর্ক, নিষ্ঠুরতার সাথে অপমানের সম্পর্ক। আর কি কিছু বাকি থাকে?

অতএব মানুষকে এমন ট্যাবলেট আবিষ্কার করতে হবে যাতে লোভাতুর মানুষকে তার লোভ রোগকে একটা সীমার মধ্যে আটকে রাখা যায়। চরম সত্য হলো আমাদের সমাজবিজ্ঞানীগণ তা করতে চরম ব্যর্থ হয়ে করণার পাত্র হয়েছেন। আমাদের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী নেতারা এমন লোভী যে তাদেরকে লোভ সংবরণ করতে বলা আর কারো অঞ্জিজেন সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়া একই কথা।

মানুষ কি সে কর্দমাযুক্ত পিচ্ছিল পথে চিরদিন ইঁটবে যে পথে সে প্রতিদিন কয়েকবার আঁচ্ছে পড়ছে, হাত-পা-কোমড় ভাঙছে! সে কি তার চলার পথ পরিবর্তন করবে না! অবশ্যই করবে কারণ সঠিক পথ চেনার জন্য তাকে দেয়া হয়েছে জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। তবে যত দেরী করবে, ক্ষতির পরিমাণ তত বেশি হবে। সে ক্ষতি হতে কোনো মানুষের মৃত্তি নেই।

^{৪৪} প্রকৃতপক্ষে আইসিস-হিটলার জুলুম-অত্যাচারের বীজাণু। সময় সুযোগ বুঝে তারা সরল মানুষদের বিভ্রান্ত করে ঘৃণা-হিংসা-প্রতিশেধের আগুন জ্বালায়। আর প্রকৃত জালিমরা এ সুযোগে পর্দার অঙ্গরালে গিয়ে জুলুমের শিকার লক্ষ মানুষের রোগ হতে আবারক্ষা করে। বিষয়টি বর্তমান যুগের চতুর রাজনৈতিক নেতারা একটি কঠিন ধী-ধাঁর মধ্যে রহস্যাবৃত করে রেখেছে। জীবনের ঘানি টানতে ব্যস্ত সাধারণরা সে রহস্য কথনো ভেদ করে প্রকৃত বিষয় বুঝে উঠতে পারে না। আর দুষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও তাদের গড় - লোভী ব্যবসায়ীরা - মানবতাকে নিয়ে এ খেলা খেলেই যাচ্ছে।

প্রশ্ন
৪র্থ অধ্যায়
সঙ্কটের একমাত্র সমাধান

১. মানুষকে সবার আগে কি হতে হবে?
২. প্রতিবেশী, অপরিচিত বাসযাত্রীগণ আমাদের কি হয়?
৩. খ্রিষ্টানদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি? ইহুদি জাতির সবচাইতে বেশি ক্ষতি কে করেছে?
৪. একজন ব্যবসায়ীকে সবার আগে কি হতে হবে?
৫. একজন রাজনৈতিক নেতাকে আগে তার আসল পরিচয়ে ফিরতে হবে - সেটি কি?
৬. প্রাথমিক পরিচয়ে ফেরার পর মানুষকে কি স্বচ্ছ জ্ঞানার্জন করতে হবে?
৭. আজকের রক্ষণাবেক্ষণ মানুষগণ কিসের স্বার্থে এ কাজ দুঁটি করতে হবে?
৮. কোন হিসেবে হিংস্র পঙ্গু মানুষের চাইতে উত্তম?
৯. স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে কি ঢোকাতে হবে?
১০. স্ট্রীট শ্যার্ট কি? তা না বানিয়ে কি শিক্ষা দিতে হবে?
১১. সকল কাজের মূলে কি প্রেরণা থাকতে হবে?
১২. মানবজাতিকে কোন পরিচয়কে মূল পরিচয় বানাতে হবে?
১৩. মানবজাতিকে তার পুরো সিষ্টেমকে Clean Reboot করতে হবে। এর অর্থ কি?
১৪. শিশুখাদ্যে Melamine ভেজাল মেশানোর ঘটনাটা কি? এতে কি হয়েছিল? এ থেকে শিক্ষা কি?
১৫. সেকেণ্ডারী পরিচয় কি? এর একমাত্র উদ্দেশ্য কি? সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য কি?
১৬. সেকেণ্ডারি পরিচয়ের অসৎ ব্যবহারের নির্মম পরিণতিগুলো কি?
১৭. হিটলার কিভাবে সেকেণ্ডারী পরিচয় ব্যবহার করেছিল? এতে তার এবং তার জাতির কয় সেন্ট লাভ হয়েছিল?
১৮. হিটলার তৈরির পেছনে কোন শক্তির ভূমিকা ছিল?
১৯. তা কি আজকের এ ভেজাল দুনিয়ায় কমেছে না বেড়েছে?
২০. সেকেণ্ডারী পরিচয়ে মাতাল হয়ে যে একজন ইহুদি হত্যা করবে সে আর কি কি কাজ করতে পারে?
২১. সেকেণ্ডারী পরিচয় মূখ্য হলে মাত্র একটি কাজ সম্ভব। তা কি?
২২. মানুষকে কেন মৃত্যু পরিচয় প্রমোট করতে হবে?
২৩. হিটলার-মুসোলিনি-আইসিস না ঢাইলে মানুষকে কি ত্যাগ করতে হবে?
২৪. কোন জুলুমগুলো বন্ধ করতেই হবে?
২৫. হিরোশিমা-নাগাসাকির নির্মম চিত্র এড়াতে হলে তাতে কি ত্যাগ করতে হবে?
২৬. প্রত্যেক লোভী হাটি-হাটি-পা-পা করে মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যায় - পরকালের পূর্বে ইহকালেই?

৫ম অধ্যায়

সেকেণ্ডারী পরিচয়ের সঠিক ব্যবহার

মানুষের সেকেণ্ডারী পরিচয় মোছা যায় না, এর প্রয়োজনও নেই। কেউ যদি তার সেকেণ্ডারী পরিচয় মুছে ফেলার দুঃসাহস করে তাহলে সেটি হবে দুনিয়ার জন্য আরেক নতুন সমস্যা। আমরা সেদিকে নজর দেবো না কারণ এরা সংখ্যায় অতি নগন্য। এ অধ্যায়ে আমরা সেকেণ্ডারী পরিচয়কে কিভাবে মানব কল্যাণে সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায় তা আলোকপাত করবো। সেকেণ্ডারী পরিচয়ের সতর্ক ব্যবহারের মধ্যেই মানুষের তিক্ত সম্পর্ক দূরীকরণ এবং জটিল সমস্যার সমাধান লুকায়িত।

মুসলিম পরিচয়

আমাদের বহু সেকেণ্ডারী পরিচয়ের^{৪৫} অতি গুরুত্বপূর্ণটি হলো - আমরা মুসলিম। এ গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় ব্যবহার করে আমরা কিভাবে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি তা খুঁজে বের করা অতি জরুরি।

আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালাও যেমন প্রচেষ্টা চালালে এর হক আদায় হয়। তিনি তোমাদের বাছাই করেছেন। জীবন-ব্যবহার (দীন) ব্যাপারে তোমাদের ওপর কেনো সংকীর্তন (হারাজ) আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন এবং এর মধ্যেও (কোরআন), যাতে রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর। (আংশিক)। সূরা ২২ হাজৰ ৭৮।

মহান আল্লাহ মুসলিম জাতি সৃষ্টি করেছেন সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। মুসলিম জাতিকে তাদের পরিচয় ও দায়নায়িত্ব বুঝে নিতে হবে তাদের স্রষ্টার ঘোষণা হতে।

তার কথার চাইতে কার কথা উভয় হতে পারে যে মানুষকে ডাকে আল্লাহর পথে, ভাল কাজ সমূহ করে আর একথা বলে দেয় যে 'আমি মুসলিম।' ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না, তুমি ভালো দ্বারা মন্দ প্রতিহত করো, তাহলেই তোমার মধ্যে এবং যার সাথে তোমার শক্তি ছিলো, তার মধ্যে এমন হয়ে যাবে, যেন সে অতরঙ্গ বন্ধু। আর এটি শুধু তাদের থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী। যদি কখনো শয়তানের কুম্ভণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আশ্রয় চাও আল্লাহর, কেননা তিনি সর্বশ্রেতা সর্বজ্ঞ। সূরা ৪১ হামাম আস-সাজদা (ফুসিলাত) ৩৩-৩৬।

^{৪৫} দেশ, জাতীয়তা, ভাষা, বর্ণ, পেশা, শখ, শিক্ষা, ধর্ম, আদর্শ, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি।

এ জ্ঞান সৃষ্টির শুরু হতে আজ পর্যন্তই নয় বরং দুনিয়া ধৰ্মস হওয়ার আগ পর্যন্ত সে একই ছন্দে পবিত্র আনন্দ আর সৌন্দর্যের ঐকতান বাজিয়ে যাবে। ভুলে যাওয়া জীবনের অপরিহার্য সফলতার রাজপথের সন্ধান দেবে। শ্রবণ করিয়ে দেবে - মানুষের জন্য পুঁতিগন্ধুময় পরিবেশে হওয়ার জন্য নয়, অঙ্ককারে সন্তুষ্ট থাকার জন্যে নয়, জুলুম করা বা জুলুমের শিকার হওয়ার জন্যে নয়, সম্মানহীন চুপসে থাকার জন্য নয়, কেবল সম্পদ উপর্যুক্তের জন্য নয়, কত্তৃ-নেতৃত্ব জবরদস্তিমূলক ধরে রাখার জন্য নয়, মানুষের ওপর ছড়ি ঘুরানোর জন্য নয়।

আমি তাকে (ইত্রাধীম) দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নৃকে পথ প্রদর্শন করেছি - তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং ইসরাইল, ইয়াসা, ইউসুস, লৃতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের ওপর গৌরবান্বিত করেছি। সূরা ৬ আন্তাম ৮৪-৮৬।

নির্ভুল জ্ঞানপ্রাপ্তি সে মহান ব্যক্তিরা ছিলেন সে জ্ঞান লালনকারী, বাস্তবায়নকারী - উভয় মডেল। নির্লোভ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সে সব সরল পথপ্রাপ্তরাই হবেন পরবর্তী প্রত্যেক যুগের মানবমণ্ডলীর জন্য আশার আলো। মুখ খুবড়ে পরা দুর্বল কিংবা প্রতিনিয়ত জুলুমের শিকার অসহায় অথবা কম্পিত মানবতা সে মহাপুরুষদের নিকট স্রষ্টার পাঠানো সে অমূল্য সম্পদ শুন্দি হিদায়েতকে সহল বানিয়ে উঠে দাঁড়াবে। ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যাওয়া আশাগুলো আবার জোড়া লাগবে। অঙ্ককার হন্দয়ে আবারও অহির নুর জ্বলবে, সকল অঙ্ককার দূরীভূত হবে।

অপরিহার্য জ্ঞান

সৃষ্টির সেরা ঘোষিত মানুষই সৃষ্টিজগতের মূল আলোচ্য বিষয়। সে মানুষ সম্পর্কে স্রষ্টার সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সকলের আগে জেনে নেয়া উচিত।

তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। অতঃপর তাকে রক্ষণত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার রব সবকিছু করতে সক্ষম। সূরা ২৫ আল-ফুরকান ৫৪।

আল্লাহর সকল মানুষকে সম্মানিত করেছেন। সম্মানকে তার অস্ত্র মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কোনো মানুষের অধিকার নেই অপর কোনো মানুষকে সে সম্মান হতে বাধ্যত করবে। এর মাধ্যমে স্রষ্টা এ ইঙ্গিতও দিচ্ছেন যে মানুষ জন্মগতভাবেই সম্মানিত। সকল মানুষকে এ বিষয়ে স্পর্শকাতর হয়ে জীবনযাপন করতে হবে। অন্যান্য সৃষ্টির উপরে মানুষকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন:

নিশ্চয়ই আমি বনী আদম (আদম সত্তান)-কে সমানিত করেছি।
এবং তাদেরকে দিয়েছি নানাবিধি উভয় জীবনোপকরণ এবং আমি আমার
অধিকাংশ সৃষ্টির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। সূরা ১৭ বানী
ইসরাইল ৭০।

মানুষের পারস্পরিক মর্যাদাকে তিনি তার মহান প্রজ্ঞা ব্যবহার করে কৌশলে
নিরাপদ করেছেন। এমন সুন্দর নীতি শিখিয়েছেন যাতে মানুষ পরস্পরের নিকটে
আসা সহজ হয়।

হে মানুষ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি
করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রের ও বংশের অন্তর্ভুক্ত
করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যারা
বেশি আল্লাহভীরু তারাই বেশি মর্যাদাবান। অবশ্যই আল্লাহ জানী ও
সর্ববিষয়ে অবগত। সূরা ৪৯ হজরাত ১৩।

পুরো বিশ্ব সৃষ্টি এবং এর মধ্যস্থিত যাবতীয় সকল নিয়ামাত সৃষ্টির বৃহত্তর উদ্দেশ্য:

১. সমগ্র মানবতার কল্যাণ।
২. মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সফলতা।
৩. মানবকূলকে ক্ষতি হতে রক্ষা।
৪. প্রত্যেকটি মানুষের সৎ প্রবৃত্তির উৎকর্ষতা সাধন।

মুসলিম জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য

স্বচ্ছ খুব স্পষ্টভাবে মুসলিম জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে দিয়েছেন। এর মূল কারণটি
সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় বানিয়েছি যাতে
তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীদাতা হও এবং যাতে রাসূল সাক্ষীদাতা
হন তোমাদের জন্য। সূরা ২ আল-বাকারা ১৪৩।

আল্লাহ মুসলিম জাতিকে জমিনে উপস্থিত করেছেন অপর সকল মানুষকে একমাত্র
স্বষ্টির রেফারেন্স ব্যবহার করে ডাকা ও আহ্বান করার জন্য। বংশ, গোত্র,
জাতীয়তা, ভাষা, প্রতিপন্থি, দল, ক্ষমতা, পেশা, বর্ণ, বিশেষ আদর্শ, বুরুর্গ,
ওস্তাদ, পীর, দার্শনিক, ইকনমিষ্ট, রাজনৈতিক নেতা, কাল্ট, কমিউনিটি ইত্যাদি
সঙ্কীর্ণ পথের দিকে আহ্বান করা বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বিধায় তা পরিহার করা।
তা হবে অঙ্ককারের দিকে আহ্বান। সঙ্কীর্ণতার দিকে আহ্বান। ঝামেলার দিকে
ডাক। বৈরীতার দিকে ডাক। হানাহানি সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরির ডাক। আল্লাহ বলেন:

জ্ঞান - অপরিহার্য

আল্লাহর সাথে (বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল) মুসলিমের প্রথম কথোপকথন শুরু “ইকুরা” দিয়ে। আর বিষয়ের গুরুত্ব এতই অধিক যে এই কথোপকথনের ১ম দুটি লাইনে - ৫টি ছোট আয়াতে - পড়া, শেখা/জানা এবং কলম শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছে ৬ বার।

পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জ্ঞান রক্ষ থেকে। পাঠ করুন। আর আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। সূরা ৯৬ আল-আলাক ১-৫।

অর্থাৎ, জানা, জ্ঞানার্জন করা, গবেষণা করা, জ্ঞান চর্চা করা, জ্ঞানের আসর বসানো, কলম চর্চা অপরিহার্য। আরো জানা যে, জ্ঞানী ও জাহিল সমান নয়।

বল, যে জানে এবং যে জানেনা এরা উভয় কি সমান হতে পারে?
বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই নসীহত করুন করে থাকে। সূরা ৩৯ যুমার ৯।

যে জ্ঞানকে অপরিহার্য করা হয়েছে সে জ্ঞানের উৎস এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সে জ্ঞান প্রেরক - যিনি একমাত্র সত্য ও সন্দেহমুক্ত বাণী প্রেরণকারী - পূর্ববর্তী অহি প্রাপকদের কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা ছিলেন আল্লাহর বিশেষ পছন্দের এবং পুণ্যবান দাস।

তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পৰ্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বক্তুর বিবরণ রহমত ও হিদায়েত। সূরা ১২ ইউসুফ ১১।

মানব ইতিহাসের শুরু হতে ধারাবাহিকভাবে পাঠানো এ সত্য জ্ঞানের কোনো পর্যায়ে ন্যূনতম বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, সামান্যতম বক্রতার গন্ধও পাওয়া যাবে না। সে জ্ঞান মানুষকে তার আসল পরিচয় বলে দিয়েছে।

তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরদের প্রতি এবং মুসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের ওপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তারই আনুগত্যকারী। সূরা ২ আল-বাকারা ১৩৬।

ডাকো তোমার প্রভুর দিকে হিকমাত ও উত্তম নসিহতের সাহায্যে, আর লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পঞ্চায়। সূরা ১৬ মহল ১২৫।

জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষকে মহান আল্লাহ যে সকল উপাদান দিয়েছেন তা দু'ধরনের।

১. জৈবিক উপাদান।
২. নৈতিক উপাদান।

জৈবিক উপাদান

আমাদের স্রষ্টা অকাতরে জৈবিক উপাদানসমূহ সকল মানুষের জন্য বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করেছেন:

তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিয়েক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌযান সমূহকে তোমাদের অধীন (সাখ্খারা) করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিনকে তোমাদের অধীন করেছেন। সূরা ১৪ ইব্রাহীম ৩২, ৩৩।

আল্লাহর সৃষ্টি আকাশজগত, পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থ সকল নিয়ামতের ব্যবহার সকল মানুষের জন্য উন্নত। জীবনের জন্য অপরিহার্য বৃষ্টি; সে বৃষ্টি হতে মাটিতে উৎপন্ন খাদ্য সামগ্ৰীতে স্রষ্টার সকল সৃষ্টির অধিকার রয়েছে। এছাড়া রাত্রি-দিন, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি সকল মানুষকে কল্যাণমূলক এবং অপরিহার্য সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে।

তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য জমিনের সমৃদ্ধয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন।
সূরা ২ আল-বাকারা ২৯।

তুমি কি জাননা যে, আসমান-জমিনের রাজত্ব আল্লাহর। সূরা ২ আল-বাকারা ১০৭।

আল্লাহ জগতসমূহের রব। সূরা ১ আল-ফাতিহা ১।

স্রষ্টা মানুষের একমাত্র স্রষ্টা - সকল মানুষের, সকল সৃষ্টির। অতীত মানবমণ্ডলী, বর্তমান এবং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলের তিনি রব। অতএব তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা সকল মানুষের জন্য। কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি সমভাবে সে সৃষ্টি ভোগ করার অধিকার রাখে। বিপরীত চিন্তা বিপর্যয় তরান্বিত করবে।

সমান্ত লাভ-ক্ষতি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। সূরা ১০ ইউনুস ১০৭।

তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শান্তি দেবেন। সূরা ২ আল-বাকারা ২৮৪।

তিনি আশ্রয় দানকারী, তাঁর মোকাবিলায় কোনো আশ্রয় দেয়া যায় না।
সূরা ২৩ মুমিনুন ৮৮।

আল্লাহ সবকিছু ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। সূরা ১৩ আর-রাইদ ৪১।

তিনি যা করেন তার জন্য তাঁকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয় না।
অন্য সকলকেই তাঁর সামনে জবাবদিহি করতে হয়। সূরা ২১ আল-আমিয়া ২৩।

উপরোক্ত আয়াতগুলো হতে আমাদের মহানুভব রব, তাঁর বড়ত্ব, একচ্ছত্র ক্ষমতা, তার সার্বভৌমত্ব, সকল সৃষ্টির ওপর পূর্ণ দৃষ্টি ইত্যাদি সত্য প্রকাশ করেছেন। এসব সত্য জানার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সহজে বুঝতে পারে। তার ব্যক্তি সত্ত্বার উৎকর্ষতা সাধন, তার সামষ্টিক পরিচয় ও তার উপযুক্ত সৎ ব্যবহার, এ মহাবিশ্বে তার নিজের অবস্থান ও মূল্য ইত্যাদিও প্রকাশ হয়।

নৈতিক উপাদান

অতঃপর স্বষ্টা কিছু নৈতিক উপাদান যুক্ত করে দিয়েছেন যার মূলে রয়েছে সৃষ্টির বৃহত্তর উদ্দেশ্য:

আল্লাহ ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আতীয়-স্বজনদের দান করার হৃতুম দেন এবং অশীল-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাঢ়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো। সূরা ১৬ আন-নাহল ৯০।

জৈবিক ও নৈতিক উপাদান সমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। স্বার্থগত কোনো সংঘাতও নেই। সবই এক মহা বিজ্ঞানী হাকীম মহান রবের পক্ষ হতে এসেছে। এর সবই কল্যাণ আর বারাকায় পূর্ণ। এমন একটি তারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা কেবল সে মহিমাময়, অসীম জ্ঞানের অধিকারী, সীমাহীন প্রজ্ঞাময় প্রভুর দ্বারাই সম্ভব।

অতঃপর সে প্রজ্ঞাময় রহমান প্রভু আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সুখকর করার জন্য এমন কিছু নীতিমালা দিলেন যা মেনে চললে আমাদের জীবন বোঝা হালকা হবে বলে আশা করা যায়। যে নীতিমালাগুলো মৌলিক ও জীবন-সংশ্লিষ্ট।

নীতিমালা-১:

মানুষকে মানুষের নিকটে নিয়ে আসার উপায় থোঁজা। দূরে ঠেলে দেয়ার উপাদান
সমূহ পারতপক্ষে ব্যবহার না করা।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্ম, চতুর্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর
বাদুহস্তের মধ্যে জানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। সূরা ৩৫ ফাতির ২৮।

আর তোমার রব যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের
সবাই ঈমান নিয়ে আসত সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী
করবে ঈমান আনার জন্য? সূরা ১০ ইউনুস ৯৯।

মানুষের মধ্যকার বিভিন্নতা সমূহ মহাজনী সুষ্ঠার কৌশল মাত্র। এর পুরাটাই মানব
কল্যাণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। মানুষ এ বাস্তবতাকে সর্বদা তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার
সাথে মিলিয়ে-মিশিয়ে রাখবে। ফলে তার চিন্তা, বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুষ্ঠ পরিগতির
দিকে আগবে। বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস সমূহের বিচিত্রতাকে অভিশাপ নয়
রহমত হিসাবে বিবেচনা করে জীবন পরিচালনা করলে জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য পূরণ
সহজ হবে, জীবন আনন্দদায়ক হবে। বিপরীত চিন্তাটি একটি কুচিন্তা। সেটি তাকে
যত্নগা দেবে, তার সাকিনা বা প্রশান্তি কেড়ে নেবে - আজ না হয় কাল।

নীতিমালা-২:

বিচিত্রতার বুৰু লাভ করার পর একজন বিশ্বাসীকে পরবর্তী সত্য গ্রহণ করতে হবে।
তার জীবনের সকল পর্যায়ে ও ধাপে তাকে অন্য মানুষের সাথে কাজ করতে হয়।
দিনের সবচাইতে বড় অংশটি সে অপর মানুষের সাথে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৎপর
থাকে। পরল্পর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে তার রেফারেন্স পয়েন্ট হবে আল্লাহর
কালাম, আল-কোরআন। অন্য সকল রেফারেন্সকে আল-কোরআন দিয়ে প্রতিস্থাপন
করতে হবে উল্টাটি নয়। ব্যক্তিগত বৌক-প্রবৃত্তি, নানামুখী চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-
জ্ঞানের বিভিন্নতা ইত্যাদি পরিস্থিতিতে প্রাত্যহিক কর্মতৎপর জীবনকে সচল রাখার
জন্য কোরআন হবে সর্বোচ্চ গাইড। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ স.
হবেন সর্বোচ্চ অনুকরণীয় আদর্শ বা মডেল। আল্লাহ বলেন:

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রহ, যা পূর্ববর্তী গ্রহ সমূহের
সত্যায়নকারী এবং সে গুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব,
আপনি তাদের পারল্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন,
তদন্যায়ী ফায়সালা করুন। সূরা ৫ আল-মায়দা ৪৮।

আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ
চাইতেন তবে তোমাদের সবাইকে এক উমাহ করে দিতেন। সূরা ৫ আল-
মায়দা ৪৮।

নীতিমালা-৩:

বিচিত্রতার মধ্যে রয়েছে মতবিরোধ, মতভেদ। সে মতবিরোধ ও মতভেদ দূর করবে আল্লাহর কালাম। কিন্তু মানুষের মন ও ধীশক্তি তাকে সর্বদা নেতৃত্বাচক চিন্তার দিকে ধাবিত করে। এর কারণ তার অর্জন, অহঙ্কার, কৃত্ত্ব ইত্যাদি। এর ফলে মানুষ তার জীবনের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে ছিটকে পরা শুরু করে। এমতাবস্থায় তার করণাময় প্রভু তার জন্য সুন্দর এক নীতিমালা দিয়ে দিলেন:

অতএব, দৌড়াও কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। সূরা ৫ আল-মায়িদা ৪৮।

অরণ্যাতীতকাল হতে মানুষ সর্বদাই অসৎ কর্মে শক্তি ক্ষয় করে এসেছে। হিতাকাংক্ষী প্রভু পুরো জীবনের হৈ-হাঙামা যে কার্যকর মোড়ক দিয়ে ঢেকে দিলেন তা হলো: সৎকর্মে প্রতিযোগিতা। সকলের প্রতি নির্দেশনা দিলেন। মানুষ যেন প্রতিযোগিতার হারে ভাল কাজের দিকে দৌড়ায়। আল্লাহ বলেন:

কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। সূরা ২ আল-বাকারা ১৪৮।

নীতিমালা-৪:

সকলকে স্রষ্টা নিয়ামত দিয়েছেন। সময়, যোগ্যতা, জ্ঞান-বুদ্ধি, সম্পদ, সন্তান ইত্যাদি। সকলকে খেয়াল রাখতে হবে যে একটি বিশেষ দিনে সবাইকে সকল নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, প্রত্যেককে তার কর্মকাণ্ডের প্রতিদান^{৪৬} দেয়া হবে। আল্লাহর দেওয়া আমানাত সমূহের পূর্ণ হিসাব তিনি আদায় করবেন। যার উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য ছিল সে তার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী তা কতটুকু পালন করেছে তার হিসাব দিতে হবে। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রজাময় প্রভু দিনে কর্মপক্ষে সতের বার তা স্মরণ করাবার ব্যবস্থা করলেন - সলাতে “মালিকি ইয়াও মিদ্দিন” বলার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন:

আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের মত আচরণ করব?

সূরা ৬৮ আল-কালাম ৩৫।

এভাবে সেকেওয়ারী পরিচয় ব্যবহারের প্রাথমিক উপায় বুঝার পর আমরা এখন এর আরো কার্যকর উপায় আলোচনা করবো পরের অধ্যায়ে, ইনশাআল্লাহ।

^{৪৬} দীন শব্দের একটি অর্থ প্রতিদান। দেখুন: সূরা ১ আল-ফাতিহা ৩, সূরা ৮২ আল-ইনফিতার ৯, সূরা ৫১ আয়-যারিয়াত ৫, ৬, সূরা ১০৭ আল-মাউন ১।

প্রশ্ন
৫ম অধ্যায়
সেকেণ্টারী পরিচয়ের সাঠিক ব্যবহার

১. সেকেণ্টারী পরিচয়ের মূল উদ্দেশ্য কি?
২. আমাদের সেকেণ্টারী পরিচয় কি?
৩. মুসলিম জাতির জন্য সবচাইতে অপরিহার্য বিষয় কি?
৪. অপরিহার্য জ্ঞান কি?
৫. মুসলিম জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?
৬. উদ্দেশ্য সাধনে স্থান মানুষকে কোন দুটি উপাদান সরবরাহ করেছেন?
৭. উপাদান দুটির উদাহরণ কি?
৮. প্রথম নীতিমালা কি?
৯. বিভিন্নতার কারণ কি?
১০. দ্বিতীয় নীতিমালা কি?
১১. নানামুখী চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-জ্ঞানের বিভিন্নতা ইত্যাদি পরিস্থিতিতে প্রাত্যহিক কর্মতৎপর জীবনকে সচল রাখার জন্য সর্বোচ্চ গাইড কি?
১২. তৃতীয় নীতিমালা কি?
১৩. কি কারণে মানুষ নেতিবাচক চিন্তার দিকে ধাবিত হয়?
১৪. চতুর্থ নীতিমালা কি?
১৫. কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ চতুর্থ নীতিমালাকে দিন ১৭ বার অরণের ব্যবস্থা করলেন?
১৬. দ্বীন শব্দের অন্যতম একটি অর্থ কি?

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সংঘবন্ধ জীবনযাপন

ঈমানদারদের জন্য সংঘবন্ধ জীবনযাপনের ব্যাপারটি শরয়ী বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত। বিশ্বাসীগণ একতাবন্ধ হয়ে নিজেদের চরিত্র গঠন ও দীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবেন এবং ক্রমান্বয়ে (progressively) আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে থাকবেন। এর মূল কাঠামো ও মডেল হবে আল্লাহর রাসূলের স. যুগ ও জীবনী। সুশৃঙ্খল জীবন গঠন, দীন বুৰূা ও এর চর্চায় একতাবন্ধ জীবন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জামায়াত-বন্ধ জীবনের গুরুত্ব কোরআন ও সুন্নাহয় সমভাবে উল্লেখ রয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন: শৱতান একা পেলে সঙ্গী হয়, ঐক্যবন্ধ থাকলে সটকে পড়ে। ওমর রা. বলেছেন: সংঘবন্ধ হওয়া ছাড়া ইসলাম নেই।

অর্থাৎ দীনের ঘোলিক কাজগুলো একা করা যায় না। ঈমানদারদেরকে তাওহীদের ভিত্তিতে একতাবন্ধ থাকতেই হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দ/অপছন্দ মূল্যহীন। রেফারেন্স পরেন্ট হবে আল্লাহর দীন ও রাসূল স. এর কর্মপদ্ধতি। অন্য কোনো মানুষ (রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রনায়ক, দার্শনিক, সমাজবিদ বা অর্থনীতিবিদ), আদর্শ বা দর্শনের ভিত্তিতে নয়।

وَاعْتَصِمُوا بِخَبِيلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا

তোমরা সংঘবন্ধভাবে আল্লাহর রশিকে (কোরআনকে) মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো^{৪৭}। সূরা ৩ আলে-ইমরান ১০৩।

শিক্ষাগত মান, জাতিগত পরিচয়, পেশাগত বিচিত্রতা, অভ্যাসগত বিভিন্নতা, গায়ের রং, জাতীয়তা বা ভাষা ইত্যাদির এ ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্ব নেই। ঐক্যবন্ধ হয়ে সকলের কল্যাণের লক্ষ্য কোরআনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজে কাজ করতে হবে - এ পদ্ধতিতে কাজ চলবে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। অন্য চিন্তার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। অন্য কোনো ফ্যাক্টর এ কাজে বাঁধা হিসাবে উল্লেখ করা যাবে না। অন্য সকল ফ্যাক্টরকে এই বড় ফ্যাক্টরের সাথে এডজাষ্ট করে একতাবন্ধ হতে হবে। কর্মসূচি প্রয়োগ করে কর্মচর্ষণ থাকতে হবে।

টিকে থাকার জন্য যখন রশি (হাবল - আল্লাহর কোরআন) একমাত্র অবলম্বন হয় তখন আর জাত, পাত, ভাষা, রূচি, গন্ধ, সাদা-কালো, উচ্চ বা নিম্নশ্রেণী, নেতা-অনুসারী, পিয়ন-বিচারপতি, মন্ত্রী-সেক্রেটারি, ধর্মী-গারিব ক্ষমতাধর-অসহায়, লম্বা-খাটো, সুন্দরী-বিশী, দাস-মালিক ইত্যাদি কোনো ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে না।

^{৪৭} নির্দেশমূলক ক্রিয়া - Imperative verb. যেমন: ইকুরা - পড়ো।

তখন স্বপ্ন, চেষ্টা ও চিন্তা থাকে কেবল একটাই - কোনোরকমে জীবন রক্ষা করা। কারণ কেউ যদি তার পাশে ঝুলে থাকা অপর ব্যক্তিকে নিম্নশ্রেণীর মনে করে নিজের রশি চিল দেয় বা গা গন্ধ করে এ কারণে রশি ছেড়ে দেয় তাহলে নিশ্চিত মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে জীবন হারাবে।

সুন্দর ও সুস্থ জীবন পরিচালনার এটাই সর্বোত্তম পত্র। যারা এ পদ্ধতিতে জীবনযাপন করেন তারা দুনিয়ার সর্বোত্তম। তাদের কর্মসূচি হলো মানুষের মৌলিক কল্যাণসাধন।

كُنْثُمْ خَيْرٌ أَمّْيَّةٌ أَخْرِجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَئِنْ مُنْزَنْ بِاللَّهِ

এখন তোমরাই (এ কাজের জন্য) দুনিয়ার সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়েত ও সংস্কার সাধনের জন্য, তোমরা নেকীর হৃকুম দিয়ে থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো (সংক্ষেপিত)। সূরা ৩ আলে-ইমরান ১১০।

অর্থাৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উত্থান শুধু তাজবীহ তাহলীল পড়ার জন্য নয়। কিংবা অমুসলিম দেশে কেবল হালাল খাবার খেয়ে মোটাতাজা হবার জন্য নয়। শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগী করার জন্য আল্লাহ স্বতন্ত্র মুসলিম জাতির^{৪৮} সৃষ্টি করেননি। কিংবা বিশেষ দিবসে বাণী দিয়ে পত্রিকাসর্বো বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে ও নয়।

প্রতিনিয়ত আল্লাহর হামদ ও তাজবীহ করার জন্য অগনিত সৃষ্টি (ফেরেশতা, গাছপালা, পশু-পাখী, শহ-নক্ষত্র, কীট-পতঙ্গ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি) নিয়োজিত আছে। তারা উত্তম আবেদ। কিন্তু এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহাবিজ্ঞ আল্লাহ ঈমানদারদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের দায়িত্ব হলো দুনিয়ার মানুষকে হিদায়েতের পথ স্পষ্ট করে দেখানো। প্রত্যেক রাসূল এ কাজ করেছেন, রাসূলের সঙ্গীরা এ কাজে সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন এবং পরবর্তী যুগের ঈমানদাররাও এ কাজ করেছেন। এই ধারাবাহিকতার উজ্জ্বল প্রমাণ আমাদের পূর্ব পূর্ববর্ষদের ঈমান গ্রহণ। তারা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন বলেই আজ আমরাও মুসলিম। অর্থাৎ আমাদের আগের যুগের ঈমানদারগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রচারের কাজ করেছিলেন। তারা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আমাদের অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন বলেই আমরা তাওহীদের আলো পেয়েছি। তদূপ প্রত্যেক মুসলিমের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এবং সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী তা পালন

^{৪৮} উমাতান অসাত। সূরা ২ আল-বাকারা ১৪৩।

করবে। দীন বুরোও চুপচাপ বসে গতানুগতিক জিকির আর বিশেষ বিশেষ দিলে সওম পালন এবং সলাত আদায়ের মধ্যে স্বার্থপরতাই ফুটে উঠে। বরং দীনের সজীবতাকে কাজে লাগিয়ে, ঈমানের মত মহাসম্পদকে একজন দক্ষ ব্যবসায়ীর মত বাজারে আবর্তন করে কল্পিত সমাজকে কোরআনের আলোকে আলোকিত করা - ঈমানের দাবি। মূলত মুসলিম নামক স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো অন্ধকার চারপাশকে আলোকিত করার বিরামহীন চেষ্টা চালানো। এটাই মূল্যবান জীবনের স্বার্থকতা।

সাহাবীরা রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ করেননি। বরং মানুষকে গুটিকয়েক জালেম শাসকের অত্যাচার হতে মুক্তিদানের জন্য, আউলিয়া-আশ-শয়তানদের^{১৯} দুষ্ট ও ধৰ্মসাত্ত্বক সংস্কৃতির নাগপাশ হতে বের করে স্বাধীন, সভ্য, মুক্ত মানুষের মত সম্মানের সাথে জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে শয়তানের অনুসারীদের সাথে লড়াই করেছেন। অবশ্যে সাধারণ মানুষকে Choice দিয়েছেন, হয় তারা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা নিজ নিজ পছন্দের ধর্ম পালন করবে এবং তা করবে মুক্ত ও স্বাধীন ভাবে। স্বাধীনতা হলো মানুষের জন্য স্রষ্টার সবচাইতে বড় উপহার যা আমাদের সম্মুখে আর অন্য কোনো সৃষ্টি উপভোগ করে না।

ঈমানদারদের সম্মিলিত দায়িত্ব

সকল ঈমানদার তথা মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের ন্যায়। এ কথা বলেছেন আমাদের শিক্ষক ও রাহমাতুল্লিল আলামিন মোহাম্মদ স।

আল্লাহর ঘোষণা:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُونَ

নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই। সূরা ৪৯ হজরাত ১০।

ঈমানদারগণ তাদের সমাজ, সংসার, পাড়া প্রতিবেশী সকলে মিলে একটি কমিউনিটি। এর সকল অংশ - সাদা-কালো, ক্রমক-মজুর, বিচারক-বিচারপ্রার্থী, শাসক-জনতা, খণ্ডাতা-খণ্ডহাতীতা, ধনী-গারিব, শিক্ষিত-ক্রমশিক্ষিত, দানশীল-বখিল - সকলেই ভাস্তুসম। তাদের সকল কাজে সম্মিলিত উৎসাহ উদ্দীপনা অপরিহার্য। সকলেই সকলের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক কাজগুলো (সলাত, সওম, যাকাত, হাজ্জ, দীন প্রচার, দীন শিক্ষা) সামঞ্জস্ক। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা হবে ব্যক্তিগতভাবে, কিন্তু দীনের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফরাজিয়াত নেই যাতে ব্যক্তি শুধু নিজেই সে কাজ করতে পারে। আল-কোরআনের পাতায় পাতায় এর সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

^{১৯} সূরা ৪ আন-নিসা ৭৬।

সকল ঈমানদার সূরা ফাতিহা জানেন। কেউ কেউ এর অর্থও জানেন। সূরা ফাতিহার মধ্যে পুরো কোরআনের নির্যাস (Substance) তুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সমস্ত কোরআন সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা। এই সূরাটি আল্লাহর সাথে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কথোপকথন - একজন ঈমানদার আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলছেন, দাবি-দাওয়া পেশ করছেন। কোনো মাধ্যম নেই, কোনো দালাল নেই, কোনো এজেন্ট নেই। সরাসরি কথা। লক্ষ্য করুন: পুরো কথোপকথনটিই বহুবচনে হচ্ছে। এখানে “আমি” কোনো শব্দ নেই। পুরোটাই “আমরা”, পুরোটাতে অপর সকলকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এটাই ইসলামী সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। এটিকে বাদ দিলে ইসলাম আর ইসলাম থাকে না।

“আমরা” তোমারই ইবাদত করি
 “আমরা” তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি
 “আমাদেরকে” সরল সাঠিক পথ প্রদর্শন করো
 যে পথে তোমার “গ্রিয়জনেরা” চলে গেছে
 “যাদেরকে” তুমি পুরস্কৃত করেছো

সকল ঈমানদার একটি দেহের মত - রাসূলুল্লাহ স.-র এই উপদেশ আল-কোরআনের প্রতিচ্ছবি। পুরো কোরআনে এর উদাহরণ, নমুনা, আবেগ সুস্পষ্ট। পরস্পর পরামর্শ ভিত্তিক কাজ, পরস্পরের জন্য ত্যাগ, ক্ষমা, সহানুভূতি, ভালবাসা, সাহায্য ইত্যাদি হলো সৎ গুণাবলী যা পুরোটাই সমষ্টিগত। আর যেসব অসৎ গুণাবলীকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, ত্যাগ করতে বলা হয়েছে সেগুলোও সমষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন: গীবত, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অহঙ্কার, হেয় করা, চোগলখোরী, ফাসাদ ও হাসাদ ইত্যাদি। এর সবই সমষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট।

অর্থাৎ অধিকাংশ তৎপরতাই ঈমানদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার রূপ। সলাত কায়েম একটি সামষ্টিক দায়িত্ব ও কাজ। যাকাত আদায় ও বট্টন একটি ব্যাপক সামষ্টিক ও প্রশাসনিক কাজ। হাজ যদিও ব্যক্তিগতভাবে অর্থের মালিক হলে ফরজ হয় কিন্তু এর বাস্তবায়নে সারা দুনিয়ার সরকার ও প্রশাসন জড়িত। মূলত হাজ ঈমানদারদের বিশ্ব-সম্মেলন তথ্য মহাসমাবেশ। দ্বিনের গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যকরণীয় কাজ ও প্রাণ “সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ” এটিও ব্যক্তিগত ভাবে করা অসম্ভব।

ذَلِكُمْ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ لَا يَرَوْنَ أَيْلَامًا بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمُحْرَمَاتِ وَيَنْهَا
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْرِئُونَ الصَّلَاةَ وَلَيُؤْتُونَ الزَّكُوْنَةَ وَلَيُطْبِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হল সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান। তারা নামাজ কায়েম করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। সূরা ৯ আত-তাওবা ৭১।

অতএব আমাদেরকে সংঘবন্ধ জীবনযাপন করতেই হবে। দীনকে সংঘবন্ধভাবে প্রচার ও পালন করতেই হবে। নাবী রাসূলগণ তাই করেছেন, সাহাবীগণ করেছেন, তাবেয়িগণ করেছেন, আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ করেছেন ও আমাদেরকে করার তাগিদ দিয়েছেন।

হারেস আল আশয়ারী হতে বর্ণিত: রাসূল স. বলেন, আমি ৫টি জিনিসের ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি-১। জামায়াতবন্ধ জীবন, ২। নেতার আদেশ শ্রবণ, ৩। আদেশ মেনে চলা, ৪। আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করা, ৫। আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (জিহাদ) চালানো (আহমদ, তিরমিয়ী)।

যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু (মুসলিম)।

একতাবন্ধ জনগোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহর রহমত প্রসারিত থাকে। যে একা চলে, সে তো একাকি জাহানামের পথেই ধাবিত হয় (তিরমিয়ী)।

এভাবে কোরআন হাদীস হতেই প্রমাণিত যে একাকী ইসলাম পালন সম্ভব নয়। দীন-ইসলাম এক সংঘবন্ধ তৎপরতার মাধ্যমে পালনীয়। বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামের দাবি বা দীনের অনুসরণ সম্ভব নয়।

সংঘবন্ধ জীবনের ৩টি উপকারিতা

১. আত্মশুন্দি২. সুশৃঙ্খল জীবন৩. বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য

১। **আত্মশুন্দি:** সংঘবন্ধ জীবনের অনন্য উপহার আত্মশুন্দির প্রক্রিয়া শুরুর সুযোগ পাওয়া। পরস্পরের কল্যাণ কামনায় একে অপরের ভুল শোধের দেয়া। এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য আয়নার কাজ করা (আল-হাদীস)। এভাবে আমরা ধীরে ধীরে (তবাকান আন তবাক - সূরা ৮৪ আল-ইনশিক্তাক ১৯) জীবন-সফরের (কাবাদ - সূরা ৯০ আল-বালাদ ৪) পথ অতিক্রম করে আমাদের মূল গন্তব্যে পৌঁছে যাবো - আমাদের মালিকের সামনে হায়ির হয়ে যাবো।

আমাদের জীবন এক ঘূর্ণায়মান চাকার মত। এ চাকা প্রতিনিয়তই ঘূরছে-সফরের এক মঞ্জিল হতে অপর মঞ্জিল অতিক্রম করছে। ঘূর্ণনকালে এ চাকা কখনো সমতল ভূমির দেখা পায় কখনো মরুভূমির, আবার কখনো রুক্ষ পাথর বিছানো কর্কশ রাস্তার উপর চলে, কখনো চলে কর্দমাক্ত কিংবা কাঁচা নরম রাস্তার ওপর। জীবন-চাকা জানে না কখন কোন রাস্তা দিয়ে তাকে চলতে হবে। অনিচ্ছিতাই জীবনে সবচাইতে বড় সত্যের একটি।

এ ধরনের এক অনিশ্চিত রাস্তার উপর আমাদের জীবন চাকার ঘূর্ণন, যার নিশ্চিত ফল হলো:

১. আমাদের আচরণে সুন্দর-অসুন্দরের বিচিত্রতা।
২. কর্মে শুন্দ-অশুন্দের মিশ্রণ।
৩. আবেগে ঠাণ্ডা-গরমের প্রকাশ।
৪. স্বার্থ রক্ষায় বৈধ ও অবৈধের একাকার হয়ে যাওয়া।
৫. নীতির সাথে অনেকিকভাবে মাখামাখি।
৬. শোধ-প্রতিশোধে সীমা লংঘন।
৭. অপরের পাওনা শোধে গড়িয়মি।
৮. ওয়াদা ও আমানাত রক্ষায় অলসতা।
৯. হারানোর ব্যথা আর প্রাণি আনন্দে অংশাভাবিক প্রতিক্রিয়া।
১০. সাময়িক লোভ সংবরণে ব্যর্থতা ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় সংঘবন্ধ জীবনের দুটি অপরিহার্য উপাদান:

১. আমাদের ভুলগুলো শুধরে দিতে পারে।
২. আমাদের ভুলে যাওয়া পরিচয় স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।
৩. আমাদের জৈবিক শক্তিকে ভুল হতে সঠিক পথে আনতে পারে।
৪. হতাশা ও ভীতিকে শক্তি ও সাহসে ঝুপাত্তিরিত করতে পারে।
৫. আমাদের জীবনে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে।

সেই দুটি উপাদান হলো:

১. একে অপরকে সাহায্য করা।
২. একে অপরকে হক উপদেশ দেয়া, গঠনমূলক সমালোচনা করা।

وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّيْرِ

পরম্পরকে হক উপদেশ ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দান।

সূরা ১০৩ আল-আসর ৩।

আল-আসরে নির্দেশিত পথ অনুসরণের উত্তম ক্ষেত্র: সংঘবন্ধ জীবনযাপন করা।

সংঘবন্ধ জীবনের অপর উপাদান গঠনমূলক সমালোচনা। এতে অপর ভাই তার ভুল বুঝে নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন। সংঘবন্ধ জীবনযাপন ব্যতীত জীবনে প্রকৃত ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের জন্য তিনি নিজে আমাদের সামনে এসে হাজির হন না। কিন্তু তার নির্দেশন সমূহের মাধ্যমে সে কাজটি হয়ে যায়। চন্দ, সূর্য, সাগরে জাহাজ চলাচল, বাতাস, পশু-পাখী, কীটপতঙ্গ, মেঘ-বৃষ্টি, ফসল উৎপাদন, মধ্যাকর্ষন

শক্তি, বায়ুমণ্ডল, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, জোয়ার ভাটা, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি, শৌর্য-বীর্য সম্পন্ন শক্তিধর সদ্ব্যাজের ধ্বন্সাবশেষ ইত্যাদি হলো আল্লাহর নির্দেশন। মূলত জ্ঞানবানদের জন্য আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টিই একেকটি নির্দেশন।

ঠিক তদৃপ মহান আল্লাহ সংঘবন্ধ জীবনযাপনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের অপরিহার্য ও শক্তিশালী উপাদানসমূহ। বিচ্ছিন্নাবস্থায় দীন পালনে সেগুলো উপভোগ অসম্ভব। একা একা পরহেয়গারীর সবচাইতে বড় বিপদ হলো: কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেশি গুরুত্বদান, আর বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কম গুরুত্ব দান। জীবনের ভারসাম্য (শৃঙ্খলা) নষ্ট করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। আর এ কথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই যে, যদি ব্যক্তি ভারসাম্যহীন হয়ে যায় তাহলে পরিবার ও সমাজ ভারসাম্যহীন হতে বাধ্য।

সম্মিলিত চিন্তাভিত্তিক যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাকে আল্লাহ ভুল হতে রক্ষা করবেন। এ কথা বলেছেন আল্লাহর নাবী মোহাম্মদ স। একক চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সে রকম কোনো ওয়াদা নেই। বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনে বড় ঝুঁকি: দীন ও কিতাবকে খণ্ডিত করা সাংঘাতিক গোনাহের কাজ।

যারা বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন তারা দীনকে নিজের মত করে সাজিয়ে (Customized / Selective) নেন। আনুষ্ঠানিক ইবাদতকে ধর্মের কাজ মনে করেন। জীবনের বাকি ৯৯% -কে হয় দুনিয়াবী কাজ মনে করেন অথবা এর সাথে আল্লাহর হৃকুম পালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। আর সাইন-সিস্টেমকে ভেতরের পরিবর্তনের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়ে খণ্ডিত কাজকে ষেলকলায় পূর্ণ করে দেন। এ ধরনের খণ্ডিতকরণকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা: তাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত করবেন এবং আখিরাতে কঠিন শান্তি দেবেন। সূরা ২ বাকারা ৮৫, সূরা ১৫ হিজর ৯০।

২। সুশৃঙ্খল জীবন: সংঘবন্ধ জীবনের অপর উপকারিতা শৃঙ্খলা। এর সাথে আনুগত্য জড়িত। এ ক্ষেত্রে আমাদের রবের নির্দেশ:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْ كُمْ

হে ঈমানদারগণ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাঁদের। সূরা ৪ নিসা ৫৯।

অর্থাৎ আমরা সংঘবন্ধ জীবনযাপন করবো, আমাদের মধ্য হতে আল্লাহ-ভীরু (তাকওয়া সম্পন্ন) লোকদের আনুগত্য করবো। মূল লক্ষ্য থাকবে আল্লাহর হৃকুম পালনের মাধ্যমে কেবল আল্লাহকে খুশি করা।

আমরা আল্লাহর কালাম ও রাসূলের সুরাহ হতে যে হ্রকুম-আহকাম পাই তা সর্বপ্রথম দুনিয়ার কল্যাণের জন্য। আর যা দুনিয়ার কল্যাণ তা আখিরাতেরও কল্যাণ। এটি একটি সার্বজনীন ফর্মুলা। যে কাজটি আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর সেটি দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

সংঘবন্ধ জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার কল্যাণ যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আখিরাতেরও কল্যাণ। সম্মান, শৃঙ্খলা, উপকার, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, অপরের বোকা হালকা করা, বিপদে সাহায্য করা, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান, সম্বলহীনকে সম্বল দান, ঝী-ঝামী-পিতা-মাতা-সন্তানকে স্বষ্টি, সুখ ও স্বাতন্ত্র্য দান ইত্যাদি সবই দুনিয়ায় কল্যাণ বয়ে আনে ফলস্বরূপ তা আখিরাতেও সুফল বয়ে আনবে।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَخْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيَّاً

নিশ্চয়ই আমি বনী আদম (আদম সন্তান)-কে সম্মানিত করেছি। এবং তাদেরকে স্তুলভাগে ও জলভাবে চলাচলের বাহন যোগিয়েছি। এবং তাদেরকে দিয়েছি নানবিধি উন্নত জীবনোপকরণ এবং আমি আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। সূরা ১৭ বানী ইসরাইল ৭০।

আল্লাহ মানুষকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন তার সবচাইতে বড় দিক হলো স্বাধীনতা। চক্ষুস্মান অপর কোনো সৃষ্টিকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। সকলে পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মে চলছে। কেবল মানুষ আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়েত পেয়েছে যা মানতে মানুষ বাধ্য নয়। মানুষ ইচ্ছা করলে তা অমান্য করতে পারে। মানুষকে কর্মে ও বিশ্বাসে আল্লাহর দাসত্বের হ্রকুম দেয়া হয়েছে। যেমন: তোমরা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। মীরাসের হক মেরে দিয়ো না। পিতামাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করো। সুদ খেয়ো না। বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতা হতে বিরত থাকো ইত্যাদি। এগুলো হলো স্বাধীনতার বিপরীতে শৃঙ্খলা বা ভারসাম্য। কিন্তু দাসত্বে বাধ্য করা হয়নি।

আল্লাহর সবচাইতে বড় নির্দর্শন শৃঙ্খলা। দিন-রাতের আবর্তন, চন্দ্র-সূর্যের সেবা দান, বৃষ্টিবর্ষন, বায়ুমণ্ডল, মানবদেহের আভ্যন্তরীণ গঠন ও ক্রীয়াকলাপ, সন্তান জন্মাদান, ফসল উৎপাদন ইত্যাদি সবই সেই শৃঙ্খলার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। এসব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার সামান্যতম অনুপস্থিতিতে মারাত্মক দুর্ঘটনা অবধারিত।

যে মানুষকে আল্লাহ সমানিত করেছেন, জীবনযাপনের সকল প্রয়োজনীয় উপাদান যোগান দিয়েছেন সে মানুষকেই আল্লাহ একটি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন:

الْأَنْطَفَاعُ فِي الْمِيزَانِ

তোমরা ভারসাম্য (শৃঙ্খলা) নষ্ট করো না ।

সূরা ৫৫ আর-রাহমান ৮ ।

সংঘবন্ধ জীবনে ভারসাম্য বা শৃঙ্খলা রক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ । আল্লাহর আনুগত্য ও উলিল-আমরের অর্থপূর্ণ আনুগত্যের দৈনন্দিন রূপ দেখা ও অনুভব করা সংঘবন্ধ জীবনে সবচাইতে বেশি সম্ভব ।

রাসূলুল্লাহ সা.-র সঙ্গীরা যেমন সর্বদা আনুগত্যের সীমায় থেকে সমগ্র জীবন পরিচালনা করেছেন তদ্রূপ আমাদেরকেও সর্বদা আনুগত্যের সীমায় থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে । এ আনুগত্য চলবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ।

আনুগত্যের সাথে শৃঙ্খলা সরাসরি জড়িত । ব্যক্তির কর্ম, আচরণ, লেনদেন, বাহ্যিক ইবাদত, নিয়মিত অধ্যয়ন, অন্যের অধিকার সংরক্ষণ, সম্পদ লোডের মাত্র ইত্যাদি উপাদানগুলো সার্বক্ষণিক (অত্ত সর্বোচ্চ সময়) নজরে থাকে । ভারসাম্য নষ্টকারী ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কোনো (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়) আচরণ হয়ে গেলে ব্যক্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন । জবাবদিহির আওতায় থাকার কারণে তাকে সতর্ক থাকতে হয় । তার প্রত্যেকটি আচরণে সতর্কতার তথা তাকওয়ার ছাপ থাকে । ফলে ভারসাম্য রক্ষা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয় । এর সরাসরি প্রভাবে সমাজ শাস্তিময় হবে, পরিবারগুলোর বন্ধন অপেক্ষাকৃত জোরালো হবে, সম্মান ও দয়া বেড়ে যাবে ।

৩। বিশ্বসীদের মধ্যে ঐক্য: পৃথিবীতে এখন সবচাইতে বেশি অনৈক্যের যাতাকলে পিষ্ট দৈমানদারগণ । দলাদলি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহণ গঠন, কাদা ছোড়াছুড়ি, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, পরস্পরের প্রতি হিংস-বিদ্বেষ ইত্যাদি কর্মেই আজকের মুসলিম জাতি সবচাইতে বেশি ব্যস্ত । অন্য দৈমানদারের ভুল ধরা, ভুল প্রমাণ করা এমনকি ধৰ্মস কামনাই হলো বহু দৈমানদারের ধর্মপালন । সমাজ জীবনের এ চিত্র অতি ক্ষুদ্র অঙ্গন যেমন: নিজ নিজ পরিবার হতে শুরু করে প্রতিবেশী, নিকটতম সমাজ, বৃহত্তর সমাজ হতে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত । অনৈক্যের বিষ আজ ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিনির্দিত ! মিশনে পরিণত হয়েছে ।

ফলশ্রুতিতে অনৈক্যের বিষবাস্প আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে গ্রাস করে এখন পুরো মুসলিম জাতির সর্বনাশ করে চলেছে । এ রোগের মাত্রা গত ১৪০০ বছরের ইতিহাসকে ছাড়িয়ে এখন আরো উচ্চ গতিতে তার চূড়ান্ত গন্তব্য-

Total Anihilation-এর দিকে সফলভাবে ছুটে চলেছে। পরিষ্কৃতি এতই ন্যুক্তারজনক যে মুসলিম দেশগুলো নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে একে অপরকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলার প্রতিভঙ্গ করছে। এ কালের একজন ইহুদি রাবাই - Rabbi Tovia Singer - বারবার বলছেন যে ইহুদিরা মুসলিমদের যতটুকু ক্ষতি করেছে বা করছে তার চাইতে বহুগুণ বেশি ক্ষতি মুসলিমরা নিজেরাই করেছে এবং প্রতিদিন করে চলেছে। অনেকের নমুনা দেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা মহাদেশ ভ্রমণ করার প্রয়োজন নেই। আপনঘর ও ঘরের বাইরের উদাহরণই যথেষ্ট। জীন-শয়তান ও তার সঙ্গীসাথী মানুষ-শয়তানরা সবচাইতে সুখের অবস্থানে রয়েছে। তারা মহাখুশির জয়গান গেয়ে বেড়াচ্ছে আর আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। নিজ ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত মুসলমানদের প্রতি হাস্যবদনে সবচাইতে সন্তুষ্ট শয়তান তাচ্ছিল্যের সাথে বলে বেড়াচ্ছে: বলেছিলাম না আমি তোমাদের সামনে থেকে আসবো, পেছন থেকে আসবো, ডান হতে আসবো, বাম হতে আসবো! (সূরা ৭ আল-আরাফ ১৭)। King of chaos শয়তান খুব কোশলে তা বাস্তবায়ন করেছে আর খুব সহজে অনেকব্যবহৃত দীর্ঘায়িত করছে।

যে সব বিষয়ে আজ মুসলিম একপঞ্চলোর মধ্যে শতধা বিভক্তি তার সম্যক জ্ঞান না থাকলে এর সমাধান তো দূরের কথা বরং এ বিভক্তি আরো দ্রুত বেড়েই চলবে।

বিভক্তির কারণ সমূহ ও এর পর্যালোচনা

১। দীনের অগভীর জ্ঞান: ঈমান শুরু জ্ঞানার্জন দিয়ে - ইকুরা। মানুষের প্রতি আল্লাহর পাঠানো সবচাইতে বড় নিয়ামত আল-কোরান। এর প্রথম শব্দ ইকুরা। মুসলিম জনতা আজ জ্ঞানের জগতে আগের যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি অগ্রগতি সাধন করেছে। সমাজ, রাষ্ট্র, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবসা, চিকিৎসা, ইতিহাস, পরিবার প্রতিপালন, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়েছে। অপর দিকে ফিকাহ, তাফসীর, সুন্নাহ, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদিতেও বেশি অগ্রগতি হয়েছে।

মুসলিম জাতির এতসব সুখবর আর্জনের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে সূক্ষ্ম সুচতুর শয়তানের গভীর ধ্বংসাত্মক কুটিল অস্ত্র। ঈমানদারগণ আল্লাহর সবচাইতে বড় নিয়ামত আল-কোরান (Survival Kit) গভীর মনোযোগসহ অধ্যয়ন করেন না। কিন্তু এজেণ্ট বাস্তবায়নে শয়তান তার সমস্ত সত্তা ও উপাদান ব্যবহার করে সার্বক্ষণিক-বিশ্লেষণ-ও-কর্মে (ওয়াস ওয়াসা) তৎপর থাকে, সূরা ১১৪ আন-নাস। মানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়, শয়তানের তা দরকার হয় না। আরো সুবিধা হলো: আমি যা দেখতে পাই, তোমরা তা দেখতে পাও না। সূরা ৭ আরাফ ২৭, সূরা ৮ আল-আনফাল ৪৮। শয়তানের যা সুবিধা আমাদের জন্য তা অসুবিধা।

শয়তানের গবেষণায় সবচাইতে কার্যকর ও ক্ষতিকর যে মারণাত্মক আবিস্কৃত হয়েছে সেটি হলো অনেকের অস্ত্র। এটি শয়তান শুরু থেকে প্রয়োগ করে আসছে। যেখানেই কোনো পবিত্র ও কল্যাণকর তৎপরতা দেখা যাবে সেখানেই শয়তান এ অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষের সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধন করে। একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়াই তার সবচাইতে বড় অর্জন। যেখানেই স্থিতিশীলতা আছে সেখানেই শয়তানের আগ্রহ আছে। যেখানে সমরোতা আছে সেখানেই শয়তানের আনাগোনা বেশি। যেখানে দয়া ও শান্তি আছে সেখানেই শয়তানের কুণ্ডলি তৎপর। শয়তানের রাডারের ব্যাপ্তি পুরো মানবজাতি। এ ক্ষেত্রে সাদা-কালো, ধনী-গরিব, ছান, ধর্ম, ভাষা, রং কোনো বিষয়ই নয়।

শয়তান ব্যাধি আকারে পুরো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনেকের এ ধর্মসাতাক রোগটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। এর তীব্রতা ঈমানদারদের সকল অর্জনকে স্মান করে দিচ্ছে। অঙ্গুষ্ঠা ও বিভক্তি - পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক হারে খুব শক্তভাবে বিশ্বসীদের দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করে যাচ্ছে। এটিকেও যদি শয়তানের একটি অর্জন ধরা যায় (বলাবাহুল্য তার সব অর্জনই খারাপ অর্জন) তাহলে অন্য সকল অর্জন এ অর্জনের নিকট ত্রিয়ম্বন হয়ে যায়।

অনেকের প্রধান কারণ - জ্ঞানের গভীরতার (আর-রা-ছিখুনাল ইলমি ৩:৭)
অভাব। আল্লাহর আদেশ নিষেধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে অনীহা কিংবা অপারগতা। ইসলামের ইতিহাস - ইতিহাস জানার উদ্দেশ্য, আল-কোরআন, রাসূল স. জীবনের বিজ্ঞানিত রূপ, সাহাবীদের ত্যাগের ইতিহাস অধ্যয়ন এবং এ অধ্যয়নের লক্ষ্য জানলে এটা সহজে লক্ষ্যণীয় যে ঈমানদারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখা আল্লাহর হৃকুম বা ফারদ। এটি ঈমান ও ইসলামের মৌলিক দিক (Fundamental Element). এই বিষয়টি গোটা দীনের ভিত্তির সাথে সংপৰ্কিত। এটি সুস্থিত, নফল নয়। ঐক্য ফারদ। এ হলো ইসলামের ফেকাহগত দিক। অপর দিকে ইসলামের আধ্যাত্মিকতা শুধু দেখা বা পড়া বা অধ্যয়নের বিষয় নয়, এটা দীন সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দীনের প্রাণের সাথে সম্পর্কিত রহ, দীনের প্রকৃত সমর্থ। কেবল নামাজ রোজা পালন করে এ সমর্থ লাভ সম্ভব নাও হতে পারে। তবে ত্রুট্যাগত কোরআন হাদীসের সরাসরি অধ্যয়ন, অব্যাহত দীনি গবেষণা ও চিন্তা করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহর নিকট এর জন্য খালিস দোয়া করলে এই সংক্ষিপ্ত দূর হবে আশা করা যায়।

দিন শ' কয়েকবার আল্লাহ-আকবার উচ্চারণ করার পরও যদি আমার কথা, আবেগ ও কাজে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ পায় তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ-আকবার লক্ষ্যবার ঘোষণা করার পরও তাবের সাগর লুকায়িত এ শব্দের গভীরতায় আমি প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছি। দিনে কয়েক শ' বার উচ্চ শব্দে আল্লাহ - বাধ্যতামূলক - ঘোষণা দেয়ার পরও এর কোনো শিক্ষা মগজে ঢুকছে না।

মানুষকে টাখনুর উপরে কাপড় পরিধানের নাসীহাত করেই যাচ্ছি কিন্তু নিজের মেজাজ ও মুয়ামেলাতে যদি বিভেদের সুস্পষ্ট প্রকাশ ধরা পরে তাহলে বুবাতে হবে জ্ঞান আছে কিন্তু এই জ্ঞানের কোনো গভীরতা নেই। ফলে এই জ্ঞান মানুষের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনতে অক্ষম। জ্ঞান-চর্চা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।

কোরআনের আয়াত ব্যবহার করে আক্রমণাত্মক ভাষায় যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অপর মুসলিম গ্রন্থ, নেতা বা ওয়ায়েজানের ভূল ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে বুবাতে হবে কোরআনের গভীরে প্রবেশের সৌভাগ্য এখনো হয়নি। এসব করে ক্ষণিকের ত্রুটি হয় কিন্তু এতে দীন, বিশ্বাসী বা কোনো মানুষের কোন লাভ হয়না।

রাসূলুল্লাহ স. নূরের তৈরি না মাটির তৈরি এ বিবাদে লিপ্ত হয়ে, বাহস আহ্বান করে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে কার সম্মান রক্ষা হয়? কার কি লাভ হয়? কে উপকৃত হয়? এসব প্রশ্নের জবাব না থাঁজে যদি উদ্দেশ্যহীন কাজে সময় ও শক্তি ক্ষয় করা হয় তাহলে তার পরিণতির ভয় অন্তত আমাদের করতে হবে। কারণ : সেদিন আল্লাহ আমাদেরকে তার দেয়া সকল নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। ১০২:৮। আমাদের সকল কর্ম সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ১৬:৯৩। আমাদের আদাজ অনুমান ভিত্তিক চিষ্ঠা, দর্শন, কথা, তথ্য সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ১৬:৫৬। এই তিনের ভয় থাকলে আমাদের জিহ্বা সংযত হতেও পারে।

রাসূলুল্লাহর স. প্রস্তাব পাক নাকি নাপাক-এই তর্কে এ গ্রহের মানুষের কি কোনো জৈবিক লাভ বা আধ্যাত্মিক কোনো অর্জন হয়?

বরং উপরোক্ত কাজগুলোতে সবচাইতে বেশি মুনাফা যার হয় সে হলো আদয়ন মূর্বিন- শয়তানের। কারণ গঙ্গাগোলে শয়তানের লাভ। বাগড়ায় শয়তানের বড় বোনাস প্রাপ্তি ঘটে। ঈমানদারদের অর্থহীন তর্কে শয়তান খুশিতে তারাবাতি জ্বালায়। মানুষের মধ্যে অর্থহীন অস্ত্রিতার মধ্যে শয়তান তার শ্রমের বিনিময় বঙ্গমূল্য-উচ্চহারে পেয়ে যায়। দুনিয়ার জীবনে আমরা হই সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত।

আর ক্ষতি? সবচাইতে ক্ষতি হয় ঈমানদারদের। তাদের হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ শুরু হয়। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তাদের আধ্যাত্মিকতা ঘরে যায়। পারম্পরিক ঘৃণা, বিচ্ছিন্নতা, হিংসা, বড়ত্বের রোগ, আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ ইত্যাদিই হয়ে যায় তাদের প্রিয় জিনিস। ফলে তারা আল্লাহর সুস্পষ্ট হৃকুম ঐক্যবদ্ধ থাকা, সংঘবদ্ধ থাকা, এক দেহ হয়ে জীবন যাপন করা, আমলে সালিহায় পরম্পরের সহযোগী হওয়া ইত্যাদি একেবারে ভুলে যায়। আল্লাহ বলেন:

কখনো নয়, আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালন করার হৃকুম দিয়েছিলেন তা
সে পালন করেনি। সুরা ৮০ আবাসা ২৩।

আল্লাহর জ্ঞানী বান্দাহরা বিভিন্ন গ্রন্থে বিভক্ত হয়ে কোরআন গবেষণা করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নিয়তে, হাদীস খৌজে তার অপর ভাইকে ভুল প্রমাণ করে তৃষ্ণি পাওয়ার জন্যে। অপর ভাইকে ছোট প্রমাণ করার জন্যে।

একটি শিক্ষনীয় ঘটনা

একজন প্রখ্যাত ইমাম একবার দু'টি বিবদমান গ্রন্থের অভিযোগের ভিত্তিতে সালিশ নিয়ুক্ত হয়ে বিচারে বসলেন। দু'টি গ্রন্থের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ তারাওয়ীর নামাজ নিয়ে। এর রাকায়াতের সংখ্যা নিয়ে গঙ্গোল। এক গ্রন্থ বলছেন ৮ রাকায়াত আবার আরেক গ্রন্থ বলছেন ২০ রাকায়াত। এ নিয়ে উভয় গ্রন্থের সকল সমর্থক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনিত হয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য একে অপরের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত। নিঃসন্দেহে তারা এটিকে একটি পুণ্যের কাজ মনে করছিলেন। গভীর জ্ঞান সম্পদ প্রজ্ঞাবান ইমাম উভয় গ্রন্থকে সামনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: ইসলামে তারাওয়ীর নামাজের স্থান কি? ফারদ, ওয়াজিব, সুন্নাত নাকি নফল। সকলে বললেন সুন্নাত। আদায় করলে সওয়াব, আদায় না করলে গোনাহ নেই। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ইসলামে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও ঐক্যবদ্ধ থাকার স্থান কোথায়? উভরে সকলেই বললেন ফারদ, ঈমানের মৌলিক অংশ। এরপর ইমাম সাহেব তৃয় এবং শেষ প্রশ্ন করলেন: আপনারা কি সুন্নত রক্ফার জন্য ফারদ ত্যাগ করবেন? উভয় গ্রন্থের জ্ঞানীরা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এরপর তিনি তাদের পরামর্শ দিলেন যার যার মতনুযায়ী তারাওয়ী আদায় করার জন্য। এভাবেই সমস্যাটির সমাধান হলো।

দূর অতীতের আরেকটি ঘটনা

খোলাফায়ে রাশেদার যুগ অতিক্রম হওয়ার পর মুসলিম ইতিহাসের প্রাথমিক দিকে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম (৬৯৫-৭১৫ খ্রঃ) যখন সিঙ্গু অভিযান পরিচালনা করেন তখন মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিক। সিঙ্গু অভিযান শুধু সফলভাবেই হয়নি বরং ইসলামের সুমহান বাণী এ অঞ্চলের লাখো বনী আদমের অন্তরে কালিয়া শাহাদাতের অযিয় সুধা পান করিয়ে তা দিন দিন ক্রমাগত নতুন গন্তব্যের দিকে ছুটছিল। এরমধ্যে সকলেই যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তা নয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম বা ইসলামের মহান যোদ্ধারা কখনোই মানুষকে জোর করে দ্বিনের সুধা পান করাননি। কিন্তু সুন্দর তা যেখানেই থাকলা কেন সুন্দর-সন্ধানীরা সুন্দরকে কখনো কোনো হীন স্বার্থে কিংবা বিদ্রোহ বশত নাক সিঁটকে দূরে সরিয়ে দেয় না। তাই হয়েছিল সিঙ্গু ও তার আশপাশের রাজ্যগুলোতে। সাধারণ মানুষ মোহাম্মদ বিন কাসিম ও তার সঙ্গীদের উচ্চ নৈতিক মান ও মানবতার উৎকৃষ্ট রূপে মোহিত হয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দেবতার আসনে উপবিষ্ট করেছিল। সাধারণ নাগরিকগণ তাদের দৃষ্টিতে এ মানুষরক্ষী

দেবতার প্রতি এতই মুঝ হয়েছিল যে তারা তাকে পুজা করা শুরু করেছিল। সে যাই হোক। ঘটনা পরম্পরায় মুসলিম সাম্রাজ্যের বাদশা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিকের মৃত্যু ঘটে। এতে কেন্দ্রীয় মসনদে আসীন হন সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক নামের এক অজ্ঞ মূর্খ হতভাগা।

সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েই ইয়াজিদ ইবনে আবী কাবশাকে সেনাপতি করে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের অপসারণের নির্দেশ দেয়। নিচক অতীতের কোনো ব্যক্তিগত আক্রেশের জুলা মেটানোর জন্য নতুন বাদশাহ সিক্রি বিজয়ী মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে অপসারণ করেই ক্ষাত্র হয়নি। বরং দৃত মারফত পত্রে এ-ও উল্লেখ করেছিল যে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে - যিনি লক্ষ জানবাজ সৈন্য পরিবেষ্টিত - শৃঙ্খলিত অবস্থায় বাদশাহর নিকট পাঠাতে হবে।

দৃতের চিঠি পড়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? তিনি চিঠি পড়ে জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের মধ্যে ইয়ায়ীদ ইবনে আবী কাবশা কে? একজন অর্ধবয়সী ব্যক্তি নিজেকে পেশ করলেন আমি বলে। মুহাম্মদ বিন কাসিম অগ্রসর হয়ে লক্ষ সৈন্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সামনে নতুন সেনাপতিকে বললেন: এ সৈন্য বাহিনীরা নেতৃত্বের জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমিরূল মোমিনীনের শৃঙ্খল পড়ার জন্য আমি প্রস্তুত।

লক্ষ যোদ্ধার আবেগ, অনুরোধ, প্রাণস্তকর ভালবাসাকে উপেক্ষা করে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সেদিন মুসলমানদের ঐক্যকে সুদৃঢ় রাখার জন্য, মুসলমানদের কেন্দ্রকে সবল রাখার স্বার্থে, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের দাসত্ব না করে নিচক ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য জালিয় বাদশাহর অন্যায় দাবির নিকট নিজেকে পেশ করেছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা মাথার উপর নিয়েই তিনি লক্ষ জনতার ভীড় ঠেলে, তাদের হন্দয় নিংড়ানো আবেগকে পাশ কাটিয়ে শৃখলিত হয়েই নিজেকে মুসলমানদের আমীরের হুকুমের নিকট পেশ করেন। নতুন সেনাপতি যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম-কে বললেন : আপনি কি জানেন না যে খলিফা সুলায়মান আপনার রক্ত পিপাসু? জবাবে মুহাম্মদ বললেন: আমার কয়েক ফেঁটা রক্তের জন্য মুসলিম জগৎ দ্বিধা বিভক্ত হবে, তা আমি চাই না।

তার কি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড জুটেছিল? আসলে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম, তার নিকটতম জেনারেলগণ, আরবীয় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা সবাই জানতেন কি ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে তিনি আগাছেন। কিন্তু দীনের এ সৈনিক শুধু ঈমানদারদের ঐক্য রক্ষার জন্য নিজের মূল্যবান জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে হাসিমুখে ফাঁসির রশিতে ঝুলেছিলেন। আল্লাহ জালিমদের লাভিত করেন আর সত্যকে সবসময় আলোকিত করেন। সত্যবাদীদেরকে তিনি ক্ষমা করেন। তাদের ভুল-ক্রটি মুছে দেন। আর - কাফরফারিন রায়'নীদ-দের ক্ষেত্রে জাহানামে নিষ্কেপ করবেন (৫০:২৪)।

আজকের জালিম মুসলিম রাজা-রাণীদের জন্য আল্লাহর সবচাইতে বড় ছঁশিয়ারী : আল্লাহ কোনো কিছু ভুলেন না (২০:৫২)। তবে সময় সাক্ষী: ইতিহাস হতে খুব কম মানুষই শিক্ষা গ্রহণ করে। ফিরআউন ডুবে মরলে আল্লাহ মানুষের শিক্ষা ও কল্যাণের লক্ষ্যে ফিরআউনের দেহ সংরক্ষণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তা ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। যাতে উঠতি ফিরআউনরা এক মুহূর্ত হলেও চিন্তা করে।

আজ আমাদের মাঝে অনেকের প্রতিযোগিতা। আল্লাহর দেয়া ঐক্যের হৃকুমকে কোনো পরোয়াই করা হয় না। বরং ক্রমান্বয়ে জটিলতা ও বিভেদের সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি চতুর্দিকে লক্ষণীয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে শান্তি খোঁজা হয়।

وَإِنْتَصِفُوا بِخَيْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَغْرِقُونَا

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রাজ্যকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং
দলাদলি করো না। সূরা ৩ আলে-ইমরান ১০৩।

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَغْرِقُونَا فِيهِ

দীন কার্যে কর এবং মতভেদে লিপ্ত হয়ো না। সূরা ৪২ আশ শুরা-১৩।

কিছু ঈমানদার এমনও আছেন যারা কিছু বই পুস্তক পড়ে নিজেদের মহাজ্ঞানী মনে করেন। এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনিই সব জানেন। তিনি যা জানেন এর বাইরে আর সত্য হতে পারে না। এ হলো মনের অঙ্ককার ও দৃষ্টির সংক্রীণতা। সংক্রীণ দৃষ্টি দিয়ে বেশি দূর দেখা যায় না। এর কারণে দৃষ্টিভ্রম হয়। যতদূর দেখা যায় তার ওপারে আর কিছু আছে বলেও কল্পনা করতে পারেন না।

একজন ঈমানদারের সাথে কথা হচ্ছিল। আলাপের এক পর্যায়ে যাবতীয় বিষয়ে তাঁর অভিযত শুনে বিভিন্ন মুসলিম গ্রন্থ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট মত বুঝা গেলো যে উমুক গ্রন্থ ইসলাম হতে খারিজ হয়ে গেছে, তমুক গ্রন্থেরও ঈমানই নেই, আরেক গ্রন্থের কথা বললেন যে সেই গ্রন্থে মুসলমানই নয়, আরেকটি গ্রন্থের ব্যাপারে ওলেমাদের সম্মিলিত মত হলো: সে দলটি দ্বীনের গঠনের মধ্যে নেই কারণ তারা সাহাবাদের সমালোচনা করেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত পশম বাছতে বাছতে কম্বলই চলে গেলো। অর্থাৎ তিনি ও তার গ্রন্থ ছাড়া আর সকলেই ইসলাম হতে খারিজ।

এধরনের মন্তব্য একজন কোরআন হাদীস পড়ুয়া ঈমানদার করতে পারেন বলে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবে এটা এজন্যই সম্ভব যে কোরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য না বুঝতে পারলে দৃষ্টিসীমা খুবই সংক্রীণ হবে। এতে সামষ্টিকভাবে দীন বা দলীয়ভাবে ঈমানদারগণ উপকৃত হবে বলে আশা করা কঠিন। তারা অজ্ঞানতা আর অগভীর জ্ঞানের সুবাদে কোরআন-সুন্নাহ ব্যবহার করেই ইসলামের গোড়া কেটে দেবে। আর সওয়াবের আশাও করতে থাকবে।

অগভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দেয়ার সময়ও ব্যাপক ওচ্চাচরিতার প্রমাণ দেন। যে বিষয়ে তার জ্ঞান সামান্য বা ঘোটেও নেই সে বিষয়েও তিনি অনর্গল বলে যেতে চান। শুধু তাই নয়, কেউ যদি তার ভুল ধরিয়ে দিতে চান সেখানেও গওঁগোল বাঁধান।

জ্ঞানের গভীরতা মাপার সহজ ফর্মুলা

১. জ্ঞানী ব্যক্তির কথা (জবান ও জিহ্বা) ও কাজে, শ্রোতা বা পাঠক পরস্পরের নিকটে আসে নাকি দূরে সরে যায়?
২. জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান বিতরণে উভেজিত মানুষের মধ্যে উভেজনা কমে নাকি আরো বাঢ়ে?
৩. জ্ঞানী ব্যক্তির উপস্থিতিতে পরস্পর সংবর্ধনীল গ্রন্থের মধ্যে আক্রমণের ধার আরো বাঢ়ে নাকি কমে?
৪. জ্ঞানী ব্যক্তির ইশারায় বিবদমান মানুষের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পায় নাকি ভালবাসা ও সমান জাহ্নত হওয়া শুরু হয়?
৫. জ্ঞানী ব্যক্তির বক্তৃতায় শ্রোতার মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় নাকি ক্রমান্বয়ে তা কমতে থাকে?
৬. জ্ঞানী ব্যক্তি কি ছোট খাট বিষয়ে বেশি বেত্তনশীল?

কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যদি এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন তাহলে তিনি তার কর্ম ও জ্ঞান দিয়ে কি অর্জন করতে চান এবং সে অর্জন তাকে বিচার দিবসে আগুন হতে রক্ষা করবে কিনা তা নীরবে চিন্তা করা জরুরি। অন্যদের মুক্তির বিষয় এখানে গৌণ।

আল্লাহর একজন প্রিয় দাস শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ: জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন: গাছে যত বেশি ফল ধরে গাছ তত নুহ্য বা নত (*Humble*) থাকে।

দ্বিতীয় খলিফা ওমর রা. ছিলেন জ্ঞান, তাকওয়া ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ আল্লাহর একজন প্রিয় দাস। বেশ কয়েকটি বিষয়ে কোরআনের নির্দেশনা নাযিলের আগেই সেগুলো ওমরের মনে অনুভূত হতো। এ ছিল আল্লাহর এক নির্ভেজাল দাসের প্রতি তার প্রভুর করণ। সেই ওমর বিন খাতাব রা. রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সব সময় বদরী সাহাবীদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতেন না। সাধারণ মুসলমানগণ ফিকাহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের নিকট গেলে তারা একে অপরকে দেখিয়ে দিতেন। বলতেন এ বিষয়ে উমুক সাহাবী আমার চাইতে ভালো জানেন। কোনো ফতোয়া বা দ্বীনের নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে যত্রত্র ফতোয়াগিরি করতেন না। কেউ কেউ তো দ্বীনের ফতোয়ার ব্যাপারে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ফতোয়া দিতে ভয় পেতেন। ইমাম মালিক রহ. জনতার যে পরিমাণ প্রশ্নের জওয়াব বা ফতোয়া দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন শুধু সে প্রশ্নগুলো দিয়ে একটি বই হয়ে যাবে।

অথচ আজকের যুগে কোনো কোনো সৈমানের দাবিদার এমনভাবে কথা বলেন যে জ্ঞানে সকল শাখা প্রশাখা তার জানা আছে, তার চাহিতে ভালো জ্ঞান সম্পন্ন অত্র এলাকায় আর কে আছে, ইত্যাদি।

অতএব সৈমানদারগণ শুধু কোরআন হাদীস পড়বেনই না বরং অতীত ইতিহাস, কালামুল্লাহর গৃহ অর্থ, সাহাবীদের জীবনযাপন পদ্ধতি, ঘৃতস্তুতি মুসলিম জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইত্যাদি গভীর দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অধ্যয়ন করবেন। এভাবে গভীর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাবে ও তা ময়দানে প্রয়োগ করে মুসলিম ঐক্য সুসংহত করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

অসহিষ্ণুতা : এ আরেকটি অসৎ গুণ যা অনেকে সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। ব্যক্তি নিজে যা কিছু জানে তাকেই চূড়ান্ত জ্ঞান বা নিজের ব্যাখ্যাকে সর্বশেষ ব্যাখ্যা বলে মনে করেন। বিরুদ্ধ মতামত তা যতই গুণগ্রাহ্য ও যৌক্তিক হোক না কেন সহ্য করা মোটেই সম্ভব হয় না। এ ধরনের ব্যক্তিরা নিজ পরিবারের সাথেই ঐক্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। ইসলাম যে সংঘবন্ধ জীবনযাপনের উৎসাহ দেয় সেখানে এ রকম একজন অসহিষ্ণু ব্যক্তিই সম্ভব অর্জনকে তচ্ছন্দ করে দিতে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়।

পরমত অসহিষ্ণু ব্যক্তিগণ নিজ মতের বাইরে কিছু শুনলেই চটে যান, রেগে যান, চ্যালেঞ্জ করে বসেন ও পরিবেশ পরিস্থিতিতে ফির্তনা ফাসাদের দিকে টেনে নিয়ে যাবার শয়তানী প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করেন।

ওমর ইবেন খাতাব রা. মুসলিম জাহানের ও অধিবিশ্বের শাসক। তাঁর একটি অযুসলিম দাস ছিল, নাম আশিক। খলিফা তাকে বললেন “মুসলমান হয়ে যাও”। যদি তুমি মুসলমান হও তবে তোমার কিছু কিছু দক্ষতা এবং যোগ্যতা দ্বারা আমরা মুসলমানরা উপকৃত হতে পারবো। আশিক রাজী হয়নি। কিন্তু এতে তিনি আশিকের উপর মোটেই বিরুদ্ধ বা অসম্ভুতি প্রকাশ করননি। আশিকের বেতন কমে যায়নি বা তার চাকরির উপর কোনো হামলা হয়নি। খলিফা বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে আশিক কিংবা তার পরিবারের বারোটা বাজাবার কোনো চিন্তাও করেননি। খলিফা কখনো আশিকের সমালোচনাও করেননি।

ইসলাম অনুসারীরা কতো মহান! আল্লাহর দ্঵ীন কর পরিপূর্ণ। এখানে নিজ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামত। সবাই যার যার মত ও পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা রোখে।

যাদের অসহিষ্ণুতার রোগ আছে তারা অধিকাংশ সময় খেই হারিয়ে ফেলেন। ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। কখনো কখনো তাদের নিজের কোনো মতামত থাকে না। তারা তাদের পছন্দের কোনো ব্যক্তির কাছ হতে শুনা কথাকেই সবচাহিতে

বিশৃঙ্খলা ও বিশুদ্ধ বলে মনে করেন। কোনো নেতার বাণীই হয়ে যায় অহি। এর বিপরীতে কোরআনের কোনো বাণীও তাদের হষ্ঠকারীতা থামানোর জন্য যথেষ্ট নয়। রাসূলুল্লাহর স. বাণী হয়ে যায় নেতা, হজুর বা পীরের কথার চাইতে কম মূল্যবান। সাহাবীদের জীবনীর প্রতিও তাদের কোনো আকর্ষণ নেই।

ছোটখাট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি: ইসলামী ঐক্যের পথে আরেকটি বাধা এ বিষয়টি। দ্বিনের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে নিয়ে আসা ও তা নিয়ে বাহাস শুরু করা। আল্লাহর দ্বীন একটি বৈজ্ঞানিক ক্রমধারা অবলম্বন করেই বিজয়ী হয়েছে। এর মাঝে যুগ রয়েছে, আছে মাদানী যুগ। দ্বিনের রয়েছে দাওয়াতী যুগ, রয়েছে সংগ্রাম যুগ, এরপর বিজয় যুগ। এ ক্রমধারা অবলম্বন করতে গিয়ে বিভিন্ন হকুম আহকাম একটা সহনশীল ও যৌক্তিক ধারায় মানুষের ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রমাণিত হয়ে বাস্তবায়ন হয়েছে। মদ্যপান হারাম হওয়ার আদেশ নিষেধগুলোর ধারাবাহিকতা তার সুন্দর উদাহরণ।

সুদ চূড়ান্তভাবে হারাম হওয়ার বিষয়টি এবং এর ক্রমধারাও এক মহাজ্ঞানীর কর্মকূশলতার উদাহরণ। অথচ মদ ও সুদ যদি ইসলামের থার্থমিক যুগে হারাম করে দেয়া হতো তাহলে ইসলাম গ্রহণকারী সে সব মুসলিমদের জন্য বিষয়টি অযৌক্তিক মনে হতো। তারা কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারতেন না। যে এখনো সলাত-সওম বুঝে না তাকে হালাল খাওয়ার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হিকমাহ পরিপন্থি কাজ। আর সকল জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য হিকমাহ অর্জন ও ব্যবহার অপরিহার্য। এর অনুপস্থিতিতে জ্ঞান অর্কমন্য কাজে ব্যবহৃত হয় অথবা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিতে, দলাদলিতে ব্যবহৃত হয়। অতএব সকল জ্ঞানী - সাবধান!

দ্বিনের অবশ্য করণীয় দিকগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় নাফিল হয়েছে। আল্লাহর রাসূল স. অবশ্য করণীয় বিষয়গুলো নিজের জীবনে ও তাঁর সঙ্গীদের জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। হক ও বাতিলও সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অস্পষ্ট বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। তর্ক নিজে করেননি ও অপরকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি কখনো কোনো কথায় বা ইশারায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেননি। বরং নিজের মত, আল্লাহর বাণী ও হকুম মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন। সেগুলো গ্রহণ করার জন্য সর্বসাধারণের নিকট চাপাচাপি করেননি।

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থার নাম যা মানুষের সহজাত অভ্যাস ও রুচির সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানুষের দেহ ও মন দীর্ঘক্ষণ তাঁর সহজাত রুচির বাইরে ছির থাকতে পারে না। আর দ্বীন ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক ও সহজ সত্ত্বাকে বিকশিত করে, যার মধ্যে আছে জাগতিক জীবনের চাহিদা পূরনের ব্যবস্থা আবার আধ্যাত্মিক নৈতিকতার বিকাশ সাধনের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি।

কিন্তু সহজ সরল দীনকে মানুষের সামনে তুলে না ধরে একে পেঁচিয়ে ও অথবা জটিল করে সরল মানুষদের দীন থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। মেসওয়াকের সাইজ, পোশাকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, দাঁড়ি লম্বায় কতটুকু হবে, আমিন আন্তে পড়া বা শব্দ করে পড়া, টুপি কি ধরনের হবে, পাঞ্জাবীর সাইজ কত বড় হবে, নামাজের কাতার কাঁধ না পা দিয়ে ঠিক হবে ইত্যাদি নিয়ে অথবা বিতর্ক হয়। এতে করে দীনের মৌলিক বিষয়াদি বাদ পরে যায়। দীন হয়ে যায় জীবনের সাথে সম্পর্কহীন।

বেশির ভাগ সময় দীনের নফল, সুন্নাত, মৌলাহাব বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, শবে-বরাত বা শবে-কদর উদযাপন, মিলাদ মাহফিলের ওপর তো বিতর্ক হয়ই বরং এর পক্ষতি নিয়ে মারামারি পর্যন্ত হয়। তারাওয়ীর নামাজ কয় রাকায়াত হবে, নামাজের পর মোনাজাত করতেই হবে বা মোটেই করা যাবে না ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে বাহাস করে সময় ক্ষেপণ করা হয়, দ্বিধাদন্ত দলাদলিতে এমন সময় লিঙ্গ থাকা হয় যখন অধিকাংশ মানুষ ঈমান সম্পর্কেই সঠিক ধারণা রাখে না। দীনের মৌলিক ফরজিয়াতের জ্ঞানই তাদের মধ্যে নেই। জীবনে নামাজে পঠিত একটি সূরার অনুবাদও জানা হয়নি বা পড়া হয়নি। কিংবা পরিবারের প্রতি একজন ঈমানদারের দায়িত্ব-কর্তব্য কি তার ন্যূনতম ধারণা ও অনুপস্থিতি। অন্যের অধিকার আটকে রাখলে কি পরিণতি হবে তারও কোনো জ্ঞান নেই। ফলে ঈমানদারের জীবন হয় পরল্পুর সংঘর্ষশীল ঘটনাবণ্ণ আজব ব্যঙ্গতায় ভরপুর। উদাহরণ: দ্বামী-ক্রীর দৈনিক অশান্তি, ক্রেতাকে ঠকানো, ঝগ পরিশোধে গঢ়িমসি, কাজের মেয়ের জন্য নিম্নমানের/ভিন্ন খাওয়া, অপরের হক মেরে ওমরাহর মাধ্যমে কলব পরিক্ষার, নিজ পুত্রবধূর সাথে সতীনের মত আচরণ করা, খাশুড়ীকে শক্র মনে করে ঘৃণা করা, কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

আরো আজব আজব বিষয় নিয়েও আজকাল ঈমানের শক্ত দাবিদারগণ তর্ক বিতর্কে লিঙ্গ থাকেন, সময় ও শ্রম নিযুক্ত করেন। যেমন : পুরুষদের ঘর্ণের আংটি পরিধান না করার হৃকুম কোরআনে নেই অতএব এটা জায়েয কি না? কুকুর পালন না করার ক্ষেত্রেও তাই, এবং তা শখের বসে পালন জায়েয অথবা এর ইঙ্গিত কোরআনে আছে বা আল-কোরআনে মূর্তি তৈরির অনুমতি আছে, ইত্যাদি। এ ধরনের বিষয় নিয়ে রীতিমত বাক বিতরণ হয়।

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ছিলেন ইসলামী দুনিয়ার নামকরা জ্ঞানী সাহাবী। তাঁর নিকট ইরাক হতে এক ব্যক্তি এসে জিজেস করলো: ইহরাম অবস্থায় মাছি মারলে তার মাসায়ালা কি? তিনি বললেন দেখো কারবার। রাসূলের কলিজার টুকরা দৌহিত্রবয়, যাদেরকে রাসূল স. বলতেন এরা দুঁজন দুনিয়াতে আমার দুটি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবিশেষ, ফাতিমার রা. স্তানকে যে ইরাকবাসী হত্যা করতে পেরেছে, সে ইরাকবাসী আমার নিকট মাছি মারা সম্পর্কে বিধান চায়। (বুখারী ৩৪৭০)। আফসোস! বর্তমান মুসলিম জনতার অবস্থাও তেমনই করণ।

গত এক শতাব্দী যাবৎ বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম উম্মাহর আবাসস্থল দখল হয়ে আছে (ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর, মিন্দানাও, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, আরাকান), -মুসলমানরা নিজ দেশে হয়ে ছিল পরদেশী (ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে), - মুসলিম জনসংখ্যাকে নিয়মতাত্ত্বিকভাবে নির্মূল করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে সভ্য নামের বেহায়া বিশ্ববাসীর সামনে (বসনিয়া, ফিয়ানমার ও ফিলিস্তিনে), শিক্ষা ব্যবস্থা শিকার হয়েছে নির্মম ছুরিকাঘাতের (বিশ্বের প্রায় সবদেশ হতে ইসলামী শিক্ষাকে করা হয়েছে অপসারিত)। প্রায় পৌনে দুই বিলিয়ন মুসলিম জনতার কয়জন আল-কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করেন? কয়জন ঈমানের সমর্থ লাভের জন্য চেষ্টা করেন? কয়জন দ্বিনের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন? কয়জন দ্বিন প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন? এর জন্য কোনো পরিসংখ্যালবিদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই, অন্য কোনো দেশ ভ্রমণেরও প্রয়োজন নেই। শুধু নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর ও যে সমাজে আমরা বাস করি সে সমাজের দিকে তাকালেই বুঝা যাবে। অবস্থা যখন এই তখন ঈমানদারগণ যদি জীবনের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়াদির ওপর জ্ঞানার্জন বাদ দিয়ে ঐ সকল কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সময় কাটাতে চান এবং আগ বাড়িয়ে তাদের সেসব চিন্তাধারা অন্যদের ওপরও চাপিয়ে দিতে চান তাহলে অনেকের বিষ ছড়ানোর জন্য বাইরের শক্তির প্রয়োজন নেই, আমরা নিজেরাই যথেষ্ট। অথচ দলাদলি হারাম এবং যে তা করবে তার ব্যাপারে আজাবের দুঃসংবাদ স্বয়ং আল্লাহ শুনাচ্ছেন:

وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَكُمُ الْبَيِّنُاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, সুস্পষ্ট হিদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিঙ্গ হয়েছে। যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠিন শান্তি পাবে। সুরা ৩ আলে-ইমরান ১০৫।

অতএব আমাদের প্রতিনিয়তই দ্বিনের মৌলিক বিষয়ে চিন্তা, গবেষণা এর নসিহত ও উপদেশ অনুসরণ করে সময় অতিবাহিত করা দরকার। এ কাজে আমাদের উল্লেখযোগ্য শক্তি ও সময় ব্যয় করা প্রয়োজন। প্রথমে খুব দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে আমাদের জীবনের বোঝা হালকা করার জন্য আমাদের মহানুভব রব কি টিপস দিয়েছেন। সেসব জেনে জরুরি ভিত্তিতে জনতার নিকট প্রচার করতে হবে।

ঈমানদারদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

সংগঠন ও এর বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিন্ন একটি বই রচনার দাবি রাখে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষাপট এই বইয়ে নেই। তাই পাঠকগণ ইসলামী সংগঠনের ওপর বই সংগ্রহ করে নিতে পারেন এবং কোরআন সুন্নাহ হতে নির্দেশনা নিতে

পারেন। তবে এটা নিশ্চিত যে দুনিয়ার অন্যান্য দার্শনিক, রাজনৈতিক, জাতীয়তাবাদী চেতনা, অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় নিয়ে যারা সংঘবন্ধ হয় - সৈমান্দারদের সংঘবন্ধ হওয়া তা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত জরুরি বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো:

- মূল উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট ধারণা
- পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ
- গঠনমূলক সমালোচনা
- বিচ্ছিন্নতার স্বীকৃতি (পুরালিজম)
- অঙ্গ আনুগত্য পরিহার
- প্রাথীহীন নির্বাচন পদ্ধতি
- সার্বিক আত্ম
- Pre-emptive Strike

মূল উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট ধারণা: সৈমান্দারগণ একটা সুনির্দিষ্ট কারণ এবং একটি মহান উদ্দেশ্য-কে সামনে রেখে একত্রিত হয়ে সংঘবন্ধ হয়। এ সুনির্দিষ্ট কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ সংগঠনের পরিচালক হতে শুরু করে সাধারণ একজন সদস্যের নিকট সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

সমভাবাপন্ন মানুষেরা একটি ঐক্যমতের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একত্রিত হয়ে কিছু ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠন কায়েম করে। কিন্তু সৈমান্দারগণ কেবল কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংঘবন্ধ হয় না। বরং তারা সংগঠন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ হৃকুম পালন করেন। কারণ সংঘবন্ধ জীবনযাপন আল্লাহর হৃকুম-ফারাদ। রাসূল স. আল্লাহর সে হৃকুমকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। আর এই সংঘবন্ধ জীবনের সাথেই আল্লাহ বিচ্ছিন্ন না হবার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এটি অবশ্যজ্ঞাবী যে সৈমান্দারদের সংঘবন্ধ জীবন হতে বিচ্ছিন্নতার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে সংঘবন্ধ সৈমান্দারদের এ ধারণা সুস্পষ্টভাবে জানা থাকতে হবে যে:

- সংঘবন্ধ জীবনযাপন আল্লাহর হৃকুম।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি (দাসত্ব) অর্জন - এর লক্ষ্য।
- কর্মসূচি আসবে আল্লাহর কালাম ও রাসূলের স. সুন্নাহ হতে।
- বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের সুযোগ দ্বীনে নেই।
- উপরের ৪টির সাথে আপস করে অথবা এর সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোনো ধারা-উপধারা প্রয়োগ বা মেনে চলার কোনো সুযোগ নেই।
- সকল ধারা-উপধারা, গ্রহণ-বর্জন, রাগ-বিরাগ, পছন্দ-অপছন্দ প্রথম চারটি সীমার মধ্যে থেকে বাস্তবায়নের চিন্তা করতে হবে।

পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ : আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা সন্তাকে কোনো চূড়ান্ত ক্ষমতা দেননি। এটা কেবল আল্লাহর হাতেই রয়ে গেছে। ঈমানদারদের এ সংগঠনের যাবতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। আল্লাহ পরামর্শকে ফারদ ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে বরকতের ওয়াদা করেছেন। কোনো ব্যক্তিকে একক ক্ষমতার অধিকারী বানাননি, কোনো নাবী রাসূলকেও না।

وَشَاءُرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের পরামর্শ নাও, তাদের সাথে মত বিনিময় কর।
সূরা ও আলে-ইমরান ১৫৯।

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবীদের পরামর্শ নিতেন। বদর যুদ্ধ, ওহোদ যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধসহ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ঈমানদারদের সাথে পরামর্শ করতেন। তবে যেসব বিষয়ে আল্লাহর সরাসরি হৃকুম বা নির্দেশনামা বা অহি ছিল সেসব বিষয়ে আল্লাহর রাসূল কারো সাথে পরামর্শের প্রয়োজনবোধ করেন নাই। এ ছাড়া যাবতীয় কাজে পরামর্শ ফারদ।

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সব কাজ সম্পন্ন কর।
সূরা ৪২ আশ-গুরা ৩৮।

খন্দক যুদ্ধের নাজুক পরিস্থিতিতে ঈমানদারদের নেতা আল্লাহর রাসূল যখন কিছুটা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন তখন এক পর্যায়ে পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করল ইহুদিরা। একটি সুষম চুক্তির আওতাবদ্ধ থাকলেও ইহুদিসমাজ গঢ়হারে মদীনার ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে কাফের মুশারিকদের পক্ষ নেয়। অথচ এটা ছিল চুক্তির সুল্পষ্ট খেলাপ। এ পরিস্থিতিতে অবস্থার ভয়াবহতা দেখে আল্লাহর রাসূল ইহুদি গোত্রের নেতাদের ডেকে একটা শর্তের ভিত্তিতে আপস করলেন। অর্থলোলুপ বনি গিতফানের দুই সরদারকে একটা প্রস্তাৱ দিলেন। মদীনার উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ তাদের দিয়ে দেয়া হবে। তারা এ যুদ্ধে কোনো পক্ষই নেবে না। খসড়াপত্র ও লেখা হয়ে গেল। রাসূল স. আনসারদের দুই নেতা সাদ বিন মুয়ায় রা. ও সাদ বিন উবাদা রা. কে বিস্তারিত জানিয়ে তাদের মতামত চাইলেন। এ প্রস্তাৱ শুনে সাহাবীদ্বয় প্রশ্ন করলেন এ ফায়সালা কি রাসূল স. আল্লাহর অহির মাধ্যমে পেয়েছেন নাকি এ ব্যাপারে কোনো অহি এখনো আসেনি এবং এটা রাসূল স. এর ব্যক্তিগত মতামত? সাহাবীরা যখন জানতে পারলেন যে এটা অহির নির্দেশ নয়। তখন তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করলেন। তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যখন আমাদের মাঝে ছিলেন না আমরা ছিলাম মুশারিক, আমরা ছিলাম পথভৰ্ত। তখন এ ইহুদিরা আমাদের কাছ হতে একটি দানা ফসলও নিতে পারেনি। আর এখন আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত।

আপনার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের হিদায়েত দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমরা এইহুদিদেরকে আমাদের ফসলের একটি দানাও দিতে রাজি নই। আমরা আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে কাফের, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবো। রাসূল স. দুই নেতার এ অভিযুক্তি ও সাহস দেখে খুব খুশি হলেন ও ছুক্তির খসড়া ছিঁড়ে ফেললেন।

এ ধরনের পরামর্শের ঘটনা একটি দুঁটি নয়, অনেক। রাসূল স. অধিকাংশ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। সুতরাং পরিচালকবৃন্দ সর্বদা পরামর্শ করে কাজ করবেন, এটাই ঈমানদারদের সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর অনুপস্থিতিতে পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল করতে শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়।

গঠনমূলক সমালোচনা : ঈমানদারদের সংগঠনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সদস্যরা যাবতীয় কাজে পরস্পরের জন্য আয়নার মত কাজ করবে। আয়না যেমন ব্যক্তির চেহারা যা আছে অবিকল তাই দেখায়, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখায় না। ঠিক তেমনি একজন ঈমানদার অন্য আরেকজন ঈমানদারের সমালোচনা করে তার ভুল শোধরাতে সাহায্য করবে।

এ সমালোচনা হবে নিছক এক ভাইকে সাহায্য করার জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে। টিটকারি, অপমান, হেয় করা ইত্যাদি কোনো অবস্থাতেই ঈমানদার ভাইয়ের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মিকতা, নিয়ত, উদ্দেশ্য সবই হতে হবে সৎ।

এ সমালোচনা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামনে। অন্য কারো সামনে নয়। শুধু সংশ্লিষ্ট ভাইকে জানিয়ে দেয়া যে তাঁর মধ্যে ঈমানবিরোধী এই উপাদানটি আছে সুতরাং তিনি নিজেকে শোধরে নিলেই কল্যাণ।

হ্যারত মুয়াজ ইবনে জাবাল ছিলেন রাসূল স. এর বিশিষ্ট সাহাবী। নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে ইয়েমেনের শাসক করে পাঠান। একাদশ সনে তিনি যখন রাষ্ট্রীয় কাজ শেষে মাদীনায় ফিরে আসেন তখন রাসূল স. এর ওফাত হয়ে গেছে এবং সাইয়িদিনা আবুবকর সিদ্দীক রা. খলিফাতুর রাসূল, মুসলমানদের নেতা।

মুয়াজ রা. মাদীনায় ফেরত আসার সময় প্রচুর ধন সম্পদ সাথে নিয়ে আসেন। হ্যারত ওমর রা. তা দেখে মুয়াজের পেছনে লাগলেন। বার বার বলতে লাগলেন এসকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য। কিন্তু মুয়াজ রা. বার বার বলতে লাগলেন এ সম্পদ রাসূলুল্লাহর অনুমতিক্রমেই অর্জন করেছেন। কিন্তু ওমর রা. সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি মুয়াজের কল্যাণ চিন্তা করে তার পিছু ছাড়লেন না। মুয়াজও বলতে লাগলেন যে তিনি রাসূল স. এর অনুমতি ক্রমেই তা করেছেন। অন্যায় কিছু করেননি। বিষয়টি অধিযাংসীত থেকে গেলো।

এর মধ্যে মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. একরাতে স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি পানিতে ডুবে যাচ্ছেন আর ওমর রা. তাঁকে টেনে তুলছেন। এ স্বপ্ন দেখার পর তিনি আর ঠিক থাকতে পারেননি। সকল অর্জিত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য আবু বকর রা. এর সামনে হাজির হলেন। সেখানে ওমর রা. উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আবু বকর রা. সে সম্পদ গ্রহণ করলেন এবং তা মুয়াজ ইবনে জাবালকে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে দান করে দিলেন। মুয়াজ রা. তা গ্রহণ করলেন। ওমর রা. এবার খুশি হলেন এবং বললেন হ্যাঁ এবার তুমি নিতে পারো।

কল্যাণ কামনার কত উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে নেই ঝাঁঝালো কড়া বাক্য, নেই কোনো কুটু়ি, নেই কোনো আক্রমণ বা প্রতি আক্রমণ। নিছক একজন কল্যাণকামী হয়ে দ্বিনি ভাইকে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করার এক উত্তম ও শালীনতম উপায়। নাছোড়বান্দাহর মত ধৈর্য্য ধরে ক্ষতির সম্মুখীন এক ঈমানদার ভাইয়ের পেছনে লেগে থাকা। তাকে বিপদমুক্ত করার আগ পর্যন্ত চিন্তিত থাকা।

সাহাবীদের জীবনীতে আরো অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সুতরাং ঈমানদারদের সংগঠনে গঠনমূলক সমালোচনা হবে সংগঠনের অন্যতম প্রাণশক্তি যা সংগঠনের নৈতিক প্রাণকে নিয়মিত অক্ষিজেন সরবরাহ করবে।

বিচিত্রতার স্বীকৃতি (Pluralism): ঈমানদারদের মধ্যকার মানবীয় বিচিত্রতা আল্পাহর নির্দশন। যে বৃষ্টি বর্ষণ করে তিনি মৃত জমিনকে জীবিত করেন সে জমিনে তিনি বিভিন্ন ধরনের গাছ ও উক্তিদ সৃষ্টি করেন। একই জমিনে নানা বর্ণের ও স্বাদের ফল ফলান। এ এক সুন্দর বৈচিত্র্য। পশ্চদের মধ্যকার বিচিত্রতাও কি কম লক্ষণীয়? কোনো দুই জ্বরার সাদা-কালো ডোরাকাটা দাগ একরকম নয়। ঠিক যেমনটি মানুষের ক্ষেত্রে হয় না। কোনো দুই মানুষের আঙুলের ছাপ এক নয়।

ঈমানদারগণ যখন একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করেন তখন তাদের এ বিচিত্রতার নির্দর্শনটি হস্যঙ্গম করতেই হবে। ব্যর্থতায় বড় ধরনের মৌলিক ক্ষতি হয়ে যাবে। শীঘ্ৰই একে ফাটল ধরবে।

فُلْ كُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَائِكَلَتِهِ فَرْبُكْمُ أَغْلَمْ بِمِنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

বলুন: প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতপর: আপনার পালনকর্তা বিশেষ কৃপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। সূরা ১৭ বানী ইসরাইল ৮৪।

রাসূলুল্লাহ স. এর সাহাবীদের জাতীয়তা বা শরীরের রং-এর বৈচিত্র্যই কেবল লক্ষণীয় নয় বরং তাদের ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য ও সহজে লক্ষণীয়। কেউ ছিলেন খুব কোমল, কেউ ছিলেন কঠোর প্রকৃতির। কেউ ছিলেন এমন দানশীল যে সম্পদের সিংহভাগ দান করতেন, কেউ অর্ধাংশ দান করতেন। কেউ সত্য কথা যত কঠিন

হোক মুখের উপর বলে দিতেন। কেউ নিজে কঠোর ছিলেন কিন্তু অপর কেউ যদি তার উপর কঠোর আচরণ করতেন তখন তার জবাব দিতেন না অথবা নরম আচরণ করতেন। আবার কেউ ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। জাতিগত বিচ্ছিন্নতা, বংশ, ভাষা, গোত্র ইত্যাদি লাজুক ধরনের বিচ্ছিন্নতাও সেখানে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিল।

অন্ধ আনুগত্য পরিহার করা: ঈমানদারদের সংগঠনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো কোনো ব্যক্তি বা নেতার হৃকুম অন্ধভাবে পালন না করা। যিনিই হৃকুম দেন না কেন, হৃকুম বা নির্দেশ হবে কোরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর হৃকুমের পরিপন্থী কোনো হৃকুম দেয়ার কারো কোনো অধিকার নেই।

সুতরাং ঈমানদারগণ সর্বদা এ মৌলিক বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ থাকবেন। সংগঠনের কোনো পদস্থ ব্যক্তিকে কোনো কিছুর উর্দ্ধে মনে করা যাবে না। সকলেই আল্লাহর হৃকুমের অধীন। কেউ এর ওপরে নয়। যে কোনো মৌলিক বিষয়ে যে কোনো ঈমানদার, সংগঠনের যে কোনো পদের ব্যক্তিকে প্রশংসন করতে পারেন। জেনে নিতে পারেন বিভিন্ন নীতিমালার বিস্তারিত বিবরণ।

কোনো হৃকুমই দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয়ের সাথে সংঘর্ষিক হতে পারবে না। নেতা যা বলবে তাই পালন করতে হবে এ ধরনের মনমানসিকতা ঈমানদারদের হতে পারে না। কারণ সকল কাজের জন্য ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হবে। দ্বীনবিরোধী নির্দেশ দেবার জন্য নেতা শান্তি পাবেন, আবার সে আদেশ পালন করার জন্য অনুগত ব্যক্তিকেও শান্তি পেতে হবে।

প্রার্থীহীন নির্বাচন পদ্ধতি: ঈমানদারদের এ সংগঠনের একটি ব্যতিক্রধৰ্মী বৈশিষ্ট্য হলো প্রার্থীহীন নির্বাচন পদ্ধতি। দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতাই পদ-দাবীর মূল কারণ। অজ্ঞতার সাথে দ্রুত দোষ্টি হয় গুরুত্বের যা শিরক। দ্বীনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তির পদ দাবীর সুযোগ নেই। কারণ, স্বয়ং দ্বীন-প্রণেতার সাহায্য ব্যতীত এ দায়িত্বের বোঝা বহন করা কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই কোনো ব্যক্তি যদি এ দায়িত্বের মর্ম বুঝেন, তিনি বরং তা এড়িয়ে যেতে চাইবেন। অর্থাৎ ঈমানদারগণ কখনই পদলোভী হবেন না। একবার এক ব্যক্তি রাসূল স. এর নিকট এসে আবদার করলেন: তাকে যেনো কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয়। রাসূল স. বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি এমন কাজে কাউকে নিযুক্ত করবো না যে তার জন্য প্রার্থনা করে। (মুসলিম)। এ এক গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা যা মানতেই হবে। অপর এক হাদীসে রাসূল স. বলেন, আমীর পদের জন্য প্রার্থী হইও না। কেননা এই পদ যদি তুমি প্রার্থনা করে লাভ কর, তবে তোমাকে তার নিকট সোপান্দ করে দেয়া হবে, আর তা যদি প্রার্থনা করিলে কেই লাভ হয়, তবে তোমাকে সাহায্য করা হবে (বুখারী, মুসলিম)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টি এবং বিশ্বসীরা সে ব্যক্তির সাহায্যকারী হয়ে যায়।

রাম্বুল স. বলেছেন, এমন ব্যক্তির নামাজ তার মাথার এক বিঘত পরিমাণ উপরেও উঠে না যে লোকদের নেতা হয়ে বসেছে বটে; কিন্তু সেই লোকেরাই তাকে অপছন্দ করে। সুতরাং ঈমানদারদের যে ব্যক্তি সবচাইতে তাকওয়াবান ও যোগ্য বলে আপাতঃদৃষ্টিতে সবার মনে হয়, তিনিও নেতৃত্বের জন্য বিবেচিত হতে পারেন না যদি তার মধ্যে পদের লোভ থাকে। এ এক মারাত্মক ক্ষতিকর রোগ। এ রোগ রেখে আল্লাহর রহমত, বরকত, ক্ষমা কিছুতেই আশা করা যায় না। অথচ এ তিনিটি উপাদানের অনুপস্থিতিতে মানুষ তিনিদিনও একসাথে কোন নেক কর্মসূচী নিয়ে যায়দানে টিকে থাকতে পারবে না।

অন্য কথায় ঈমানদারদের সংগঠনে নেতা নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি নিজে থেকেই প্রার্থী হতে পারবেন না। দাবি করতে পারবেন না যে তিনি অমুক পদের জন্য যোগ্য বা এই বিশেষ কাজ তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না। বরং সর্বোচ্চ বিবেচনায় যাকে নেতৃত্বের যোগ্য মনে করা হয় তাকেই এ ভার বহন করতে হবে। আর সেখানে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত ও বরকত আশা করা যেতে পারে।

সার্বিক ভাতৃত্ব অপরিহার্য: ইসলামী সংগঠন ও সংঘবন্ধ জীবনের কথা যখন বলা হয় তখন কারো মনে যেন কোনো সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি না হয়। আমরা আল-কোরআন হতেই এ শিক্ষা পাই। নাবীগণ নিজ নিজ জাতিকে সাধারণ আহ্বানে ভাই বলে সম্মোধন করেছেন। আমাদের সেকেওয়ারী পরিচয় যেন কোনো অবস্থাতেই আমাদের মূল (প্রধান ও আসল পরিচয়: মানুষ) পরিচয়, এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যম ইত্যাদিকে কোনো ভাবেই ক্ষতিহস্ত করতে না পারে তার ওপর সজাগ ও কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। এ নীতি হতে সরে আসা হবে নির্ধারিত ধর্মসের কারণ। চেতনা, কর্মসূচা, কর্মচার্য্যল্যতা ইত্যাদি সময়ে সময়ে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আভ্যন্তরীণ দ্বিনি ভাতৃত্ব যেন নিজেদেরকে বাইরের জগত হতে বিচ্ছিন্ন করে কাল্ট বানিয়ে না ফেলে। কারণ এ ভাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ।

সমাজের চাকাকে চলমান রাখতে, সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে রাখার স্বার্থে মানুষকে তার মূল পরিচয়কে প্রাধান্য দিতেই হবে। তাতে সকল পক্ষের স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব। মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মোহাম্মদ স. নাবুয়াতের আগে নিজ সমাজের নয়নমণি ছিলেন। তাদের সুখে দুঃখে তিনি ছিলেন নিকটতম। সালিশ-বিচার, বিরোধ নিষ্পত্তি, অসহায় দুখ্যদের সাহায্য ও নির্ধারিতের অধিকার আদায় করে দেয়া ইত্যাদি ছিল নাবীর মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নাবুয়াত প্রাপ্তির পর - মাঝুম এবং বিজয়ী - সর্বাবস্থায় তার সে বৈশিষ্ট্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। মাঝা বিজয়ের সময় তিনি তাঁর ওপর কঠোর নির্যাতনকারী, নিজ জন্মভূমি হতে বহিক্ষারকারী অপরাধীদের নিরাপত্তার ঘোষণায় শর্ত দিয়েছিলেন: আবু-সুফিয়ানের ঘর, হারাম শরীফ, নিজ ঘরে থাকা, অন্ত নামিয়ে রাখা। ইসলাম গ্রহণের কোনো শর্ত স্বেচ্ছানে ছিল না। মানুষের কল্যাণই ছিল এ মহান নেতার মুখ্য উদ্দেশ্য।

Pre-emptive Strike: মানবমঙ্গলী তার সেকেণ্টারী পরিচয়কে যত বেশি কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করবে, শয়তান তত বেশি টেনশন অনুভব করবে। মানুষ পরস্পরের যত বেশি নিকটতর হবে শয়তান ঠিক তত বেশি তৎপরতার মাধ্যমে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়ার কৌশল আবিষ্কার করে তা দ্রুত প্রয়োগ করতে থাকবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষালয়, ইউনিয়ন পরিষদ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, ছাত্র-কল্যাণ সংগঠন ইত্যাদি সবকিছুতেই শয়তান গঙ্গোল না পাকানো পর্যন্ত অস্থিতি অনুভব করে। সে বহুগুণ উৎসাহ উদ্বীপনা সহকারে এর অগ্রগতি বাধাহস্ত করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ ধর্মসামাজিক কাজে শয়তান এক বড় মাপের শিল্পী। দুনিয়ার সব দুষ্ট বাঘা-বাঘা রাষ্ট্রনায়ক, যোদ্ধা, দার্শনিক, সিইও, খিক্ষট্যাঙ্ক সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ট্রেইনিংস্টেজিস্ট, মারণাঞ্চ-বিশারদ, কৃটনীতিবিদ - প্রায় সকলেই এই শিল্পীর মুরীদ। কেউ A মানের মুরীদ, কেউ B মানের আবার কেউ C মানের মুরীদ।

যে সব পথে এ শিল্পী (মিনাল জিল্লাতি ওয়াল্লাস) তার বড় মারণাঞ্চ প্রয়োগ করবে বা করার চেষ্টা চালাবে তার কিছু প্রকাশ্য আর কিছু অপ্রকাশ্য। অধিকাংশই মানুষ জানে। কিন্তু সতর্ক মানুষদের ওপর এ শিল্পী তার সে মারণাঞ্চ প্রয়োগ করে না যা সে সাধারণের উপর প্রয়োগ করে। ফলে সংঘবন্ধ ঈমানদারদের শয়তান নামক শিল্পীর গোপন মারণাঞ্চগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেই হবে। কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই সচেতন - আমলে সলিহায় ব্যন্ত - ঈমানদারগণ শয়তানের আক্রমণের পূর্বেই পাল্টা আক্রমণ করতে হবে - আত্মরক্ষার স্বার্থে। তা না হলে এ অসৎ কর্মে বিশেষজ্ঞ শিল্পী সবকিছু খুব সহজে তচনছ করে দেবে। ঈমানদারগণ কিছু টের পাওয়ার আগেই সব লঙ্ঘণ হবে। এ শিল্পী সকলকে বোকা বানিয়ে কর্ম উদ্ধার করবে। জ্ঞানীরা জানবেই না কোন কারণে তাদের মিশন অকৃতকার্য হলো।

যে তিনটি বিষয়ে শয়তান মানুষকে বাহ্যিক কাজে ব্যক্ত রেখে ভেতর থেকে ধর্মস করে দিতে সিদ্ধহস্ত তা নিম্নরূপ:

১. ইয়্যা (ইজ্জত) - এর চিন্তা, কাতরতা, আকাঙ্ক্ষা, প্রচেষ্টা।
২. নায়ঁয়া - তর্ক পছন্দ করা, তর্কে জড়িত হওয়া ও লাগিয়ে দেয়া।
৩. হ্বরান জাম্মা - সম্পদের প্রতি দারুণ ভালবাসা, মারাত্মক ভালবাসা।

উপরোক্ত ৩ বিষয়ে সতর্ক থেকে আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে। তারবিয়াহর আয়োজন করতে হবে সর্ব পর্যায়ে। বিষয়গুলো বার বার কিছুদিন পরপরই নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে নেতৃত্বকে দ্রুদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। এ তিন ধর্মসামাজিক অন্ত ব্যবহার করে শয়তান সবকিছু ছিন্নভিন্ন করবেই - এরকম একটি চিন্তা ও ভীতি নিজ মনে ও দৃষ্টিতে জাগরুক রাখতেই হবে। যে কোনো মানের ব্যক্তিকে সেই শিল্পী এ কাজে ব্যবহার করবে এ শক্তা জাগিয়ে রাখতে হবে।

ইয়্যাঃ ইয়্যার সাথে লাঘনার নিকটাতীয় সম্পর্ক। যার অর্থ হলো: যে ইয়্যা-কাতর হবে সে নিশ্চিত লাঞ্ছিত হবে। বিষয়টি একটি পরীক্ষিত ও মীমাংসিত বিষয়।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَلَّهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

কেউ ইয়্যা চাইলে জেনে রাখো, সমস্ত ইয�্যা আল্লাহর জন্যে।
সূরা ৩৫ ফাতির ১০।

ইয়্যা-কাতরতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ ক্ষেত্রে পুরুষ-ক্রীলোক, জাত-ধর্ম, ধর্মী-গারিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো কোনো তারতম্য নেই। কিন্তু যে তা চাইবে, এর জন্য প্রচেষ্টা চালাবে, অর্থ খরচ করবে, উপায়-উপাদান এ পথে ব্যয় করবে - সে লাঘনা কিনে নিল, সে সমষ্টির জন্য এক শুমান্ত আগ্নেয়গিরি আর নিজ পরিবারের জন্য এক চলমান বিপজ্জনক ব্যক্তি। সে সমাজের জন্য বড় বিপদ। পদে পদে জটিলতা সৃষ্টি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কারণ সে মূল কাজ ছেড়ে দিয়ে নকল কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে। সে মূলত লাঘনার দিকে সময় ও শ্রম ব্যয় করছে।

الْعِزَّةُ بِالِّإِيمَانِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمَهَاكُ

ইজ্জতচিন্তা পাপের দিকে ধাবিত করে। তার জন্যে জাহানাম যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা। সূরা ২ আল-বাকারা ২০৬।

ঈমানদারগণ যারা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করতে একত্রিত হয়েছেন তাদের খুব আন্তরিকতার সাথে এ জগন্য বৈশিষ্ট্য দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ক্রমাগতে ইয়্যা কাতরতা কমিয়ে আনার ফিকির করতে হবে। নিকটজন, প্রিয়জনকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন:

أَيْتَنَّا عَنْ هُنْهُنَّ الْعِزَّةَ قَلَّ مَنْ يَعْلَمُهُ جَمِيعًا

তারা কি তাদের নিকট ইয়্যা প্রত্যাশা করে, অর্থ এটা নিশ্চিত যে যাবতীয় ইয�্যা ও সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। সূরা ৪ আন-নিসা ১৩৯।

কেবল ইয়্যা ইস্যুতে এক কালের বড় বুর্যগ ইবলিস চিরদিনের জন্য তার সর্বস্ব হারিয়েছে। চির লাঞ্ছিত হয়েছে, চির অভিশপ্ত ও অপমানিত হয়েছে।

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذَا أَمْرُنَا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

خَلَقْنَاكَ مِنْ تُرَابٍ وَخَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ

আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজাদা করতে বাধা দিল?
সে বলল: আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আঙুল দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। সূরা ৭ আল-আরাফ ১২।

যারা মানবতার সর্বোচ্চ কল্যাণের জন্য একত্রিত হয়েছেন তারা কথায়, আচরণে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে, অনুভূতি প্রকাশে, মেজাজে, মুয়ামেলাহতে বিষয়টি পাহারাদারী করতে হবে। কারণ এর একমাত্র ব্যক্তিগত পরিপন্থি অপমান ও লাঠঞ্চন এবং ত্রুমাঘৰে চূড়ান্ত ধৰ্মসের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া এবং সমষ্টিকে তার এ দুর্ক্ষর্মের সঙ্গী বানিয়ে ৯ রিখটার ক্ষেলের ভূমিকাম্পের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা।

فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهَا مَذْكُورًا لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ
لَمْ يَلْعَنْ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ

আল্লাহ বললেন: বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে।
তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা
জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। সূরা ৭ আল-আরাফ ১৮।

আর যারা সতর্ক হবেন না তারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আল্লাহ ইয্যাকাতের ব্যক্তি ও শয়তান দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। কারণ দুনিয়ায় থাকতেই তারা জাহান্নামের পথ তৈরি করেছেন।

জ্ঞানী, নিরক্ষর, প্রভাবশালী, ক্ষমতাহীন, দুর্বল, শক্তিশালী, নেতা, অনুসারী, পুরুষ-মহিলা, আলিম, জালিম সকলের মধ্যে এ জবন্য রোগ শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে বসে আছে। ফলে যে মনে করবে আমি এ দোষমুক্ত - সে বিপজ্জনক। তাকে দ্রুত আশ-শিক্ষা অর্থাৎ আল-কোরআনের দ্বারণ্ত হতে হবে। অতি দ্রুত কারেকশন প্রসেস শুরু করার মাধ্যমে নিজ পরিচয়ে ফিরতে হবে - আর তার মূল পরিচয় হলো সে মানুষ এবং আল্লাহর দাস।

সকলকে এ বিষয়ে Pre-emptive Strike নীতিমালা মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে তারিখাহয় প্রসঙ্গটি পুণঃপুণ: তুকিয়ে দিতে হবে। এর আলোচনাকে স্বাভাবিক করে ফেলতে হবে। সবাইকে খোলামনে স্বীকৃতি দিতে হবে যে রোগটি আমার মধ্যে সবচাইতে বেশি আছে।

সায়িদিনা ওমর রা. এবং মুহাজ রা. মধ্যকার ঘটনার আদলে সকলে সকলের ওপর উদয়ীব হয়ে দয়া ও ভালবাসা দিয়ে সর্বোচ্চ কল্যাণকামী হয়ে পাহারাদারী করতে হবে। দৃশ্যপীয় কিছু পেলেই সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে সংশোধনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

আল-কোরআনে উল্লেখিত আয়াতগুলো প্রতিনিয়ত সামনে রাখতে হবে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এ রোগের লক্ষণ, শক্তি, নিরাময়, ধৰ্মসংবন্ধ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। আল-কোরআনের সূরা ও আয়াত নামার: ২:২০৬, ৪:১৩৯, ১০:৬৫, ১৬:২২, ২৬:৪৪, ৩৫:১০, ৩৭:১৮০, ৩৮:২ ও ৮২, ৬৩:৮, ৮০:১৭-১৯।

নায়া'য়া: এর অর্থ তর্ক, বিতর্ক, তর্কাতর্কি ইত্যাদি। প্রাথমিক অবস্থায় এটি খুব নির্দেশ, মজার, ও আনন্দের বিষয় মনে হয়। মানুষ তর্ক পছন্দ করে। তর্ক ভালবাসে। তর্ক ছাড়া কোনো কিছু জমে ওঠে না। মানুষ তার শক্তিশালী যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে তর্কপ্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষ তার প্রভাব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদির জোরেও তর্ক করতে পছন্দ করে, ঐসব প্রতিষ্ঠা করে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে।

কিন্তু এই মজার বিষয়টি আমাদের প্রভু হারাম ঘোষণা করেছেন।

وَاطْبِعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازِعُوا فَتَنَفَّشُوا
وَتَذَهَّبُ إِلَيْكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

আর আল্লাহর নির্দেশ মনে চলো এবং তার রাসূলের। তোমরা তর্ক (বিবাদ/বাগড়া/বচসা) করো না। যদি করো তবে তোমরা দুর্বল/কাপুরুষ হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিপত্তি চলে যাবে। ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। সূরা ৮ আনফাল ৪৬।

প্রত্যেক তর্কে হার জিতের প্রশ্ন থাকে। ইয়া-চিন্তা তর্কের অপরিহার্য অংশ। ফলে তর্ক আর তর্ক থাকে না। তা যুদ্ধে পরিগ্রহ হয়। সংশ্লিষ্ট সকলে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পরের ধাপ শক্তিপরীক্ষা - প্রথমে জিস্তা ও বুদ্ধির অন্তর্ব্যবহার, তা ব্যর্থ হলে শারীরিক শক্তির পরীক্ষা। তারপর তা আরো বৃহৎ আকার ধারণ করে বিরাট বিপর্যয় তৈরি করে অথবা বিপর্যয়ের ক্ষেত্র তৈরি করে।

স্মরণ রাখা উচিত যে তর্ক দুর্বলতার চিহ্ন। চিন্তাশক্তির স্ফীণাবস্থার সুস্পষ্ট প্রকাশ। অনৈক্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ। তর্কের বড় কুফল: মানুষ ক্রমান্বয়ে মূল বিষয় হতে, কেন্দ্রবিন্দু হতে পরিধির দিকে লক্ষ্যহীন কোনো গন্তব্যের দিকে ছুটে চলে। বিদ্যানরা যে মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে তর্ক শুরু করেন সে বিষয়কে আর পরে খুঁজেই পাওয়া যায় না। তর্কের আবিঙ্কারক ও তর্কের গুরু ইবলিস মূল বিষয়কে খুব কৌশলে আড়াল করে ফেলে এবং সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন বিষয়কে টেবিলে নিয়ে আসে।

ওহুদ যুদ্ধের বড় বিপর্যয়ের কারণ এই নায়া'য়া। আল-কোরআনের সূরা আলে-ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। আমাদের মহান রব সে বিপর্যয়ের বিশ্লেষণে যে কয়টি বিষয় চিহ্নিত করেছেন তা হলো:

- তর্ক ও মতবিরোধ।
- তা হতে দুর্বলতা।
- তারপর নেতার হৃকুম অমান্য করা।
- তা হতে পরাজয়।
- মূলে ছিল সম্পদের প্রতি ভালবাসা।

وَلَقَدْ حَدَّقُوكُمُ اللَّهُ وَعَذَّبَكُمْ إِذَا تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَقِيرًا أَنْكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ
مَّنْ يُرِيدُ الدِّينَ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ لَمْ يَمْرِكُمْ
عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَّا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন। শুরুতে তাঁর হকুমে তোমরাই তাদেরকে হত্যা করেছিলে। কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত হলে যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে, তোমরা নিজেদের নেতার হকুম অমান্য করে বসলে। কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়া প্রত্যাশী আর কারা কাম্য ছিল আখিরাত, তখনই আল্লাহ কাফেরদের মোকাবিলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তবে আল্লাহ এরপরও তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। কারণ মুমিনদের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন। সূরা ৩ আলে-ইমরান ১৫২।

তর্কের মাধ্যমে নিকটজনদের মধ্যে টেলশন^{৫০} সৃষ্টি হয়। তর্কের কারণে মানুষ পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তর্কের মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যায়। মানুষ সর্বদা মূল ইস্যু হতে বহু দূরে সরে যায়।

আর যেভাবে বা যে পদ্ধতিতে তর্ক শুরু হয় তা অত্যন্ত নগন্য বহু ক্ষেত্রে হাসির খোরাক ঘোগায়। যে সব বিষয়ে তর্ক লাগে তার কিছু উদাহরণ:

- বাসার ড্রায়িং রুমের পর্দার রং ঘেটে না কি সাদা এ নিয়ে অনর্থক তর্ক।
- গত সপ্তাহে মেহমানরা সাথে কমলা না কি আপেল এনেছিল।
- ১৯৬৬ সালে ঘামী-ঙ্গী পাগলায় না কি আড়াই-হাজারে হলিডে করেছিল।
- ফাইটে যাত্রী ৮৯ জন না কি ৯৮ জন ছিল।
- রফে-ইয়াদাইন করবো না কি করবো না।
- বিরানীর সাথে ডিম দেবো না কি কাবাব দেবো।
- বাঁশটা কি ১২ ফুট না কি সাড়ে ১২ ফুট লম্বা ছিল।
- ২৩ নাম্বার বাস সেরাঙ্গুন যায় না কি সিম লিম ঝঝার যায়।
- রাসূলুল্লাহ স. এর পিতামাতা কি বেহেশতে যাবে না কি যাবে না।

তর্ক শয়তানের বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রভু তর্ককে হারায় করেছেন। তর্ক বন্ধে Pre-emptive Strike নীতির মাধ্যমে শয়তানকে পরাজিত করতে হবে। যে এটিকে হালকা করে নেয় সে এমন পশ্চিত, যার সাথে শয়তানের নিশ্চিত সুসম্পর্ক রয়েছে।

^{৫০} তাতেই শয়তানের মুনাফা অর্জন হয়ে যায়। সামান্য ইনডেটেমেন্ট কিন্তু অত্যধিক লাভ।

হৃবান জাম্মা: মালের প্রতি ভালবাসা মানুষের আরেকটি সহজাত প্রবৃত্তি। দুনিয়ার সকল মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা চেলে দিয়েছেন। আল্লাহ সাক্ষী দিয়েছেন:

رُّبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُفَتَّنَةِ
مِنَ الدَّهْرِ وَالْفَضْلَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَؤُلَةِ وَالْأَغْلَامِ وَالْحَرَثِ

মানুষের জন্য নারী, সত্তান, সোনারপার স্তপ, সেরা ঘোড়া, গবাদীপশু ও উর্বর কৃষি ক্ষেতকে বড়ই সুসজ্জিত করা হয়েছে ভালবাসা ও কামনার বন্ধ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরা ৩ আলে-ইমরান ১৪।

সম্পদ অর্জনে কিংবা এর পরিমাণে কোনো বাধা বা সীমা নেই। কিন্তু সম্পদের প্রতি ভালবাসা বিপজ্জনক। এ ভালবাসাকে বহু গুণে বর্ধিত করে মানুষ নিজেকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এর ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে পারিবারিক সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা, ব্যবসায়িক প্রতারণা, জীবন রক্ষাকারী ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ, ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষকে খুন করা, ব্যবসায়িক পার্টনারকে ঠকানো, জমি দখল, মিথ্যা মামলা দিয়ে অপরের সম্পদ দখল, আমানতের খেয়ালত ইত্যাদি কাজ মানুষ নিজের জন্য হালাল বানিয়ে নিয়েছে। এর সীমা বর্ধিত হতেই থাকে। মানুষ তখন ত্রুমাঝেয়ে আরো Adventurous (দুঃসাহসিক) হয়ে ওঠে। সম্পদ অর্জন তার নেশা হয়ে যায়। ছলে, বলে, কৌশলে সে তার লক্ষ্যে পৌছাতে চায়। সবার উপরে সম্পদ - তাহার ওপরে নাই। এ হয় তার স্লোগান। এই বিষয়টিকে আমাদের রব আল-কোরআনে এভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন:

وَلَّجِبُونَ الْمَالَ حَبَّاً جَمِّاً

এবং তোমরা মাল-সম্পদকে সবচাইতে বেশি ভালবাসো।
সূরা ৮৯ আল-ফজর ২০।

মাত্রাতিক্রম সম্পদপ্রীতির কারনে মানুষ জীবনের কোন উচ্চতর লক্ষ্যের কথা চিন্তা করতে পারে না। সম্পদের মোহ মানুষকে এমন কাতর আর সেপলেস বানিয়ে দেয় যে সে মৃত্তের ওরসজ্জাত সত্তানদেরকেও নির্মমভাবে প্রতারিত করে। সে নিজে তার মেয়ে ও বোনকে ঠকায়। আল্লাহ বলেন:

وَلَكُونُ التِّرَاثَ أَكْلَلَمْ

এবং তোমরা মীরাসের সম্পদ খেয়ে ফেলো
সূরা ৮৯ আল-ফজর ১৯।

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَيْدِينْ

এবং তোমরা ধন সম্পদের মোহে মন্ত। সূরা ১০০ আদিয়াত ৮।

দুর্বলাতা মানুষ আল্লাহর এ সতর্কবাণীসমূহকে হালকাভাবে নেয়। অন্যেরাও বিষয়টিকে যেনতেনভাবে নিয়ে তা সেভাবে বিবেচনায় আনেনা যেভাবে আল্লাহ এটিকে বড় বিষয় বানিয়েছেন। ফলে মানুষের কল্যাণকামী এবং কল্যাণের দাবিদার ব্যক্তিরা যখন সামষ্টিক বিষয়ে কোনো কাজে এগিয়ে আসে তখন সে তার সেই ইতর-আত্মা, হীন নৈতিক শক্তি আর দ্বিন্মের দুর্বল সমজ দিয়ে নিষেক্ত অতি প্রয়োজনীয় ও অংগুতির জন্য অপরিহার্য কাজসমূহ করে যেতে থাকে:

১. পরিস্থিতির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা।
২. অবস্থার পর্যবেক্ষণ।
৩. বৈরীতা অনুধাবন।
৪. নীতি প্রশংসন।
৫. করণীয় নির্ধারণ।
৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৭. দূরদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি অনুধাবন।
৮. জনমানুষের মনস্তৃ অনুধাবন।
৯. উপযুক্ত কর্মসূচি ঘোষণা।
১০. যুগোপযোগী তালিম ও তারবিয়াহর পরিকল্পনা গ্রহণ।

ইয়াহা কাতর মানুষ অযৌক্তিক বিতর্ক সৃষ্টি করে খেই হারিয়ে প্রসঙ্গ হতে বহু দূরে চলে যায়। আর মালের প্রতি ভালবাসার কারণে সে তার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে জীবন ও মৃত্যুকে উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীন বানিয়ে নিজের ক্ষতি করে এবং সামষ্টিক কল্যাণের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। বদরে যারা আল্লাহর অনুগ্রহনির্ভর হয়ে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। সম্পদপীতির কারণে ওল্ডে তার বিপরীত ঘটলো কারণ তারা আল্লাহর সে অনুগ্রহ পাননি যা বদরে পেয়েছিলেন।

সম্পদের প্রতি মাত্রারিক্ত ভালবাসা একটি অতি নিকৃষ্ট মানের বোঁক। মানবজীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নিজেকে সে অবস্থা বা স্বভাব হতে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। সেটাই তার জন্য তার স্রষ্টার পক্ষ হতে বড় Challenge. জন্ম-জানোয়ারদেরকে তাদের স্রষ্টা কোনো Challenge দেননি। তারা যা, তা-ই থাকবে। কিন্তু মানুষ এমন সৃষ্টি যে চাইলে একেবারে নীচে নেমে পশুর চাইতে অধিম হতে পারবে আবার উপরে উঠতে চাইলে যে কোনো উচ্চতায় উঠে যেতে থাকবে। আর তার স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করতে থাকবে।

মানুষ উচ্চতায় উঠার জন্য যেসব উপাদান দরকার তার সবটাই মহান প্রভু সরবরাহ করেছেন। অতএব কোনো মানুষ তার প্রভু-স্রষ্টাকে দোষারোপ করতে অক্ষম হবে। সে যদি কাউক দোষারোপ করতে চায় তাহলে নিজেকে ছাড়া আর একজনকে পাবে সে হলো শয়তান - কিন্তু শয়তান সবই অস্বীকার করবে। ফলে তার বোকামীর জন্য মানুষ দুঃখে ক্ষেত্রে নিজ আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে, আর কিছুই নয়।

শেষ কথা

দীন-ধর্মের প্রসঙ্গ আসলে মানুষ অগ্রাভাবিক আচরণ শুরু করে। দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল হতে নিজেকে বিছিন্ন করে এক কাল্পনিক বা স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করে। ফলে মানুষ দ্বীনের দুনিয়া-অংশ (যা দ্বীনের প্রায় ৮০%) হতে খুব কম কল্যাণ লাভ করে। অথচ সে প্রতিদিন ১৭ বার কেবল মালিকি ইয়াওমিদীন (পরকাল/প্রতিদিন দিবস) ঘোষণা করে না, বরং রাবুল আলামিন (এ দুনিয়ার বিষয়ে প্রভু) ও ১৭ বার ঘোষণা করে।

মানুষকে অবশ্যই স্বপ্নের জগত হতে বাস্তব জগতে ফিরতে হবে। আর বাস্তব জগত মানে হলো: দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল, লেনদেন, অধিকার আদায়, দায়িত্ব-কর্তব্য পালন। এ জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে অধিকার হরন, জুলুম, প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া, ভোট-ডাকাতি, জনতার ঘাড়ের উপর চেপে বসা, অর্থ ধার নিয়ে তা ফেরত দানে গড়িয়সি, পণ্যের কাটতির জন্য মিথ্যা বলা, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, স্ত্রীকে মহর বাঞ্ছিত করা ও মেয়েদেরকে মীরাসে ঠকানো, ইয়াতীমের সম্পদ পুরোটাই আত্মসাত করা, কাজের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের খাবার পরিবেশন ও অত্যাচার এবং তার অন্যান্য অধিকার হরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্বলের উপর অত্যাচার আর সবলকে মিথ্যা সম্মান - ইত্যাদি।

জীবনের অতি পরিচিত ও স্ববিরোধী ক্ষেত্র বিশেষে নিষ্ঠুর চিত্রগুলো হলো:

১. ব্যবসায়ী ৫ ওয়াক্ত সালাত মাসজিদে জামায়াতের সাথে আদায়ের ব্যাপারে দারুন ডিসিপ্লিন অনুসরণ করে কিন্তু কর্মচারীদের অধিকার আদায়ে দারুন ইতরামী করে। কোন সৎ কর্মচারী পেলে তাকে সম্মান দিতে উৎসাহ বোধ করে না। হরহামেসা কাষ্টমার ঠকায়, পণ্যে ভেজাল দেয়। আবার কয়েক বছর পর পর ওমরা পালন করে আত্মার শান্তি পাওয়ার অঙ্গুল চেষ্টা করে। এ চিত্র সব দেশে সারা বিশ্বে। এর ব্যাতিক্রম সংখ্যায় মারাত্মক কৃশকায়।
২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ১২ হতে ১৫ বছর দ্বীন অধ্যয়ন করে মানুষকে দ্বীনের মৌলিক/অপরিহার্য জ্ঞান না শিখিয়ে, গুরুত্ব না দিয়ে অমৌলিক বিষয়ের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে তালগোল পাকিয়ে দেয়া হয়। মানুষকে পায়ের গোড়ালী জাহাঙ্গামের আগুন হতে মুক্তির জ্ঞান গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া হয় কিন্তু শিখানো হয় না যে সম্পদ সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান অর্জন ও তা পালন না করলে দুনিয়ার মারাত্মক অশান্তি (ক্রমাবেয়ে সন্ত্রাস) আর পরকালে আল্লাহর আগুনে (নারকল্লাহ ১০৪:৬) ছালতে হবে - অর্থাৎ শুধু পায়ের গোড়ালী নয় পুরা দেহটাই আগুনে পিষ্ট হবে। নামাজের কাতার সোজা করতে উৎসাহিত করা হয় কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি তা চেকে রাখা হয়, ফলে কাতার সোজা হয় কিন্তু নোংরা দলাদলি ক্রমাবেয়ে বাঢ়ে।

৩. মারাত্মক ষ্ট-বিরোধীতার জুলন্ত উদাহরণ: সুন্নাহ-নফল রক্ষার জন্য মানুষকে ফারদ (আবশ্যিক কর্ম) ত্যাগ করার সরাসরি নির্বোধ প্রেরণা দেয়া হয়। ফলে নিরপরাধ অনুসারীগণ আবশ্যিক কর্মের চাইতে অন্যান্য কর্মকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে আত্মাভী কাজ করে যেতে থাকে।
৪. নিজে শত প্রেরণা সহকারে নাবীর স. সুন্নাহ (দাঁড়ি/জুবাহ) অনুসরণ করে কিন্তু নিজ মেয়েদের হাতকাটা জামা পড়ানো আর ছেলেদের শর্টস পরানোতে কোনো অস্তি অনুভব করে না। নির্লজ্জতা সকল বড় গুনাহের শক্তিশালী প্রভাবক (৫৩:৩২)। নির্লজ্জ মানুষ নিজ সন্তান-পিতামাতাকে প্রতারিত করতেও দ্বিধা করে না। পোশাক নাখিল হয়েছে ঢেকে রাখার মাধ্যমে সৌন্দর্য রক্ষার জন্য (৭:২৬)। এ সবে মারাত্মক উদাসীনতা।
৫. আল্লাহ সৈমানদারদের নির্দেশ দিয়েছেন আল-কোরআনকে এক্যবিন্দুভাবে শক্তভাবে ধরার জন্য - অনুসরণ করার জন্য। আর বিভক্তিকে নির্দেশ দিয়ে হারাম ঘোষণা করেছেন (৩:১০৩)। বড় লজ্জার বিষয় আজ ধর্মীয় নেতৃত্ব বিভক্তি প্রমোট করছেন। তাদের মূল কাজ হয়ে গেছে দুঁটি:

- মৌলিক/অপরিহার্য জ্ঞান তথা হাকু ঢেকে রাখা।
- বিভক্তির সকল মাল-মশলা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া।

সৈমানদারদের জরুরী করণীয়

এক অজ্ঞ আরেক অজ্ঞক পথ দেখাতে পারেনা। বড় গোনাহ, বড় করণীয় আগে জানার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুণ। এটি আল্লাহর নির্দেশ (৪:২৮-৩১, ৭:৩৩, ৪২:৩৭, ৫৩:৩২)। যিনি যতটুকু জানলেন তা দিয়ে জনমানুষকে জরুরি সত্যের দিকে আহ্বান করতে হবে। এ আহ্বানে বোধশক্তি (Common Sense) অন্তত ততটুকু খাটাতে হবে যতটুকু আমরা দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে খাটাই, যেমন:

১. ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য যে সাধারণ জ্ঞান ও বোধ ব্যয় হয়।
২. সন্তানের পরীক্ষার রিজাল্ট ভাল করার জন্য যে কমন সেন্স খাটানো হয়।
৩. নিজ CV-কে আকর্ষণীয় করার জন্য যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।
৪. জমি বা এপার্টম্যান্ট কিনতে যে সজাগ দৃষ্টি থাকে।
৫. বিয়েতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে যতটুকু উদ্বেগ দেখানো হয়।

দ্বীন ও কোরআনের প্রতি Common Sense বিরোধী জুলুম বন্ধ করতে হবে। তা না হলে দ্বীনের সৌন্দর্য, দ্বীন পালনে উপকার/পুরুষার ইত্যাদি হতে আমরা এই দুনিয়াতেই বঞ্চিত হবো। পরকালে আছে আমাদের বিরক্তে নাবীর স. সত্য সাক্ষী (সূরা ২৫ ফোরকান ৩০)। যার নিশ্চিত পরিণতি পরকালে লাভণ্য ও শান্তি। আর নির্বোধ আচরণের জন্য ইহজীবনে কোন কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে না?

ধীন-ধর্মের বড় বিষয়কে কম গুরুত্ব দিয়ে ছোট বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়ার অতি সাধারণ বা প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত পরিণতিগুলি দেখা যাক:

১. পারস্পরিক বিভক্তি, দলাদলি, ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে যাওয়া। ক্রমান্বয়ে মূল কর্মসূচী হতে দূরে সরে যাওয়া।
২. মাসজিদ-মাদ্রাসা-ধর্মীয় জলসার, ঘরে, বৈঠকে, আলোচনায়, বাজারে অর্থাৎ সর্বত্র প্রতারণা, ঘৃণা, বিদ্যম, গীবাহ-র ব্যপক ছড়াচাঢ়ি।
৩. চূড়ান্ত পরিণতি: দুর্বলতা, পরাজয় (সূরা ৮ আল-আনফাল ৪৬) ও নির্মম জুলুম-সন্ত্রাসের ব্যাপক প্রসার। এ হতে কেউ মুক্ত থাকতে পারে না।

ইমানদারদেরকে বিষয়টির গুরুত্ব খুব দ্রুত অনুধাবন করতে হবে। তা না হলে আমাদের পদে পদে অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্গতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমাদের দুর্বলতা ও পরাজয় অবধারিত। আমরা নিজেরই কোনো কল্যাণ করতে অপারণ - অন্যের কল্যাণ সাধনের চিন্তা বা ঘোষণা হবে এক আহমকি বচন ও বাজে স্ফপ্ত।

উম্মাতান অসাতের যে গুরুদায়িত্ব (দুনিয়ার সকল মানুষের উপর আল্লাহর জন্য সাক্ষী হওয়া বা দেওয়া) আমাদের মহান প্রভু মুসলিম উদ্ধাহর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন সে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে অব্যাখ্য প্রিয় নারী স. সাক্ষী দেবেন। তিনি স. কি আমাদের কর্মের ব্যপারে যিথ্য সাক্ষী দেবেন? তিনি কি কোনো দুর্বল সাক্ষী? উভয়ে কেউ হ্যাঁ বলবেন না, কোন দলই না, তা যত ক্ষুদ্র বা বড় দলই হোক।

আমরা যত দ্রুত সাবধান হবো তত কল্যাণ। আমরা যত তাড়াতাড়ি হঁশ ফিরে পাবো দুনিয়াব্যাপী বিভ্রান্ত মানুষগুলোর তত বেশি কল্যাণ হবে। আর আমাদের সম্মান, গৌরব, জোলুস, সফলতা ইত্যাদি কি বাড়বে না কমবে - সেটিও সকল দল ভালভাবেই জানেন।

আমরা যদি গ্লোবাল দায়িত্ব (পুরা মানবতার কল্যাণসাধন) উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যে দলাদলি, বাগড়া-ফাসাদ-হাসাদ নিয়ে ব্যস্ত দিন কাটাই তাহলে আমাদের নামাজ-যাকাত-রোজা-হাজ-ওমরাহ, তাহাজ্জুদ-রফেইয়াদাইন, শাহাদাত আঙ্গুলের নিখুঁত-সঠিক নাড়চাড়া, শাওয়ালের রোয়া, মহররমের তাৎপর্য আলোচনা, মিলাদ-শবেবরাত-শবেকদর, ঈদের নামাজে সঠিক তাকবীরের সংখ্যা ব্যবহার - ইত্যাদি আমাদের ধর্মস ঠেকাতে পারবে কি?। আমাদের অসহায়ত্ব, দুর্বলতা, বেইজ্জতি, বহিক্ষার, নির্যাতন, প্রায় সর্বত্র (৯০% মুসলিম দেশে) চাপিয়ে দেওয়া জালিম শায়কের শোষন, মানবতার অপমান, ধর্ম নিয়ে তামাশা, দৈনন্দিন জীবনে ব্যপক জালিয়াতি, প্রাত্যহিক অসম্মান ইত্যাদি দেখেও কি আমরা নীরবে দু'মিনিট চিন্তা করবো না? আল্লাহ আপনি আমাদের কমন সেন্স ফিরিয়ে দিন। আমিন।



নোট:

প্রশ্ন:

অভিযোগ/ ভিত্তিমত:

সংশোধনী:

লেখকের জন্য উপদেশ:

আপনার ফিল্ডব্যাক ই-মেইল করুন: sarwarkabir@hotmail.com

মৌলিক জ্ঞান সিরিজের অন্য বইগুলোও পড়ুন

ইসলামী পরিভাষা | ঈমান | পরকাল | সামাজিক সম্পৃক্ততা
সর্বোত্তম অনুকরণীয় আদর্শ | সুরূতি | মাতাপিতার অধিকার
মর্যাদা ও সফলতা | শিক্ষা | সম্পদ

মৌলিক জ্ঞান সিরিজের পরবর্তী ও শেষ বই:

শিক্ষা ও সম্পদ

ইনশাআল্লাহ প্রকাশিত হবে ২০২০ রমাদানে
আল্লাহর নিকট তোফিক ভিক্ষা করছি। আমিন

১য় ও ২য় কিন্তি সংগ্রহ করুন
রিয়ক : সম্পদ বৃদ্ধির সহজ উপায়

৩য় কিন্তি

ইনশাআল্লাহ প্রকাশিত হবে ২০১৯ ডিসেম্বরে